भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No.
पुस्तक संख्या
Book No.

रा० पु०/N. L. 38.

H7/Dte/NL/Cal/79—2,50,000—1-3-82—GIPG.

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY … CALCUTTA

No. 224. September 1883.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৪ সংখ্যা। | ভাদ্র ১২৯০—সেপ্টেম্বর ১৮৮৩। | ৩য় কল্প। ১ম ভাগ।

সূচী।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ১২৯
২। বামাবোধিনীর বিংশ জন্মোৎসব ১৩২
৩। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ১৩৬
৪। দুই পক্ষেরই ভুল ১৪০
৫। ঐতিহাসিক গল্প—রোমরহস্য ১৪৫
৬। পিপীলিকা ১৪৮
৭। কৃষকবালা ১৫১
৮। উদ্ভিদ্ জগৎ ১৫৩
৯। আলোক গৃহাধিপতির কন্যা ১৫৫
১০। বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব ১৫৭
১১। নূতন সংবাদ ১৬০
১২। পুস্তকাদি সমালোচনা ১৬০

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯ নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৶০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

গৃহশিক্ষা পুস্তকাবলীর

প্রথম খণ্ড।

কারা-কুসুমিকা।

THE PRISON FLOWER.

নীতিগর্ভ ঐতিহাসিক উপন্যাস,

বামাবোধিনী সম্পাদক শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, দ্বারা

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

বালক বালিকা, অন্তঃপুরিকা এবং শ্রমজীবী সকলেরই পাঠ্য।

মূল্য ।৵০

বামাবোধিনী কার্য্যালয় ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রভাত সঙ্গীত

(নব প্রকাশিত)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

মূল্য ||০

সংস্কৃত ডিপজিটরি, ক্যানিং লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

নূতন পুস্তক।

কএকখানি পত্র ও উত্তর, ইহাতে স্বামী পত্র দ্বারা স্ত্রীকে সাংসারিক, বৈষয়িক, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ দিতেছেন। পাঠিকাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ স্ত্রী কর্তৃক লিখিত উত্তরগুলিও এবার ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠিকাগণ এতৎপাঠে যুগপৎ আমোদিত ও উপদিষ্ট হইবেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

চিত্তবিনোদিনী।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।০ মাত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৪ সংখ্যা। ভাদ্র ১২৯০—সেপ্টেম্বর ১৮৮৩। ৩য় কল্প ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আগামী শীতকালে কলিকাতায় যে আশ্চর্য্য প্রদর্শনী হইবে, তাহার জন্য খুব ধুমধাম হইতেছে। এ সম্বন্ধে একখানি সরকারী রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা আপনাপন অধীনস্থ স্থান সকলে যাহা যাহা ভাল জিনিষ দেখাইবার, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। বৈদেশিকেরা গড়ের মাঠের প্রায় দেড় লক্ষ বর্গ ফুট ভূমি ঘেরিয়া লইয়াছেন—ইংলণ্ড ৫০ হাজার, ইউরোপের অন্যান্য দেশ ২০ হাজার, অষ্ট্রেলিয়া ২৯ হাজার, আমেরিকা ২ হাজার, চিন ও জাপান ১ হাজার বর্গ ফুট। সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্য বস্তু, ইতর জন্তু এবং মহারাণীর রাজ্যস্থ আদিম নিবাসী অসভ্যগণও প্রদর্শিত হইবে। এই উপলক্ষে কলিকাতায় পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় লোক এবং অনেক রাজারাজড়ার সমাগম হইবে। জাহাজ রেলওয়ে প্রভৃতির ভাড়ার সুবিধা করা হইবে। আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মেলার কৃতকার্য্যতার জন্য বিশেষ উৎসাহ দান করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, গতবারে যে হিন্দু বিধবাবিবাহটীর সংবাদ দেওয়া যায়, তাহাতে পাত্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী বর্ত্তমান আছেন। বিধবাবিবাহে * আইনের

দুই একটী ধারা সংযোজিত হওয়া আবশ্যক। আমরা বরাবর দেখিতেছি, প্রাচীন হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিধবাবিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র এবং হিন্দু সমাজে সেরূপ বিবাহিত ব্যক্তিদিগের দুর্দ্দশার সীমা নাই, এই জন্য বিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যাঘাত হইতেছে। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে নূতন বিধির জন্য মান্দ্রাজবাসীরা প্রার্থী হইয়াছেন, বঙ্গবাসীদের এ সময় নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

গত লোকসংখ্যা গণনায় প্রকাশ পাইয়াছে, ভারতবর্ষের অধিবাসী-সংখ্যা সাড়ে পঁচিশ কোটী। ইহার মধ্যে বিধবাসংখ্যা কত পাঠিকা বলিতে পারেন? ৩০ বৎসরের উর্দ্ধ না ধরিলেও ৩৩,৪২,৯৭১; ইহার মধ্যে ১০ বৎসরের ন্যূন ৬৩ হাজার; ১০ হইতে ১৫ বৎসরের ১,৭৫,৫২৪; ১৫ হইতে ২৫ বৎসরের ১৫,৩১,২৬২ এবং ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের ১৫,৭২,১৪৫ জন। সম্ভবতঃ ইহাঁদিগের অধিকাংশই বাল্যকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া চিরদিনের মত জীবনের সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন। সহযোগী সঞ্জীবনী যথার্থই বলিয়াছেনঃ—"আফ্রিকার দাসদিগের দুঃখ দূর করিতে ইংরেজ প্রাণ কাঁদিল, আমরা আর্য্য (!), সহোদরার দুঃখেও আমাদের প্রাণ ট[illegible] না।"

পণ্ডিতা রমা বাই খৃষ্টানদিগের আশ্রয়ে বিলাত যাওয়াতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন তিনি খৃষ্টান হইবেন, কেহ কেহ মনে করিয়াছেন তিনি বিবাহ করিবেন। কিন্তু আমরা তাঁহার এক পত্র পাঠে অবগত হইলাম তাঁহার এরূপ কোন অভিপ্রায় নাই। তিনি নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে গিয়াছেন এবং তথায় এম ডি উপাধি পাইয়া ডাক্তার হইবার জন্য ইংরাজী শিক্ষা করিতেছেন। দুই মাসের চেষ্টায় ইংরাজী কথা কহিতে ও বুঝিতে পারেন, দুই বৎসরের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন। এখন প্রত্যহ ১২ ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি সেণ্ট মেরীর মঠে আছেন, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। মঠের ভগ্নীদিগকে মারহাট্টী ভাষা শিখান এবং তাঁহারা তাঁহার আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

সার্লিব নাম্নী যে রমণী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম বি, বি এস উপাধি ও মেডাল পুরস্কার পাইয়াছেন, তিনি একজন মান্দ্রাজ মাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী এবং শীঘ্র মান্দ্রাজে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসা [illegible] বেন। ইনি সম্প্রতি [illegible] আয়োজন। সাক্ষাৎ করে[illegible] তাঁহাকে [illegible] রমণী [illegible], [illegible] ভারতের নারীগণ যেন জানেন যে তাঁহাদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য মহারাণী

সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়া থাকেন। দুঃখিনী ভারতাঙ্গনাদিগের পক্ষে এতদপেক্ষা সান্ত্বনাপ্রদ বাক্য আর কি আছে?

লণ্ডনে যে মেছুনীদিগের মেলা হয়, তাহাতে প্রিন্সেস অব ওয়েল্‌স্‌ প্রভৃতি আমাদিগের রাজপরিবারের রমণীগণও জিনিষ বেচিতে বসেন। ইহাঁদিগের উদ্যোগে মেলা হইতে এত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা জর্ম্মণিতে একটী ইংলণ্ডীয় মতানুসারী গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সভ্য দেশেও অদ্ভুত কুসংস্কার। ইংরাজেরা মামাতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ভগিনী অনায়াসে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু মৃত স্ত্রীর ভগিনীর পাণিগ্রহণ মহাপাপ মনে করেন। শ্যালিকার সহিত বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু পার্লেমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন মত (vote) দিবার স্বত্বও এইরূপ বার বার অগ্রাহ্য হইতেছে।

[illegible] [illegible] বৃহৎ কাচের ঘরে [illegible] [illegible] দিগকে একত্র [illegible] [illegible] বা হয়, [illegible] [illegible] কার্য্য করেন। [illegible] ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা মিসন স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অনেক অধিক। আবার ইংলণ্ডীয় চর্চ্চ সম্প্রতি প্রায় ১২ লক্ষ টাকা তুলিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মতানুসারে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য মধ্যশ্রেণীর সন্তানদিগকে লইয়া নূতন স্কুল সকল খোলা হইবে। আমাদের দেশেও খৃষ্টান মিসনরীদিগের ন্যায় আর কোন সম্প্রদায় বা সভাকে বিদ্যালয় স্থাপনে সেরূপ উদ্যোগী দেখা যায় না। ইহাঁদিগের সাধু দৃষ্টান্ত সকলের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মিসরে ভয়ানক ওলাউঠা হয়, এখন কিছু কমিয়াছে। পরিষ্কার জল পান ও পরিচ্ছন্নভাবে বাস করিয়া তত্রত্য ইংরাজেরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। স্বাস্থ্যের নিয়ম ভালরূপে পালন করিলে এই ভয়ানক রোগও দমন হইতে পারে।

ইংলণ্ডে সিজিটার কৃষি কলেজের পরীক্ষায় এবারও আর এক জন বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। উইলউইচের রয়াল মিলিটারী আকাডেমী অর্থাৎ রাজকীয় সৈনিক বিদ্যালয়ে ৫০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণের মধ্যে ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তীর এক পুত্র সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

গত ২১এ জুলাই ভূমধ্যস্থ সাগর পার হইবার নিমিত্ত জেবিস নামে এক জন [illegible] ফরাসী বেলুনযাত্রী ব্যোমযান আরোহণ করেন। বায়ুর প্রাবল্য হেতু

বেলুন প্রথমে কর্সিকা দ্বীপে পড়ে, পরে তাহা হইতে ভারী জিনিষ সকল নামাইয়া ফেলিলে বেলুন ৯০০০ ফিট উচ্চে উঠিয়া বায়ুবেগে প্রতি ঘণ্টায় ৯০ মাইল চলিয়া ইটালীতে আসিয়া পড়ে। আরোহীরা নির্ব্বিঘ্নে নামিয়াছেন, বেলুন ১২০০ মাইল পথ চলিয়াছে, কিন্তু এ যাত্রা সাগর পার হওয়া হইল না।

সাধারণ লোকদিগের জ্ঞানোন্নতি জন্য ইংলণ্ডে অনেক চেষ্টা হইতেছে। ডোবর নগরে ইহার জন্য একটী উদ্যান খোলা হইয়াছে। যে আরমষ্ট্রং সাহেবের বৃহৎ কামান কলিকাতার কেল্লার ব্রহ্মাস্ত্র, তিনি লণ্ডনের নিকট একটী বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, তথায় নিম্ন শ্রেণীর লোকে নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিবে, তদ্ভিন্ন শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা লাভে সমর্থ হইবে।

গত ৪ ঠা আগষ্ট সিটিকলেজ গৃহে বঙ্গমহিলা-সমাজের চতুর্থ জন্মোৎসব হয়। সভ্যগণ ও তাঁহাদিগের অনেক গুলি পুরুষ আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে বালিকারা একটী নীতিগর্ভ ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয় করে, তদ্দর্শনে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। উৎসবের বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

বামাবোধিনীর বিংশ জন্মোৎসব।

বঙ্গ বামাগণ, প্রাণের ভগিনী,
তোমাদেরি তরে এ বামাবোধিনী
বিংশ বর্ষ কাল ধরিল জীবন,
আজি শুভ দিনে, এসো শুভক্ষণে
মিলি প্রাণে প্রাণে শুভ সম্মিলনে,
করি সবে বিভু গুণানুকীর্ত্তন।
অন্ধকার নিশা হয়েছে প্রভাত,
উজলিছে দিক্ বহিছে সুবাত,
সুস্বরে বিহঙ্গ করিছে কূজন:
ভারত রমণী, জনম-দুখিনী,
মোহশয্যাগত, কারার বন্দিনী,
কত কাল আর রবে অকারণ?
দুঃখ অন্তে সুখ বিধির বিধান,
দেখ তাঁর কৃপা বহিছে উজান,
সময়ের স্রোত কে করে বারণ?
তাই ভাইগণ করিছে প্রচার—
'রমণী উদ্ধারে ভারত উদ্ধার,'
চারিদিকে তাই এত আয়োজন।
সভা বিদ্যালয় রমণী কারণ,
পুরস্কারোপাধি পদ বিতরণ,
কার্য্যক্ষেত্র দ্বার হয় উদ্‌ঘাটন।
দশকোটী নারী, কুড়ীকোটী করে

সাহায্য করিলে দশ কোটী নরে,
না হইবে কোন্ অসাধ্য সাধন?
আবার রমণী হবে বিদ্যাবতী,
ধর্ম্মের অধীনে স্বাধীন-প্রকৃতি,
শৌর্য্যবীর্য্যপূর্ণা অসুর-দলনী ;
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইবে সফল,
নর নারী মিলে ভারত মঙ্গল
সাধিবে—গাহিবে করি জয়ধ্বনি

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর জন্ম হয়, আজি ১২৯০ সালের ভাদ্র। বামাবোধিনী বিংশতি বর্ষ বয়স পূর্ণ করিয়া একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন, আমাদিগের নিকট ইহা যেরূপ আনন্দের, সেইরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে। বামাবোধিনীর যখন জন্ম হয়, তখন ইহা এতকাল স্থায়ী হইবে এবং ইহার একবিংশ বর্ষারম্ভের জন্য আমরা আনন্দোল্লাস করিতে পাইব, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আজি বামাবোধিনীর এই শুভ বর্ষ বৃদ্ধি হেতু আমরা সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমপিতার চরণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রণাম করি।

বামাবোধিনীর জন্ম দিন স্মরণ করিয়া আমাদিগের মনে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছে, আমরা তাহার কিছু কিছু ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।

২০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের অনেক গ্রাহিকা জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা স্বকুমার হস্তে প্রথম প্রকাশিত বামাবোধিনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতজন মাতা ও প্রৌঢ়া গৃহিণী হইয়াছেন এবং ইহা আপনাদিগের কন্যাগণের কোমল কর-লগ্ন দেখিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেছেন! বামাবোধিনীর তৎকালের প্রৌঢ়া গ্রাহিকারা এখন বর্ষীয়সী হইয়া পুরাতন বন্ধু বলিয়া ইহার কত কল্যাণ কামনা করিতেছেন। এক সময় কত কুলবধূ এই পত্রিকা পাঠের অপরাধ হেতু হয়ত গুরুলোকের তাড়না ও গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন, এখন তাঁহারা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া স্বয়ং ইহা পাঠ করিতেছেন এবং বধূ ও কন্যাগণকে পাঠ করিবার উপদেশ দিতেছেন। এই বিশ বৎসরে আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা কত সহস্র সহস্র ভগিনীর হস্তে আদর ও স্নেহ লাভ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে আমাদের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

২০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অতি হীন ছিল। তখন বেথুন এবং আরও কয়েকটী বালিকাবিদ্যালয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে ৮।১০ বৎসরের বালিকারাই পড়িত এবং তাহাদিগের শিক্ষার সীমা চারুপাঠ ও বোধোদয়। তখন একটী বালিকাও বালকদিগের সহিত প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দানে অগ্রসর হয় নাই।

এখন কতদূর উন্নতি হইয়াছে, শত শত স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, ২০।২২ বৎসরের যুবতীগণও অসঙ্কোচে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং ছাত্রদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ছাত্রীগণ নিম্ন ছাত্রবৃত্তি হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পর্য্যন্ত লাভে সমর্থ হইতেছেন। এত শীঘ্র স্ত্রীশিক্ষার এরূপ সুন্দর ফলোদয় হইবে, কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের ব্যাবসায়িক শিক্ষার কোন উপায়ই ছিল না। ইতিমধ্যে ধাত্রীবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার উপায় হইয়াছে এবং স্ত্রীলোক ইনস্পেক্‌ট্রেস, শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী, গ্রন্থকর্ত্রী হইয়া অর্থোপার্জ্জন ও লোকসমাজে খ্যাতি লাভে সমর্থ হইতেছেন।

২০ বৎসর পূর্ব্বে অন্তঃপুরদেশ যথার্থই নিবিড়তম অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তন্মধ্যে জ্ঞানের এক আধটী রশ্মি প্রবেশেরও পথ পাওয়া দুর্ঘট হইত। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য কোন সমাজ বা সভা ছিল না, তখন কোন কোন সভায় স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্য অনৌচিত্য লইয়া কেবল প্রবন্ধ পাঠ ও তর্ক বিতর্ক হইত। উত্তরপাড়া হিতকরী সভা, যদ্দ্বারা অন্তঃপুরিকাদিগের শিক্ষোন্নতির একটী নূতন যুগের পত্তন হইয়াছে, তৎকালে তাহা সবে মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। এই সভার দৃষ্টান্তে এখন জেলায় জেলায় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধক কতগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের সাহায্যে কত শত শত কুলনারী জ্ঞানোন্নতি সাধনে উৎসাহিত হইতেছেন। খৃষ্টান জেনানা মিসন সকলও সুপ্রণালীক্রমে এদেশের অন্তঃপুরিকাগণকে শিক্ষিত করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন। এখন অন্তঃপুরে কত পত্র ও পত্রিকা এবং সুপাঠ্য গ্রন্থ সকলও প্রবেশ লাভ করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তারে সমর্থ হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক অভাব থাকিলেও তাহার যতটুকু উন্নতি হইয়াছে, তদ্দর্শনে কে না উল্লসিত হইবেন?

২০ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের নিজের একটীও সভা বিদ্যমান ছিল না, তাঁহারা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এখন তাঁহারা আপনারা সভাস্থাপন করিয়া আপনাদিগের উন্নতি এবং হিতসাধন জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আশাজনক আর কি হইতে পারে? নারীগণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া নারীগণকে এবং কোন কোন সময় পুরুষমণ্ডলীকেও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন, এ দৃশ্য পূর্ব্বে কে কল্পনা করিতে পারিত? স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি যত দিন পুরুষদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছিল, ততদিন তাহার স্থায়িত্বের বড় আশা ছিল না, এখন তাঁহারা আপনাদের অভাব আপনারা বুঝিয়া স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, এখন তাঁহাদিগের পথ রোধ করে কাহার সাধ্য?

২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসিগণের সহিত ইংলণ্ডবাসিগণের তত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। যে কয় জন ভারতবাসী ইংলণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন, অঙ্গুলির অগ্রে তাহাদিগেকে গণনা করা যাইত, একটীও দেশীয় মহিলা বিলাতী মৃত্তিকায় পদার্পণ করেন নাই। ব্যবসায় কার্য্য এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার ভিন্ন অন্য উদ্দেশেও ইংলণ্ডীয় নর নারী এদেশে আসিতে প্রবর্ত্তিত হন নাই। ইতিমধ্যে ভারতের কত পুত্র ও কন্যা ইংলণ্ডকে তীর্থভূমি করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডেরও কত পুত্র ও কন্যা ভারতবাসীদিগের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া এদেশ ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফল এই হইয়াছে ভারতের নারীগণের উন্নতি জন্য ইংরাজ পুরুষ ও রমণীগণও উদ্বুক্ত হইয়াছেন এবং স্বয়ং মহারাণী দুঃখিনী ভারত-কন্যাগণের সংবাদ লইতেছেন।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় ২০ বৎসর সামান্য ঘটনাপূর্ণ সময় নয়। ২০ বৎসরে এক পুরুষের পর্য্যায় হইতে দ্বিতীয় পুরুষের পর্য্যায় উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং অনেক বিষয়ে যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। গত বিশ বৎসর বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, রুচি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বহুদর্শী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন সম্প্রদায়ের স্থান এখন নব্য সম্প্রদায় অধিকার করিয়াছেন সুতরাং প্রাচীন মত ও সমাজ-শাসন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তৎকালে স্ত্রীজাতির উন্নতির সপক্ষ লোক পাওয়া ভার ছিল, বিপক্ষদলের সংখ্যা গণনা করিয়া শেষ করা যাইত না। এখন তাহার কি বিপর্য্যয়! বিপক্ষদল হীনবল হইয়া লজ্জায় মস্তক লুক্কায়িত করিয়াছেন; সপক্ষদল দিগ্বিজয়ীর ন্যায় জয়পতাকা হস্তে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন তখন স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও স্বত্বাধিকারের কথা মুখে আনা লজ্জাকর ছিল, এখন তাহা কত গৌরবের বিষয়! এইরূপ জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিদেশভ্রমণ ও সমুদ্রযাত্রা নিষেধ প্রভৃতি দূষণীয় দেশাচার ও কুসংস্কার সম্বন্ধে মতগত ও রুচিগত যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমাজচিত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই অনুভূত হয়। তখন পুরুষগণ যে কর্ম্ম সাধনে ভয় করিতেন, এখন নারীগণ তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতেছেন। বাবু মধুসূদন গুপ্ত কুসংস্কারের মস্তকে পদার্পণ করিয়া কলিকাতা মেডিকাল কলেজে সর্ব্বপ্রথম শবচ্ছেদ করেন, এজন্য কেল্লা হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল। এখন অবরোধরুদ্ধ স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার্থ এবং অভিজ্ঞতা লাভার্থ কত সৎসাহসের পরিচয় দিতেছেন, ইহা শত শত তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষিত হওয়া বিধেয়। পুরাতন কুসংস্কারের দুর্গ ক্ষীণভিত্তি

হইয়া পড়িয়াছে, অচিরে ভূমিসাৎ হইবে সন্দেহ নাই। এখন তদুপরি সত্য, ন্যায় ও সদাচারের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসবের আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত অনেক দুঃখের তরঙ্গও আমাদিগের হৃদয়ে খেলিতেছে। বামাবোধিনীর সর্ব্বপ্রথম উৎসাহদাতা পরলোকগত।* আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত শুনিয়াছি ইহার সর্ব্বপ্রথম গ্রাহিকাও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। গত ২০ বৎসরের মধ্যে বামাবোধিনীর কত গ্রাহক গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন! আমরা সকলেই মর্ত্ত্যজীব, মরিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আজি হউক কালি হউক, সকলই ইহাঁদিগের পথের অনুবর্ত্তী হইব। কিন্তু বামাবোধিনীর লেখক লেখিকা ও পাঠক পাঠিকা যে পবিত্র ও মঙ্গলময় সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবার নহে, কেন না তাহা অমৃতময় ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত। জগদীশ্বর করুন, আমরা যত দিন জীবন ধারণ করিয়া আছি, তাঁহার ইচ্ছা প্রাণের সহিত অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহাতেই আমাদিগের মৃত্যুভয় দূর হইবে—অমরত্ব লাভ হইবে।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা প্রধানতঃ বুদ্ধি এবং কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া গঠিত হইয়াছে। অল্প চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে শোভানুভাবকতা বা সৌন্দর্য্যবোধ ইহাদের মধ্যে অন্যতম একটী প্রধান প্রবৃত্তি। মনুষ্যসমাজের প্রথমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় নর নারীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির অল্পাধিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে সৌন্দর্য্যের আদর্শ অত্যন্ত বিসদৃশ—এমন কি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া শোভানুভাবকতা বৃত্তির আদৌ অসম্ভাব হইতেছে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত

---

* ইনি যশোহরনিবাসী বাবু বসন্তকুমার ঘোষ, স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই পত্রিকাখানি প্রচারে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম উত্তেজিত করেন। বামাবোধিনীর সর্ব্বপ্রথম গ্রাহিকা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বসু। বামাবোধিনী প্রকাশের সংবাদ পাইয়াই ইনি প্রথম চাঁদা পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। ইহাদের নাম বামাবোধিনীর বিশেষ স্মরণীয়। ঈশ্বর ইহাঁদের আত্মার কল্যাণ করুন।

নহে। মানিলাম একদেশের লোক যাহাকে সুন্দর বলিতেছে, অপর দেশের লোক তাহাকে সুন্দর না বলিয়া তদ্বিপরীতকে সুন্দর নামে অভিহিত করিতেছে—যেমন, ছোট পা, ছোট চোক, চেপ্টা মুখ, কাল দাঁত, রেখামাত্র ভ্রূ ইত্যাদি চীনদেশীয় রূপসীর লক্ষণ; অপরন্তু অপরাপর দেশে উক্ত গুণান্বিতা নারী "সুন্দরী" নামে অভিহিত হওয়া দূরে থাকুক, "কুৎসিত" বলিয়া সকলেরই নিকট ঘৃণার্হ হইবেন। কিন্তু সেই হেতু মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবোধ শক্তির অভাব হইতেছে একথা কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না। আমাদের দেশে সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যজাতিদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা আপনাদিগকে সুশ্রী দেখাইবার জন্য শরীর ও পরিচ্ছদের নানাবিধ পারিপাট্য সাধনে যত্ন করে। তাহারা আপনাদিগের বাসগৃহ নানারঙ্গে চিত্রিত করে, কেশ বিন্যাস করিয়া বিহঙ্গের চিত্রবিচিত্র পুচ্ছ তাহাতে সংলগ্ন করিয়া দেয়, বনলতা ও বনকুসুমাবলী তাহাদের অলঙ্কারের কার্য্য সাধন করে। এই অসভ্যজাতি হইতে সভ্যসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সেখানে নরনারী কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নিয়ত লালায়িত হইতেছে। কত চিত্র বিচিত্র হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইল, তাজমহলের সুদৃশ্য চূড়া গগন স্পর্শ করিল, কত দেশ হইতে কত শিল্পী আসিয়া বহুমূল্য প্রস্তর ও হীরকখণ্ডে তাহার শোভা সম্পাদন করিল, কত রমণীয় উদ্যান মনুষ্যের যত্ন ও বুদ্ধিবলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, মর্ত্ত্যের অমরাবতী-সদৃশ প্যারিস নগরে পরিচ্ছদের কত পারিপাট্য সাধিত হইল, ঢাকানগরীতে কত চিক্কণ বসন ও কাশ্মীরে জগদ্বিখ্যাত শাল প্রস্তুত হইল, কামিনী শরীরের শোভা সম্পাদনার্থ স্বর্ণকারগণ কত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার গঠন করিল, গমনাগমনের সুবিধার জন্য কত আশ্চর্য্য ও বিচিত্র যান নির্ম্মিত হইল, প্রকৃতির মোহন দৃশ্য স্থায়ী করিবার জন্য রাফেলের হস্তে কত শত সুচারু চিত্র অঙ্কিত হইল, কল্পনার চক্ষে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করিবার জন্য কবি ও চিত্রকর উভয়ে উভয়ের যন্ত্র, বর্ণ ও তুলিকা চালিত করিল—ভারতে কন্দর্প ও রতি, গ্রীসে বিনস, কিউপিড, সাইসী প্রভৃতি অতুলিত সৌন্দর্য্যের আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রীরত্ন সৃষ্ট হইল, ভাস্করগণ প্রস্তরখণ্ড-সকলকে জীবন্ত মূর্ত্তিতে পরিণত করিল—তবুও মানবমন অমৃতসম সৌন্দর্য্যরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত নহে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে সকলেই সৌন্দর্য্যের প্রয়াসী। সামান্য শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সে প্রফুল্ল কুসুম বা পূর্ণিমার শশধর দর্শন করতঃ আকৃষ্ট হইয়া জননীর বক্ষ হইতে ঊর্দ্ধে হস্ত প্রসারণ করে, আনন্দের লক্ষণ তাহার নয়নে ও সমগ্র বদনমণ্ডলে

প্রকাশ পায়। শিশু যে সকল দ্রব্য লইয়া ক্রীড়া করে, তাহা নানা বর্ণে চিত্রিত হয়; কেন না যাহা কিছু সুন্দর, তাহার প্রতি তাহার মন স্বতঃই আসক্ত হয়। আবার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয়, সে সকল কেবল মাত্র কার্য্য-সাধক হইলে চলিবে না, তাহা সুন্দর হওয়া চাই।—সে যে পুস্তক পাঠ করিবে, তাহাঃ বাঁধনী উৎকৃষ্ট হওয়া চাই; সে যে পাদুকা পরিধান করিবে, তাহা কেবল অধিক দিন স্থায়ী হইলে চলিবে না, তাহা দেখিতেও সুঠাম হওয়া চাই; সে যে বসন পরিধান করিবে, তাহা কেবল শরীরের আচ্ছাদক মাত্র হইলে চলিবে না, তাহা সুদৃশ্য হওয়া চাই; যে ছত্র তাহার মস্তককে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবে তাহাও সুচারুরূপে গঠিত হওয়া চাই—এইরূপে সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্য-স্পৃহার আভাস পাওয়া যায়। বাস্তবিক ক্ষুদ্র শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই সৌন্দর্য্যের দাস। কে জানে বিধাতা সৌন্দর্য্যের সহিত মানবমনকে কেমন বাঁধিয়া রাখিয়াছেন! তাহারা আমার কেহ নয়, আমার পরিচিত বা আত্মীয় কেহই নয়, তাহাদিগকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, অথচ সেই সুন্দর বালক বালিকা পথ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া কেন ইচ্ছা হয় তাহাদিগকে কাছে বসাইয়া তাহারা কে অবগত হই? অপরন্তু আরত কত বালক বালিকা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে আমার দৃষ্টিত আকৃষ্ট হয় না! ঐ যে বিকসিত কুসুম চারি দিকে শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিয়া পবন ভরে হেলিতেছে দুলিতেছে, কেন আমার প্রাণ তাহা দেখিয়া ব্যাকুল হইল?—ঐ যে ফলবান্ বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া ভূমিকে চুম্বন করিতেছে,—ঐ যে সুদূরব্যাপী শ্যামল শস্যক্ষেত্র মৃদুমন্দ সমীরণে তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে,—ঐ যে প্রশান্ত স্বচ্ছ সরোবরবক্ষে পার্শ্বস্থ বৃক্ষের ছায়া ও প্রফুল্ল পদ্ম ঈষৎ কম্পিত হইতেছে,—ঐ যে অভ্রভেদী অচল ঊর্দ্ধশিরে দণ্ডায়মান,—ঐ যে স্রোতস্বতী বসুধার মেখলার ন্যায় শোভমান,—ঐ যে নির্ঝরিণী ঝর্ ঝর্ শব্দে জলোদ্গীরণ করিতেছে,—ঐ যে বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট সুচারু বিহঙ্গের সুস্বরলহরীতে দিগন্ত নিনাদিত,—ঐ যে তমস্বিনী রজনীতে অসংখ্য হীরকখণ্ড সদৃশ তারকাবলী উদয় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে,—ঐ যে নীলগগনে সূর্য্য সঞ্চরণশীল হৈম থালের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় উদয়াস্ত হইতেছে,—ঐ যে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু সুন্দর রঙ্গে শোভা পাইতেছে,—ঐ যে ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধরণী নানাবিধ মনোহর পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে,—এই সকল অনিমেষ নয়নে দেখিবার জন্য কেন আমার মন প্রয়াসী? ইহাদিগকে না দেখিলে আমার বাঁচিবার কি কোন ব্যাঘাত হয়? না, তাহা নয়, তবে

কেন আমার প্রাণ সে সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করে? অপর দিকে কেন আমি কুৎসিত দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা না করি?—কেন আমি শুষ্কবৃন্ত সৌরভবিহীন ম্লান পত্র ও কুসুম, ফলহীন বৃক্ষ, পদ্মহীন সরোবর, শস্যহীন ক্ষেত্র, সূর্য্য ও চন্দ্রমা-বিহীন গগন, ইত্যাকার পদার্থনিচয় দেখিতে না চাই? ইহার কারণ কি এই নহে যে সেই সকল পদার্থ সৌন্দর্য্য-রত্নহারা হইয়াছে, তাই তাহারা নয়নানন্দকর নহে, তাই তাহারা আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

এই পর্য্যন্ত যে সৌন্দর্য্যের কথা বলা হইল তাহা বাহ্য স্থূল সৌন্দর্য্য, যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর, যাহা জগতের সমস্ত নরনারী অল্পাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে। কিন্তু আর এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে যাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন. সে সৌন্দর্য্য সূক্ষ্ম নিগূঢ় ও অতীন্দ্রিয়, অতি সূক্ষ্মদর্শী সুশিক্ষিত হৃদয়বান লোক ভিন্ন অন্য কেহ সে সৌন্দর্য্যসুখ ভোগ করিতে সমর্থ নহে। সাধারণের চক্ষু যেখানে কেবল শূন্য দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, সে স্থল তিনি শোভাপূর্ণ দেখিয়া ভাব রাশিতে নিমগ্ন হন। সাধারণের চক্ষু যেখানে কিছু দেখিতে পাইয়াও তাহার বাহ্য গঠনাদি দেখিয়া ক্ষান্ত হয়, তিনি সেই বস্তুর বাহ্যাবয়ব ভেদ করিয়া তন্নিহিত অভ্যন্তরীণ নিগূঢ় সৌন্দর্য্য রাশিতে ডুবিয়া যান, কিম্বা সেই বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া অন্য শত শত চিন্তায় প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ করেন। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার চক্ষু যেন সাধারণ চক্ষু হইতে স্বতন্ত্র ভাবে জগৎ দর্শন করিয়া থাকে। বাস্তবিক যাহারা সতত নিম্নভূমিতে বিচরণ করিতে ভাল বাসে, তাহারা কেমন করিয়া স্বর্গের দুর্লভ শোভা দেখিতে পাইবে? যে চক্ষু প্রকৃতির বহিরাবরণ ভেদ করিতে সক্ষম হইল না, তাহার পক্ষে জগতের অর্দ্ধেকের অধিক সুখভাণ্ডার রুদ্ধ রহিল। যে চক্ষু সম্মুখে অভিনীত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিগূঢভাব মনে উদ্দীপিত করিতে সমর্থ না হইল, সে চক্ষু স্থূলদর্শী ভিন্ন আর কিছুই নহে। অশিক্ষিত চিন্তাবিহীনদিগের সমক্ষে এই সুচারু শৃঙ্খলাপূর্ণ জগৎ বিসদৃশ শৃঙ্খলাবিহীন পদার্থ পুঞ্জের সমাবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু প্রকৃত ভাবুক যিনি, তিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থ ও ঘটনার মধ্যে এক নিগূঢ় শক্তি অবিরোধে সুন্দর ভাবে কার্য্য করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্যে পুলকিত হন। তিনি সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। মানবের প্রকৃতি, চরিত্র, হৃদয়, মন আত্মার অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া যান। তিনি উহাদিগের ভিতর এমন সৌন্দর্য্য দেখিতে পান যাহা কবিকল্পনার অগোচর, যাহা কোন চিত্রকর অঙ্কিত করিতে সমর্থ নহে, যাহা সকল প্রকার পার্থিব ভৌতিক

সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে এবং যাহার কারণ অলৌকিক বলিয়া কেবল অনুভবাত্মক, কিন্তু বর্ণনীয় নহে।

(ক্রমশঃ)

দুই পক্ষেরই ভুল।

অবিনাশ বাবু কোন গ্রামের জমীদার। বিদ্যায় খ্যাতিও তাঁহার কম ছিল না। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে বিদ্বান্ সুবুদ্ধি ও ধার্ম্মিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। তিনি প্রজাদিগের প্রতি সদ্ভাব দেখাইতে ত্রুটি করিতেন না।

শরৎকালে নির্ম্মল সুনীলাকাশে দুই একটী তারা দেখা দিতেছে, সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণ পুষ্প-সৌরভে আমোদিত, এমন সময় গ্রামের মধ্যে মহাকোলাহল উঠিল—রাস্তার ধারে লোকের ভিড়; ছাদে, জানালায় স্ত্রীলোকেরা শশব্যস্তে মুখ বাড়াইতেছে—কি, না "কনের" মুখ দেখিবে। অবিনাশ বাবু বিবাহের পর সস্ত্রীক বাড়ী আসিতেছেন, তাই তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে আজ এত উৎসাহ। কেহ মাথা নোয়াইয়া,বৃদ্ধেরা হস্ত তুলিয়া, শিশুরা সরল হাস্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার সুন্দর যান উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। দর্শকদিগের মধ্যে তখন মহা গোলমাল—বুড়ী গোপানি বলিল"আহা কনেটী কি সোন্দর, যেন লক্ষ্মী, আগের বৌমার চেয়ে দেখ্‌তে ভাল।" পাঁচুর মা অনেক কাল সে গ্রামে বাস করে সে বলিল "আহা নতুন-বৌর কি চোখ্ দুটী, পাল্কীর দরজার কাছেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম, আমার খোকার দিকে বৌ কেমন করে যে এক বার চাহিল,তা বল্‌তে পারিনে।" মেনকা-ঠাক্‌রুণ গ্রামবাসী একঘর ব্রাহ্মণের বাড়ীর পাচিকা সে বলিতে লাগিল"তাও নাকি আবার হয়; যে গিন্নী গিয়েছে তেমন আর হবে না,নিরুর মার মত আর কারো হতে হয় না। সে কত বড় ঘরের মেয়ে ছিল, আর এ তো গরিবের ঝি।" নবার মা তাহাতে যোগ দিয়া বলিয়া উঠিল "নিরুর মার মত মেয়ে দেখিনি, কখন দেখ্‌বো না। কি দয়ার শরীরই ছিল, কাকেও কখন বঞ্চনা করেননি।" এই বলিয়া সে চক্ষু মুছিতে লাগিল। "দিদি! তুমি যদি দেখতে ত বুঝতে বড় বৌ কি মানুষ ছিল। আজ দু বৎসর জমীদারদের বাড়ী যাইনি, আর যাবও না। গরীবের মেয়ে বড় মানুষের হাতে পড়েছে, হয়ত আমরা গেলে কথা কবে না, কে বাপু অপমান হতে যাবে। পালকীতে বসে আছে যেন কাটখানা। ঘোম্‌টার ভিতর দিয়া কেবল 'কনের' নাক দেখতে পেলাম—দেখিই বোধ হল অলক্ষণে!" এইরূপ সকলে নববধূর

সম্বন্ধে একটা না একটা মতামত প্রকাশ করিয়া গৃহে গেল।

অবিনাশ বাবুর সুন্দর অট্টালিকা আলোকমালায় সজ্জিত, ভৃত্যেরা অভিবাদন করিয়া প্রভু ও প্রভু পত্নীর অভ্যর্থনা করিল, এক মাত্র বিধবা ভগিনী বিমর্ষভাবে ভ্রাতৃজায়াকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ আলাপের পর তিনিও বধূকে রাখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্য গৃহে গমন করিলেন। অবিনাশ বাবুর প্রথম সংসারে এক মাত্র কন্যা সন্তান। অন্যান্য পরিবারের মধ্যে কেবল ঘরে এক বিধবা ভগিনী। স্ব-সম্পর্কীয় সকলেই প্রায় সম্পন্ন ও বিদেশবাসী। দাস দাসী অনেক গুলি। ভগিনীই গৃহিণী ভাবে থাকিয়া সব দেখা শুনা করেন। কন্যা নীরবালার ভার তাঁহারই উপর। মাতৃহীন কন্যা পিসিমার আদরে বর্দ্ধিত। চারি বৎসর বয়সের সময় শিশু মাতৃহীন হয়, তদবধি সে পিসিমা ছাড়া আর কাহাকে জানে না। পিতা স্বর্ণপ্রতিমা তনয়াকে সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখেন, তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়ান, পাঠের সময় কাছে থাকিয়া সব দেখেন, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখেন। গ্রামের লোক বলিত বাপে ছেলেকেও ত এত আদর করে না। ক্রমে শিশু বড় হইয়া উঠিল। ধনের অপ্রতুল নাই, কন্যার ইচ্ছা মাত্র অলঙ্কার বস্ত্র খেলার সামগ্রী সকলই প্রস্তুত। দাস দাসী কন্যার হুকুম আগে শুনে। মাতৃহীন বলিয়া পিসিমা কিছু বলেন না, পিতাও অযথা আদরে তাহার সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে উৎসুক। এই রূপে বালিকা যখন দশ বৎসরে উপনীত, তখন তাহার পিতা দূরস্থ পল্লীর কোন সামান্য গৃহস্থের কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে আনেন। কেহ বলিত কন্যার সৌন্দর্য্যই অবিনাশ বাবুর বিবাহের কারণ; কেহ আবার বলিত না অবিনাশ বাবু সে প্রকার লোক নহেন, কন্যার সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কন্যার পিতা পরম ধার্ম্মিক, মাতা সুগৃহিণী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল, কেহ কেহ মাঝে মাঝে সে কথাও উত্থাপন করিতে ভুলিত না।

নীরবালা সবে দশ বৎসরের, কিন্তু যখন শুনিল "বাবা" বিবাহ করিতে গিয়াছেন, যখন দেখিল পিসিমা চক্ষের জল মুছিয়া 'বাছা' বলিয়া তাহাকে কোলে বসাইলেন, বুড় ঝি "আর কি দিদি তোর আদর গেল" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মনের অসন্তোষ দেখাইল, তখন বালিকা অবাক্, এক বার পিসিমার মুখ দেখে, আবার ঝির দিকে তাকায়। "তোর আদর গেল" আর কিছু বুঝুক না বুঝুক ঐ কথাটিতে তার মনে বড় কষ্ট হইল। সে বলিল বুড় ঝি, আমার আদর যাবে কেন? বাবা বলিয়াছেন মা আসিলে আমাকে খুব ভালবাসিবেন। বাবা আরও বলিয়াছেন মা আমার জন্য কত কি খেলেনা এবং এক জোড়া মাকড়ী

আসিবেন। মা কবে আসিবেন ঝি?" নিরুর এ কথাগুলি বুড় ঝির ভাল লাগিল না। সে নির্ব্বোধের ন্যায় বলিল "নিরু তুই ছেলেমানুষ কি বুঝবি, বাপের যদি স্নেহ মমতাই থাকবে ত আবার বিয়ে করবে কেন, এত বড় জমীদার হয়ে কিনা গরিবের মেয়ে আনৃতে গেলেন।" বুড় ঝি এইরূপে অনেক কথা বলিতে লাগিল। সরল শিশু অবাক্ হইয়া সব শুনিল। তাহার মনে পড়িল পিসিমাও কয়েক দিন হইতে ঐরূপ কথা বলিতেছেন। পাড়ার মেয়েরা, বাড়ীর দাসদাসী সবাই বলাবলি করে "মেয়েটার কি পোড়া কপাল, এত আদরের পর কি না সৎমার গঞ্জনা সইবে।" নিরু বালসুলভ চপলতা বশতঃ কিছু দোষ করিলে পিসিমা অমনি বলিয়া উঠেন, যত পার করিয়া লও, সৎমা আসিলে আর কিছু খাটিবে না, তখন জুজু হয়ে থাকতে হবে। দাসী কথায় কথায় ভয় দেখায় নূতন বৌ-ঠাকরুণ এলে এটা পাবেনা, ওটা পাবেনা।

বালিকা বাবার নিকট শুনিয়াছিল মা তাহাকে ভালবাসিবেন, কত কি জিনিস দিবেন, এদিকে বাড়ীর সবাই বলিতেছে তাহার সব গেল, মা আসিলে সে সব জিনিস হইতে বঞ্চিত হইবে। বাবা তাহাকে ভালবাসেন না নতুবা বিবাহ করিবেন কেন? এই সব ভাবিয়া ক্রমে শিশুর মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল—ভাবিল বাবা বড় অন্যায় কাজ করিতেছেন, এ সমন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সে মনে মনে স্থির করিল মা আমাকে এত কষ্ট দিবেন, আমি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিব না। বাবা আমায় ভালবাসেন না আর বাবার কাছেও যাব না। তবু শিশু ভাবিতে লাগিল যাই পিসিমাকে বলি তিনি যা বলিবেন তাই করিব, কারণ মাতৃহীন শিশু যথার্থ সরল ভালবাসায় পিসিমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল। অবিনাশ বাবুর আসিবার কিছু পূর্ব্বে পিসিমাকে বলিল সত্যই কি মা আমাকে দেখিতে পারিবেন না? শিশুর উচ্চারিত বাক্যে নির্ব্বোধ বিধবা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "সৎমা কি আর ভাল হয়? তবে কি করিবে বাছা যাহার যে কপাল, তা না হলে বড় বৌই বা যাবে কেন?" হায় একটা অবিবেচনার কথা কি বিষময় ফল উৎপাদন করে! বালিকার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল তাহার মত কষ্ট আর কাহারও হয় না, তাহাকে কষ্ট দিবার জন্যই মা আসিতেছেন। সে মুখ ভার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শয়নগৃহে গেল, রাগে অভিমানে বালিকা সে দিন আর ঘরের বাহির হইল না। অবিনাশ বাবু আসিয়াই নিরুর অন্বেষণে ব্যস্ত, ভগিনীর মুখে স্বীয় তনয়ার অসুখের কথা শুনিয়া অধিকতর উৎকণ্ঠার সহিত তাহার নিকট গেলেন। দেখেন বালিকা নিদ্রিত, কোন উদ্বেগের বিষয় নাই বুঝিয়া বাহিরে আসিলেন।

সে দিন আর কন্যার সহিত মাতার পরিচয় হইল না। পর দিন তনয়াকে ডাকিয়া পিতা যত্নে মাতার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন, মাতাও অতি আদরে সপত্নীতনয়ার মুখ চুম্বন করিয়া তাহার সন্তোষের জন্য কতকগুলি খেলেনা হাতে দিলেন। বালিকাও মাতার সস্নেহ ভাব, সেই শান্ত সুন্দর আকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া গত রাত্রির প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইল। পিতার ভালবাসা পাইয়া ভাবিল না, বুড় ঝির কথা মিথ্যা, বাবা আমাকে ভালবাসেন। বালিকা সানন্দে মাতার প্রদত্ত খেলেনা লইয়া সবাইকে দেখাইতে গেল। যাকে দেখে বলে মা আমাকে কত কি সুন্দর জিনিষ দিয়াছেন, আর বুড় ঝি তুই কিনা বলেছিলি মা আমাকে কিছু দেবেন না, এই দেখ্ মা আমাকে কত বড় ছুটা মাকড়ী দিয়াছেন আর এই কাপড় খানাও মা আমার জন্য আনিয়াছেন, এই বলিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র দেখাইয়া দিল।

এই রূপে কিছু দিন যায়, বাড়ীর দাসদাসী পাড়ার লোক সকলেই জমীদার হইয়া অবিনাশ বাবু গরিবের মেয়ে আনিয়াছেন একথা ভুলিতে পারে নাই। গৃহস্থের কন্যা পরিমিতব্যয়ী, জনক জননীর যত্নে পালিত, অপব্যয় না করিয়া ন্যায়মত ব্যয় করেন, তাহাদের তাহা সহ্য হয় না। ক্রমে রাষ্ট্র হইল নূতন বৌ বড় কৃপণ। নীরবালার ভয়ানক জ্বরবিকার হয়, অনেক চেষ্টা ও যত্নের পর আরোগ্য হইল। বলা বাহুল্য মাতাও তদপেক্ষা অধিক যত্নে সন্তানের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না, এত যত্নে সৎমা সপত্নীতনয়ার সেবা করিলেন, কিন্তু হায় এসব কে দেখে? বালিকা পীড়িত হইল সে দোষও যেন সৎমার। পিসিমা নিরুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "যেদিন হইতে বৌ আসিয়াছে, মেয়েটা যেন গলে গেল।" সে কথা বালিকার কাণে গেল। নিরুর দাসীও বলে "দিদি ঠাকরুন মেয়েকে নিয়ে তুমি ও পাড়ার বাগানবাড়ীতে চল। কে জানে লোকে বলে সৎমারা অষুধ করে, তা যে দিন পা দিয়েছেন সে দিন থেকেত আর মেয়ের মুখে হাসি নাই।" বালিকার সম্মুখে, আড়ালে, শিয়রে বসিয়া কেবল ঐ আলাপ। অবিনাশ বাবু বিবাহ করিয়াছেন এ লইয়া সকলের বড় মাথা ব্যথা। ধার্ম্মিকা উন্নতহৃদয়া রমণী কেবল নির্জ্জনে চক্ষের জল ফেলেন। স্বামীকেও স্বীয় দুঃখের কথা বলেন না। কেবল বাটীর সকলের সেবায় নিযুক্ত, অনুচিত আদরে বর্দ্ধিত সপত্নীতনয়াকে সৎপথে আনিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বালিকা মাতার সঙ্গে বড় কথা কহে না, ভাবে মা আসাই আমার পীড়ার কারণ। পিতা বুদ্ধিমান, বুঝিলেন কন্যা ও মাতার পরস্পরে কি ভাব। নিরুর সৎমা কিছু অধিক সলজ্জা, আর নীরবালা তদ্বিপরীত। সে এক এক বার রাগিয়া মাতাকে দশ কথা শুনাইয়া দেয়, সৎমা তখন কিছু বলেন

না, পরে নির্জ্জন পাইলে নিরুকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন তাঁহার কি দোষ। এক দিন পিসিমা শুনিলেন মাতা কন্যায় কি কথা হইতেছে—কি কথা সব পরিষ্কার শুনেন নাই। ক্ষণেক পরে দেখেন না মাতা কন্যা উভয়েই হাস্যমুখে বাহিরে আসিলেন। সে দিন প্রাতে এক জন ব্রাহ্মণকে দান দিবেন বলিয়া নিরুর পিসি ভ্রাতৃজায়ার নিকট হইতে একটী টাকা লয়েন। বৌর অপরাধ সে বলিয়াছিল "ঠাকুরঝি তুমি যাকে টাকা দিবে ভাবিয়াছ সে বড় দুষ্ট ও অলস, তাহাকে না দিয়া যদি অমুক ব্রাহ্মণ সন্তানকে এই দান কর,বেশী পুণ্য হইবে, সে এখনই ঐ টাকা পাইলে সিদ্ধি প্রভৃতিতে উড়াইয়া দিবে।' ও অনেক বার মার কাছে গিয়াছে কিন্তু মা কখনও উহাকে কিছু দেন না। যদি দিতে হয়ত উহার ছেলের হাতে দেন।" ননন্দার একথা গুলি বিষতুল্য বোধ হইল। গরিবের মেয়ে, দানের কি জানে, আমরা জমীদার,কত দান ধ্যান করি, একটাকার যায়গায় দশ টাকা দি বলিয়া বধূকে অনেক কথা শুনাইলেন। সকলের দুর্ব্যবহারে নিরুর মৎমা জ্বালাতন, তবু মুখ তুলিয়া কথা বলেন না এই সম্বন্ধে কেহ কেহ সময়ে সময়ে যাএকটু সুখ্যাতি করিত, কিন্তু ননন্দা ভাবিতেন গরিবের মেয়ে তাই ভয়ে চুপ করে থাকে। প্রাতের সেই কথা ভুলেন নাই, সারাদিন রাগে গিয়াছে, তাহার উপর আবার নিরু কিনা সৎমার সঙ্গে হাসিতেছে, তাঁহার অসহ্য হইল—বলিলেন নিরু,সৎমার সঙ্গে আবার আমোদ কিসের? জান না আজ দুমাস ও তোমাকে ভাল জিনিষ খেতে দেয় না। এত দুধ ঘি মাছের মুড়া ফেলা যায়, তবু বলেনা নিরুর জন্য রাখি, আর দাদারও বৌয়ের মতে মত। দুজনেই বলেন ডাক্তার না বলিলে হইবেনা। আমরা কি আর কখনও ছেলে মানুষ করিনি, সৎমারত কথাই নাই, বিয়ে করে বাপেরও মায়া মমতা থাকে না।

নির্ব্বুদ্ধি আত্মীয়া বুঝিল না,নিরু বুঝিল না মা বাবা আজ দুই মাস কেন ভাল জিনিষ দেয় না। তাহার একবার মনে হইল না সে কিরূপ পীড়ায় রক্ষা পাইয়াছে, পিসিও রাগের বশবর্ত্তী হইয়া মাতা কন্যার মধ্যে অধিকতর অশান্তির বীজ বপন করিলেন। হায় হতভাগ্য মানুষ যদি বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে জানে, পরিবারের অর্দ্ধেক দুঃখ চলিয়া যায়, মনুষ্যসমাজের বিবাদবিসম্বাদ এত অধিক হইয়া মনঃপীড়ার কারণ হয় না কিন্তু কৈ আমাদের সে চেষ্টা নাই। দশটী কথাকে একটী করিতে কে পারে, কিন্তু একটীকে ষোলটী করিতে আমরা বিশেষ পটু এই বড় দুঃখ।

(ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক গল্প—রোমরহস্য।

সুকুমারমতি পাঠিকা! শুনিয়া থাকিবে লোকে ইতিহাসের নাম করিতে, সচরাচর ভারতের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, গ্রীশের ইতিহাস ও রোমের ইতিহাস, এই চারিটীর নাম করিয়া থাকে। তবে বল দেখি রোম কি?—একটী দেশ, না মহাদেশ, না আর কিছু? তোমার যদি ভাল রকম ভূগোল পড়া শুনা না থাকে, তুমি বা বলিয়া ফেলিবে 'রোম বুঝি একটা দেশ হবে; দেশটা খুব বড়, হয়ত বা আমাদের ভারতবর্ষের চাইতেও বড়। বাস্তবিক তাহা নহে; রোম দেশ নয়, ইতালীর অন্তর্গত একটী নগর মাত্র। এক্ষণে তুমি প্রশ্ন করিতে পার রোম যদি কলিকাতা, কাবুল ও পেকিনের ন্যায় একটী নগর বই নহে, তবে উহার নামটা এত জাঁকালো কেন? আমাদের বাড়ীর কাছে এত বড় বড় দেশ মহাদেশ থাকিতে, আমরা সেই কোন্ রাজ্যের একটা তুচ্ছ নগরের এরূপ মর্য্যাদা করি কেন?' এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে, আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। তুমি হয়ত তোমার এক গাঁয়ের অনেক ভদ্র মহিলার নাম জান না; এক্ষণে বল দেখি, সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পর-পারবাসিনী ব্রীটনেশ্বরী বিক্‌টোরিয়ার নামটা কিরূপে জানিলে? তুমি বলিবে, তোমার জানিবার বিশিষ্ট কারণ রহিয়াছে, তাই তুমি জানিয়াছ। ঠিক্ বটে; বিক্‌টোরিয়া আমাদের সম্রাজ্ঞী; দেশের হর্ত্রী. কর্ত্রী, বিধাত্রী; তাঁহাকে না জানিবে ত আর কাহাকে জানিবে? সেইরূপ রোমকে জানিবারও এক বিশেষ হেতু আছে। একদা রোম নগরী সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার একমাত্র হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী ছিল। ইংলণ্ড বল, আর ফ্রান্স বল, সকলেই রোমের থর নামে থর থর কম্পিত হইত। সকলেই রোমের মুখাপেক্ষী, উচ্ছিষ্টভোজী, পদানত দাস ছিল। কিন্তু হায়! রোমের সেই ভৈরব হুঙ্কার, দুর্জ্জয় প্রতাপ ও বিপুল ঐশ্বর্য্য আজি কোথায়? অথবা রোম বল আর ইন্দ্রের অমরাবতীই বল, কাহারও, কালস্রোতের কুটিল আবর্ত্তন অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। মিসরীয় পিরামিড হউক, আর হিমাদ্রির অটল শৃঙ্গ হউক, কেহই অক্ষয় অবিনশ্বর নহে। সকলই ধ্বংসশীল; কিছুই চিরদিন থাকিবে না। কেবল থাকিবার মধ্যে থাকিবে ঐ নামটী। সম্প্রতি রোমেরও নামটী মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ইয়ুরোপের মানচিত্রে, দক্ষিণ দিকে ঠিক্ বুট জুতার আকৃতি যে একটী উপদ্বীপ দেখিতে পাও, ইহারই নাম ইতালী। রোম নগর ইহারই অন্তর্গত পেলেটাইন শৈলের অধিত্যকায় টাইবর

নদীর তীরবর্ত্তী। প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসবেত্তৃগণ উল্লেখ করিয়াছেন খৃষ্টের জন্মের ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে মার্স দেবের পুত্র মহাবীর রমুলাস এই নগর সংস্থাপন করেন। রমুলাসের জীবনী সম্বন্ধীয় অলৌকিক ইতিহাস বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এল্‌বা নগরাধিপ প্রোকাস নামা নৃপতির দুই পুত্র ছিল। প্রোকাস মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিউমিটারকে রাজ্যেশ্বর এবং কনিষ্ঠ পুত্র এমুলিয়াসকে স্বীয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি নির্দ্দেশ করিয়া যান। নিউমিটার রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় শুদ্ধ শান্ত ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত-চরিত্র স্বার্থপিশাচ এমুলিয়াস মনে ভাবিল 'আমিত ধন-কুবের; ধনে, মনুষ্য কোন ছার, দেবতা পর্য্যন্ত লুব্ধ হয়েন। আমি স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রভাবে রাজ্যের সৈন্য সামন্ত বশ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসন চ্যুত করিব এবং স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব।' পাষণ্ড তাহাই করিল। জ্যেষ্ঠ নিউমিটারকে উপেক্ষা করিয়া আপনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিল। নিউমিটারের একটী পুত্র ছিল। স্নেহময় পিতৃব্য একদা মৃগয়া ছলে নিবিড় অরণ্য মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়া স্বীয় স্নেহ গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল! তাহার পাপ প্রবৃত্তি ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না। ভ্রাতুষ্পুত্রী রিয়া সিলভিয়ার সন্তান জন্মিলে পাছে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগে কণ্টক পড়ে, এই আশঙ্কায় পাপাত্মা আদেশ প্রচার করিল যে সিলভিয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মার্স দেবের মন্দিরে চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিবে। কথিত আছে মার্স-দেব সিলভিয়ার অনুপম রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। সিলভিয়া যথাকালে তাঁহার ঔরসে দুই জমজ কুমার প্রসব করিলে, এমুলিয়াস রোষ-পরায়ণ হইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিল এবং সদ্য প্রসূত সন্তান দুটীকে ভেলকে করিয়া টাইবার নদী জলে ভাসাইয়া দিল। জড় পদার্থ ভেলক, সপ্তদ্বীপা বসুমতির একাধিশ্বরী রোম-নগরীর ভাবী অধিষ্ঠাতা সেই অপগণ্ড শিশু দুইটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে পেলেটাইন শৈলের পাদমূলে সংলগ্ন হইল। সহসা জোয়ার অপসৃত হইয়া ভাঁটা উপস্থিত হইলে, নদীর জল নামিয়া পড়িল এবং ভেলক এক ডুম্বর বৃক্ষের নিম্নে স্থাপিত হইল।

রাজা এমুলিয়াস! নরপিশাচ এমুলিয়াস! আজি তোমার কি অপার আনন্দ! তুমি পদোপরি পদ স্থাপনা পূর্ব্বক নব সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মনে মনে কতই সুখের কল্পনা করিতেছ, ভাবিতেছ সিলভিয়ার পুত্রদ্বয়কে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া রাজ্যের ভাবী বাধা বিপত্তি এড়াইয়াছ। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যবিধ। দেখ, অনাথের নাথ কাঙাল-শরণ পরমেশ্বর কি রূপে নিরাশ্রয় শিশু দুইটিকে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন।

তুমি নিশ্চিন্ত হইও না; আপনার অধঃপতনের জন্য প্রস্তুত হও।

শিশুদ্বয় এই রূপে অরণ্য মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতরতা প্রযুক্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। দৈবক্রমে সেই পথে এক নব প্রসূতি ব্যাঘ্রী বিচরণ করিতেছিল। বালকদ্বয়ের দেবোপম রূপজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার পাষাণকল্প পশুহৃদয়েও স্নেহের সঞ্চার হইল। ব্যাঘ্রী তাহাদিগকে আপন বাস গহ্বরে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় স্তন্য পান দ্বারা পালন করিতে লাগিল।

কিছু দিন গত হইলে, আক্কালরেন্‌সিয়া নাম্নী জনৈক কৃষক রমণী কাষ্ঠাহরণে অরণ্যে গিয়াছিল। সহসা বালককণ্ঠনিঃসৃত অস্ফুট ধ্বনি শ্রবণে কৌতূহল-পরবশ হইয়া, ব্যাঘ্রীর আবাস গহ্বরে উপনীত হইল। ব্যাঘ্রী তখন আহারান্বেষণে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। ইত্যবসরে লরেনসিয়া শিশু দুইটীকে গৃহে আনয়ন করিয়া আপনার দ্বাদশ সন্তান মধ্যে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, ঐ রমণী ফসটুলাস নামা মেষপালকের পত্নী। ফসটুলস রাজসংসারের মেষ পাল চরাইত।

শিশুদ্বয় রমুলাস ও রিমাস নামে অভিহিত হইয়া দিন দিন শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের অলৌকিক রূপজ্যোতিতে পেলেটাইন শৈল আলোকিত হইল। তাহারা কালক্রমে কৈশোর সীমা অতিক্রম করিয়া, আপনাদের বুদ্ধি, সাহস ও সামর্থ্য প্রভাবে অপরাপর রাখালদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। রাখালগণ তৎকালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীদলে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে রমুলাসপ্রমুখ দলের নাম কুইন্‌টিলিয়াই এবং রিমাসপ্রমুখ দলের নাম ফেবিয়াই। একদা রাজ্যভ্রষ্ট নিউমিটারের মেষরক্ষকগণের সহিত কোনও বিবাদে সংলিপ্ত ছিল বলিয়া, রিমাস দস্যুরূপে বিচারার্থ এল্‌বা নগরে নীত হইল। মাতামহ নিউমিটার যুবকের দেবোপম রূপ লাবণ্য দেখিয়া এত বিমুগ্ধ হইলেন যে তৎপ্রতি কোনও ক্রমে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না।

ইতিমধ্যে রমুলাস বৃদ্ধ ফসটুলাস প্রমুখাৎ আপনাদের জন্মরহস্য অবগত হইয়া ভ্রাতার উদ্ধারার্থ স্বীয় সহচর বর্গ সমভিব্যাহারে এল্‌বা নগরে উপনীত হইল এবং কতিপয় বিশ্বস্ত ধর্ম্মপরায়ণ রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যে পাপাত্মা এমুলিয়সকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মাতামহ নিউমিটারকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল।

অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় একটী নূতন নগর সংস্থাপনের সঙ্কল্প করিল। মাতামহ নিউমিটারের অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে, তিনি অনুমোদন করিলেন। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে সহসা এক বিতর্ক

উপস্থিত হইল। রমুলাস বলিল 'নগরটী পেলেটাইন শৈলোপরি নির্ম্মিত হইয়া রোম নামে অভিহিত হউক।' রিমাস বলিল 'কেপিটলাইন শৈলোপরি নির্ম্মিত হইয়া রিমুরিয়া নামে অভিহিত হউক।' অনন্তর স্থিরীকৃত হইল এ প্রশ্ন কোন দৈব চিহ্ন দ্বারা মীমাংসিত হইবে। রমুলাস ও রিমাস স্ব স্ব মনোনীত শৈলে আরোহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যূষে রিমাসের মস্তকোপরি উড্ডীয়মান ছয়টী উৎক্রোশ পক্ষী দৃষ্ট হইল। এই সংবাদ রমুলসের নিকট পৌঁছিবা মাত্র দেখা গেল তাঁহার মস্তকোপরি বারটী উৎক্রোশ বিচরণ করিতেছে। পুনরায় এক অভিনব বিতর্কের সূত্রপাত হইল। কেহ বলিল 'রিমাসের মস্তকোপরি সর্ব্বাগ্রে উৎক্রোশ দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব রিমাসের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' কেহ বলিল 'রমুলাসের মস্তকোপরি দ্বিগুণ সংখ্যক দৃষ্ট হইয়াছে অতএব রমুলাসের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' পরিশেষে স্বপক্ষ প্রবল হওয়ায়, রমুলাস পেলেটাইন শৈলের অধিত্যকা দেশে পৃথিবীর রাজধানী রোম নগরীর ভিত্তি স্থাপন করিলেন। রোম সর্ব্ব প্রথমে এক সহস্র মাত্র সামান্য কুটীর লইয়া চতুষ্কোণ আকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কথিত আছে রমুলাস নগরীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ জন্য লাঙল দ্বারা স্থান চিহ্নিত করিল। প্রাচীর নির্ম্মিত হইলে ঈর্ষা-পরায়ণ রিমাস বিদ্রূপ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদানে উহা উল্লঙ্ঘন করিল। জ্যেষ্ঠ রমুলাস মর্ম্মাহত হইয়া এক খণ্ড কুঠার গ্রহণ পূর্ব্বক কনিষ্ঠের মস্তক ছেদন করিল। ভ্রাতৃসংহার কালে রমুলাস এই বাক্যটী বলিয়াছিলেন 'যে ব্যক্তি রোমের অবমাননা করিবে, তাহার এই দশা হইবে।'

পিপীলিকা।

(২২৩ সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠার পর)

প্রায় সর্ব্ব জাতীয় পিপীলিকাদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে এক একদল সামরিক পিপীলিকা থাকে। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন জাতীয় পিপীলিকাদিগের মধ্যে সামরিক পিপীলিকা নাই। এই জন্য শত্রু পক্ষ আক্রমণ করিলে ইহারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। অনেক যত্নের সঞ্চিত খাদ্যাদি অন্য জাতীয় পিপীলিকারা আসিয়া অনায়াসে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পিপীলিকাদিগের যুদ্ধপ্রণালী অত্যন্ত সুন্দর। যদিও যুদ্ধের সময় ইহারা গোলাগুলি ও সঙ্গিন তরবারি ধরে না, তথাপি হত ও

আহতের সংখ্যা অনেক। খুব ছোট ছোট পিপীলিকাদিগের সহিত খুব বড় বড় পিপীলিকার যুদ্ধ প্রায় ঘটে না। এক রঙের ভিন্ন২ সম্প্রদায়ের পিপীলিকা-দিগের মধ্যেই যুদ্ধ প্রায় বাধিয়া থাকে। ছোট ছোট পিপীলিকাদিগের মধ্যে যুদ্ধের ঘটা কিছু বেশী। আমাদিগের দেশে যত প্রকার পিপীলিকা আছে, তাহার মধ্যে তাম্র বর্ণের (মাজাল) পিপীলিকারাই অতিশয় যুদ্ধতৎপর। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার আমেজন নদীর তীরে এক প্রকার পিপীলিকা বাস করে, তাহাদের যুদ্ধের প্রণালী ঠিক্ মনুষ্যের যুদ্ধপ্রণালীর ন্যায়। খাদ্য ও আবাসস্থান লইয়া ইহারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে উভয় দলের পিপী-লিকারা অপর দলে দূত প্রেরণ করে। এই প্রকার দুই চারিবার দূতদিগের গমনাগমনের পর কিছুক্ষণ আর কিছুই দেখা যায় না। তৎপরে উভয় দলের কেন্দ্র স্থান হইতে দলে২ পিপীলিকা বহির্গত হয় ও পথিমধ্যে উভয় দলের সাক্ষাৎ হয়। অল্প পরিসর স্থান ব্যবধান রাখিয়া উভয় দলের পিপীলিকারা এক স্থানে স্তূপাকার হইতে থাকে। এইরূপে সৈন্য সংগ্রহ হইলে হঠাৎ উভয় দলের পিপীলিকারা মধ্যবর্ত্তী অনাবৃত স্থানে আসিয়া উপ-স্থিত হয় ও ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া যায়। অপরকে আক্রমণ ও আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য মুখই ইহাদের একমাত্র অস্ত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয় এবং শেষ হইলে ইহারা নিজ নিজ আবাস ভূমিতে গমন করে। যুদ্ধের পরে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অনেক হস্তপদবিহীন ও মৃত পিপীলিকা পড়িয়া থাকে। যাহাদিগের জীবনের আশা থাকে, আত্মীয়গণ তাহা-দিগকে মুখে করিয়া বাসায় লইয়া যায়। এবং সচরাচর এমনও দেখা যায় যে, একদল অপর দলের কতকগুলিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। যদি কোন খাদ্যের জন্য যুদ্ধ বাধে, তাহাহইলে, যুদ্ধের পর জেতাগণ উক্ত খাদ্য মুখে করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করে।

পিপীলিকারা যে শুদ্ধ স্বজাতীয়-দিগের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা নহে। পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, সকলকেই ইহারা আক্রমণ করিয়া থাকে। আমরাও মধ্যে ২ ইহাদিগের দ্বারা ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকি। যদি কেহ কখন ইহাদের বাসা ভাঙ্গিয়া দেয় কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ইহা-দিগকে উত্তেজিত করে, তাহা হইলে ইহারা দলে দলে আসিয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে এবং তিনি যতই কেন বলশালী ও সহিষ্ণু হউন না, তখনই তাঁহাকে জ্বালাতন হইয়া সে স্থল হইতে পলায়ন করিতে হয়। ইহারা উত্তেজিত হইলেই যে অপরকে আক্রমণ করে এমন নহে; অনেক সময় বিনা উত্তেজ-নায়ও পশুপক্ষীদিগের উপর ভয়ানক উৎপাত করিয়া থাকে। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে গ্রেণেডা নামক দ্বীপে একবার

ঐ রূপ পিপীলিকার উৎপাত হইয়াছিল, ঐ উৎপাতের বিষয় শ্রবণ করিলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। হঠাৎ পর্ব্বত হইতে জল প্রপাতের ন্যায় রাশি রাশি পিপীলিকা আসিয়া সমতল ভূমি ছাইয়া ফেলিল। ইন্দুর, খরগস ও সরীসৃপ জাতীয় সকল প্রাণী তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে পিপীলিকাদিগের খাদ্য রূপে পরিণত হইল। যে সমুদয় পক্ষী খাদ্য অন্বেষণে ভূমিতে নামিয়াছিল, তাহারাও ঐ সমুদয় অসংখ্য ক্ষুদ্র শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ছোট ছোট জল স্রোতও তাহাদিগের গতি অবরোধ করিতে পারে নাই। দলে দলে সাহসী পিপীলিকারা ঐ সমুদয় স্রোতে গিয়া পড়িল এবং তাহাদের ভাসমান মৃত দেহের উপর দিয়া পশ্চাৎগামী দল সমূহ অনায়াসে পরপারে উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছিল, যে গ্রাম্য পশু পক্ষ্যাদি ইহাদের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল। ইহাদিগের ধ্বংসের জন্য স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, কিন্তু পালে পালে পিপীলিকার দল গিয়া তাহাদের নিজের শরীর ভস্মসাৎ করিয়া ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিল। অবশেষে উহাদের বিনাশের জন্য গবর্ণমেণ্ট দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। তৎপরে যখন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে উক্ত দ্বীপ প্লাবিত হইয়া গেল, তখন ঐ সমুদয় পিপীলিকা রাশি একেবারে ধ্বংস হইল, এবং দেশের পশু পক্ষী ও নরনারী তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।* এই রূপ বিবরণ পাঠ করিলে হঠাৎ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে কোন্ স্থানে যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না।

অন্য স্থানাভাব বশতঃ পিপীলিকার ইতিহাস শেষ করিতে পারিলাম না। ইহাদের খাদ্য ও গৃহ নির্ম্মাণাদির বিষয় লইয়া আর একবার পাঠিকাদিগের সমীপে উপস্থিত হইব। আমি ভরসা করি, যে ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের ইতিবৃত্ত ক্ষুদ্র না হইয়া দীর্ঘ হইল বলিয়া পাঠিকাগণ বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

* Chambers's Encyclopædia Vol. I. p.p. 283.

Imp 3870 dt-26/8/09
RARE BOOK

কৃষক-বালা।

(২২৩ সংখ্যা ১১৮ পৃষ্ঠার পর)

যুবক ও বালিকা।

বসুধা বদনে সিঁদূর মাখিয়া
আকাশে দিনেশ পড়িল হেলিয়া।
নোড়ি তৃণ শির,
বৈকালী সমীর,
বহিল কুসুম-সুরভি লইয়া। ১

এহেন সময়ে কে ওই কুমারী ?
কে ওই যুবক পারশে উহারি ?
কুসুম-বাগানে,
অতি সাবধানে,
আলবাল পরে সেচিতেছে বারি। ২

অহো কি বালার রূপ-মধুরিমা ?
মুখ ঢল ঢল, শারদ চাঁদিমা।
যুবক-বদন,
সুষমা সদন,
ক্ষ-ঈষৎ তায় গোঁফের কালিমা। ৩

নয়ন, ললাট আয়ত যুবার।
বীরতার খনি, শীলতা আধার।
উরস বিশাল,
গুরু ভুজ নাল,
দেহে যৌবনের নব অধিকার। ৪

কহিলা কুমারী 'দেখো যোগ দাদা,
কোনো ফুল কালো, কোনো ফুল সাদা;
কেহ বা পাটল,
কপিশ, ধূমল;
কারু লাল রঙে চোখে লাগে ধাঁধা। ৫

মালতী, গোলাপ, যুঁই, জবা ফুল,
কারু বা বিকাশ, কারু বা মুকুল;
কারে, সাধ করি,
মালা গেঁথে পরি,
কারে বা ছিঁড়িয়া কানে পরি দুল। ৬

নানা বিধ ফুল, ফুটিয়া হেথায়।
খেলিছে লহরী সুশীতল বায়।
ফুলকুলমণি,
কহ কারে গণি,
কার সম ফুল নাহিক ধরায় ? ৭

শুনিয়া যুবক কহিলা মৃদুল,
"সব চেয়ে ভালো গোলাপের ফুল,
রূপে দিক আলো,
গুণেতেও ভালো;
কি আছে কুসুম, এর সমতুল ? ৮

গোলাপের গুণ, সুলোকের যশ,
জীবনে মরণে, উভয়ে সরস।
শুধার গোলাপ,
নাহি পরিতাপ,
সুসৌরভে তার পুরে দিক দশ।" ৯

"ছোট বোন তবে এই ভিক্ষা চায়,
দেখিবো গোলাপ কত শোভা পায়,
বিভা করি যবে,
বধূ গেহে লবে,
দুটী ফুল তাঁর পরায়ে খোপায়।" ১০

বলিয়া সরলা হাসিলা যেমনি,
হেঁটমুখ যুবা লাজেতে তখনি।
নিরখি সে হাব,
অহো কত ভাব,
ভাবুকের মনে উথলে অমনি। ১১

চেন কি উহারে, পাঠক পাঠিকা?
সুরবালা-নিভা কে অই বালিকা।
এ যে সে অতুল,
চারুশীলা—ফুল,
কৃষক বালার একই নায়িকা। ১২

'আছিল চারুর তিনটী সাধন,
পিতা আর গাভী, আরো এক ধন।'
শুনিয়াছ যেই,
এই যুবা সেই,
নামটী উহার যোগীশমোহন।

দান ও আদান।

গোধূলি গগনে ডুবিল তপন;
ঝলিল তারকা সোণালী বরণ;
সরসে ফুটিল কুমুদিনীগণ;
অভাগী সরোজী মুদিল আঁখি।
হাসিল পূরবে চারু শশধর,
ঝলিল মেদিনী, অচল শিখর;
সোহাগে ফাটিয়া হাসিল সাগর,
সুনীল হৃদয়ে হলুদ মাখি॥ ১

এহেন সময়ে আলোকি কুটীর,
বসি দেবীদাস কৃষক সুধীর;
পাশে চারুশীলা তনয়া দেবীর,
পুরাণ কাহিনী শুনিছে বসি।
মৈথিলী যেমন জনক সকাশে,
অথবা সে উমা হিমাচল পাশে,
উপকথা ছলে শুনিছে আভাসে,
বেদের সুবিধি আমোদে রসি॥ ২

দুয়ারে কাহার (সহসা তখন)
চরণের রব বাজিল যখন;
পড়সী বাসব, কৃষক সুজন,
পশিল কুটীর হসিত মুখে।
শৈশবের সাথী, যুব সহচর,
পলিত বয়সে সুহৃদ সোদর,
ধরি চিরসখা বাসবের কর,
বসাইলা দেবী ভাসিয়া সুখে॥ ৩

দাঁড়াইয়া চারু সহসা অমনি,
সুধাইলা বাণী অমৃত নিছনী,
"কহ তাত, কেন একেলা আপনি,
কেন যোগ দাদা আসেনি আজি।"
বলিয়া কুমারী হাসিলা বিশদ,
বিকাশি অধর কম কোকনদ;
ধীরি ধীরি ধীরি বাড়াইলা পদ,
সিলিম তামাক আনিতে সাজি। ৪

হাসিয়া বাসব কহিলা দেবীরে,
"মার কি মমতা মায়ের শরীরে;
এক দিন যদি না দেখে যোগীরে
কতই অসুখ বাসয়ে চারু।
'যে যার সে তার' বেদের কথন,
চারুর যে ভাব যোগীর তেমন;
সোদর সোদরা উহারা যেমন,
না'হ পরভাব মনেতে কারু॥" ৫

"হা ভাই বাসব, চারু মা আমার,
ননীর পুতলী, মূরতি মায়ার;

জীবন অধিক বোগ দাদা তার,
যোগীশও তোমার তেমনি ছেলে।
পেলে ভাল কোনো খাওয়ার জিনিশ,
খাবে না মা চারু না খেলে যোগীশ,
যোগীশ না হলে অমিয়ও বিষ,
বিষও অমিয় যোগীশে পেলে॥"৬
"তবে দেবিদাস, আর কেন ভাই,
বর বর শুধু খুজিছ সদাই ?
আমিও বাসব, ভাবিতেছি তাই,
যোগীশ চারুতে হউক বিভা।
চপলা যেমন নব জলধরে,
বিকচ নলিনী যেন মধুকরে,
অথবা তটিনী মিশিয়া সাগরে,
নব শোভা দোঁহে ছড়াবে কিবা। ৭
সাক্ষী অমরার দেব দেবীগণ ?
সাক্ষী আকাশের সুধাংশু তপন ?
আজি দোঁহে যেই করিতেছি পণ,
কোন মতে তার হবে না আন।
চারুশীলা নামে তনয়া আমার,
যুবক যোগীশ বাসব-কুমার,
শুভ পরিণয় হইবে দোঁহার
শুভ যোগে হবে আদান দান॥ ৮
এ আশীষ যদি করেন দেবতা,
সে সুখের আর রবে না সমতা,
সহকার তরু মাধবীর লতা,
কোমল বাঁধনে মিলিবে দোঁহে।
যোগীশের সুখ, আশা অভিলাষ,
হরিষ, বিষাদ, বাসনা, বিলাস,
চারুর হৃদয়ে পাইবে বিকাশ;
মোহিবে উভয়ে একই মোহে। ৯
হেথায় কুমারী মরালগমনা,
রাখি ডাবা, নত সলাজনয়না,
ভাবিয়া মরমে কি জানি ভাবনা,
ছুটিয়া পলালো আনত মুখে।
হাসিয়া বাসব, দেবিদাস আর,
কাহিনী অপর তুলিলা আবার,
আবাদ, ফসল, শত সমাচার,
একে একে একে পাড়িলা সুখে॥১০
সহসায় দেবী চকিত, নীরব,
ক্ষণ পরেঃ—"ওই কি শুনি বাসব,
গভীর নিশীথে বায়সের রব,
সুচারু লক্ষণ— নহেত তেহ।"
"গভীর নিশীথে বায়সের রব,"
সুচারু লক্ষণ নহেত এসব,
কহি মৃহু মৃহু চলিলা বাসব,
ভাবিতে ভাবিতে আপন গেহ॥

উদ্ভিদ্ জগৎ।

(২২১ সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

আমরা সচরাচর যে সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই সপুষ্পক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উদ্ভিদ শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে উদ্ভিদ সকল এবং তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গঠনপ্রণালী মনোযোগ পূর্ব্বক পরিদর্শন

ও পরীক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে কোন একটী বিশেষ পরিচিত উদ্ভিদ আমূল উৎপাটন করিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পরীক্ষা করা আবশ্যক। উদ্ভিদের যে অঙ্গ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত থাকে, তাহার নাম মূল। মূল উদ্ভিদের পদের কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহা দ্বারা উদ্ভিদ পৃথিবীর বক্ষে দণ্ডায়মান থাকে, ইহার অভাব অথচ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ভূতলে পতিত হয়। কেবল এই মাত্র মূলের কার্য্য নহে। পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদের প্রাণ রক্ষা করাই ইহার প্রধান কার্য্য। এতদ্ব্যতীত ইহা কখন কখন আকৃষ্ট রস সঞ্চিত রাখিয়া অসময়ে উদ্ভিদের জীবন ধারণের সহায়তা করে এবং কতক পরিমাণে শ্বাসক্রিয়াও সম্পাদন করে। অঙ্কুরোৎপাদনের সময় হইতে মূলের আভাস লক্ষিত হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইলে স্থূল বীজপত্রদ্বয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম শলাকা দৃষ্ট হয়, তাহারই অধোভাগ মূলে ও উর্দ্ধভাগ কাণ্ডে পরিণত হয়। এই প্রধান মূল হইতে যাবতীয় শিকড় বহির্গত হয়, তাহাদিগকে প্রকৃত শিকড় বলা যায়। দ্বিবীজদল উদ্ভিদমাত্রের সমুদায় শিকড়ই প্রকৃত। আম তেঁতুল লেবু প্রভৃতি বৃক্ষের চারা সাবধানে উৎপাটন করিয়া দেখিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে সকল শিকড় বৃক্ষের প্রধান মূল হইতে বহির্গত না হইয়া গোড়া কিম্বা কাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে অস্থানিক শিকড় বলা যায়। একবীজদল উদ্ভিদমাত্রের সমুদায় শিকড়ই অস্থানিক। তাল নারিকেল বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিদ উৎপাটন করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। অস্থানিক শিকড় কখন কখন মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়া শূন্যে অবস্থিতি করে। এইরূপ মূলকে বায়ব্য মূল বলা যায়। কতকগুলি জলজ উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকার সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল জলে ভাসমান থাকে। এরূপ মূলকে জলীয় মূল বলা যায়। কোন কোন উদ্ভিদের মূল দেখিতে মালাগ্রন্থি কিম্বা অঙ্গুরীয়ের ন্যায়, এই জন্য এই প্রকার মূল মালাকৃতি, গ্রন্থ্যাকৃতি অথবা অঙ্গুরীয়াকৃতি নামে অভিহিত। আলু, কচু, পলাণ্ডু প্রভৃতির মূল বাস্তবিক মূল নহে, তাহা কাণ্ডের মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ অংশ মাত্র। সেই অংশ হইতে যে সকল ছোট ছোট শিকড় বহির্গত হয়, সেই গুলি ইহাদের প্রকৃত মূল। কোন কোন উদ্ভিদের প্রধান মূল নিম্নদেশ হইতে ক্রমশঃ স্থূলাকার হইয়া বর্দ্ধিত হয় অথবা উর্দ্ধ ভাগে বর্ত্তুলাকৃতি বা অণ্ডাকৃতি হয়। এই প্রকার মূলে আকৃষ্ট রস সঞ্চিত থাকে এবং পুষ্প প্রসবের সময় ইহা দ্বারা উদ্ভিদের বিশেষ উপকার হয়। এই মূল প্রায় শ্বেতবর্ণ অথবা বর্ণবিহীন।

অঙ্কুরিত বীজের যে অংশ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, তাহাকেই উদ্ভিদের কাণ্ড বলা

যায়। ইহা পত্র, পুষ্প ও ফল ধারণ করে। মূল দ্বারা আকৃষ্ট রস ইহার মধ্য দিয়া উদ্ভিদের সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হইয়া ইহার পুষ্টিসাধন করে। যে সকল কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হয় তাহাদিগকে স-শাখ কাণ্ড বলা যায়। দ্বিবীজদল উদ্ভিদের কাণ্ড প্রায়ই স-শাখ। অধিকাংশ একবীজদল উদ্ভিদের কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হয় না, তাহার উপরি ভাগে কেবল পত্র পুষ্প ফল উৎপন্ন হয়। এরূপ কাণ্ডকে অশাখ কাণ্ড বলা যায়। কাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত। যে স্থান হইতে পত্র উৎপন্ন হয়, তাহা কাণ্ডের গ্রন্থি এবং কাণ্ডের যে অংশ দুই গ্রন্থির মধ্যস্থিত, তাহা গ্রন্থি-মধ্য। ইক্ষু কিম্বা বাঁশে গ্রন্থি ও গ্রন্থি-মধ্য সকল পরিষ্কার রূপে দেখা যায়। অনেক উদ্ভিদে গ্রন্থিমধ্য অপেক্ষা গ্রন্থি কিঞ্চিৎ স্ফীত। ঘাস, বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিদের গ্রন্থিমধ্য শূন্যগর্ভ।

আলোক-গৃহাধিপতির কন্যা।

কোন স্থানে একটি আলোক-গৃহ ছিল। আলোক-গৃহ কাহাকে বলে পাঠিকা-দিগের অনেকে অবশ্যই জানেন। সমুদ্রের উপকূলে কোন কোন স্থানে এক প্রকার অতি উচ্চ গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই সকল গৃহ এক এক জন কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে, এবং নাবিকদিগের সাহায্যার্থে রাত্রিকালে তাহার মধ্যে আলোক প্রজ্বলিত করা হয়। নাবিকগণ দূর হইতে এই আলোক দেখিতে পাইয়া অনেক সময়ে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়। কোন স্থানে এইরূপ একটি গৃহ ছিল। গৃহাধিপতির একটি বয়স্থা কন্যা ছিলেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া সপরিবারে সেই আলোক-গৃহ-মধ্যে বাস করিতেন।

একদা রজনীতে প্রকৃতি অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সহসা ভয়ানক ঝড় উঠিল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, ও দিঙ্মণ্ডল একটি অন্ধকারস্তূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই ঝড় ও মেঘান্ধকার দেখিয়া উন্মত্ত সমুদ্র পিশাচের ন্যায় মাতিয়া উঠিল। মেঘের গর্জ্জন, ভীমপরাক্রম পবনের গর্জ্জন ও উন্মত্ত জলরাশির গর্জ্জন, এই তিন মহাগর্জ্জনে প্রকৃতির যেন মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে বোধ হইতে লাগিল! আলোক-গৃহাধিপতি দৃঢ়নির্ম্মিত গৃহমধ্যে থাকিয়া সপরিবারে সেই ভয়ানক রজনী এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি তৎকালে সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ছিল, না জানি তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিল! ঈশ্বর তাহাদের কাহাকে কি

অবস্থায় রাখিলেন, হায় তাহা কে বলিতে পারে।

ক্রমশঃ প্রভাত হইয়া আসিল, কিন্তু তথাপি সে দুর্য্যোগ থামিল না। প্রভাতের আলোকে চারিদিক্ আলোকিত হইল, তথাপি সেই ভীষণ ঝটিকা, বৃষ্টি, ও তরঙ্গের আস্ফালন চলিয়াছে। এই সময়ে আলোক-গৃহাধিপতি ও তাঁহার কন্যা দেখিলেন যে কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রগর্ভস্থ একটি পাহাড়ের উপরে কতক গুলি হতভাগ্য ব্যক্তি সেই ঘোর বিপদে পড়িয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে। গত রজনীর দুর্যোগে তাহাদের জাহাজ খানি বেগে পাহাড়ের উপরে আসিয়া পড়ায় তাহার অধিকাংশ চূর্ণ হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। অবশিষ্টাংশ পাহাড়ের গায় বাঁধিয়া রহিয়াছে। আরোহীদিগের অ[illegible] কাং[illegible] সমুদ্রের উ[illegible]সাৎ হইয়াছে; কেবল আটটি কি দশটি প্রাণী মৃতপ্রায় অবস্থায় এখনও জীবিত থাকিয়া জাহাজের ভগ্নাংশ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া আলোক-গৃহাধিপতির কন্যার হৃদয় কাতর হইল। এক[illegible]লি লোক তাঁহাদের এত নিকটে থাকিয়া সাহায্যাভাবে মরিয়া যাইবে, ইহা তাঁহার কোমল অথচ বীরোচিত প্রাণে সহিল না। তিনি বিস্ফারিত লোচনে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ ইহাদের রক্ষার কি উপায় হইবে?' কিন্তু কে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে যায়? তখনও মুসল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, পবন হুঙ্কার করিতেছে, উত্তাল তরঙ্গান্বিত সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু বীর রমণীর হৃদয় সে ভয়ে ভীত হইবার নহে। তিনি সেই বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বার বার পিতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুণগ্রাহী পিতা কন্যার সংকল্পের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কন্যার সহিত আলোকগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ও একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া সেই ভীষণ সমুদ্রের হস্তে আপনার ও হৃদয়সর্ব্বস্ব কন্যারত্নের জীবন সমর্পণ করিলেন। আমরা যে পুস্তক হইতে এই গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে ইহার একখানি ছবি দেখিয়াছি। নৌকা খানি এত ক্ষুদ্র যে তুফানের সময়ে তাহাতে আরোহণ করিয়া একটা সামান্য নদীর উপর দিয়া যাইতেও সাহস হয় না। আলোক-গৃহাধিপতি ও তাঁহার বীর কন্যারত্ন সেই নৌকাখানি বাহিতে বাহিতে অকুতোভয়ে চলিয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইতেছে; এক এক বার সফেন তরঙ্গ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে; ও নৌকাখানি ঠিক্ মোচার খোলার মত উঠিতেছে, নামিতেছে, ও মুহুর্মুহু উলটি পালটি খাইতেছে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা ভীত নহেন। সে দিন পরের মঙ্গলের জন্য পিতা ও কন্যা দুই জনেই

প্রাণ পণ করিয়াছিলেন—ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারে জগতে এমন কে আছে? এইরূপ অসমসাহসিকতার সহিত তাঁহারা, একবার নহে, বার বার গতায়াত করিতে লাগিলেন, কারণ নৌকাখানি এত ক্ষুদ্র যে তাহাতে একবারে সকলকে লইয়া আসা অসম্ভব। ঈশ্বর তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিয়া তাঁহাদের বীরত্বের পুরস্কার করিলেন। আলোক-গৃহাধিপতির কন্যার উদ্যম ও অসমসাহসিকতায় বিপন্ন ব্যক্তিগণ আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হউক। তিনি যে বিস্ময়কর বীরত্ব দেখাইলেন, তাহাই প্রকৃত বীরত্বের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হউক।

বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব।

বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব উপলক্ষে গত ৪ঠা আগষ্ট সিটী কলেজ গৃহটী শাখা পল্লব.পুষ্পগুচ্ছে ও আলোকমালায় সুসজ্জিত এবং সভ্য ও দর্শক মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হার্ম্মোনিয়ম সহকারে কয়েকটী সুন্দর সঙ্গীত, প্রার্থনা, রিপোর্ট পাঠ, কবিতা আবৃত্তি এবং বক্তৃতাদি হয়। বক্তৃতার পর একটী ক্ষুদ্র অভিনয় হইয়া জলযোগ সহকারে সভার কার্য্য সমাপন হয়। সভাপতি কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী যে বক্তৃতা করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আজ বড় আনন্দের দিন। গৃহটী যেমন সুসজ্জিত,সমাগত বন্ধু বান্ধবদিগের উৎসাহপূর্ণ ভাব তেমনি প্রীতিপ্রদ। যে দিকে দেখিতেছি, প্রাণ পুলকিত হইতেছে। যে জন্য সকলে আজ মিলিত হইয়াছি, তাহা ভাবিলে আরও আনন্দ অনুভব করি—আজ বঙ্গমহিলা সমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব। নানা প্রকার বিঘ্ন বাধা উত্তীর্ণ হইয়া আজ এই সভা পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল। আমাদিগের নারীসমাজ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। উপযুক্ত রূপে যাওয়া আসা না থাকিলে ঘনিষ্ঠতা জন্মায় না, ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে সে ভালবাসা কে সঞ্চার অসম্ভব, যাহা অন্যের জন্য ভাবিতে শিখায়, অপরের অভাবে হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তৎপ্রতিকারে সযত্ন করে। বঙ্গনারী সমাজের এতদূর হীনাবস্থা, কেন না আমরা পরস্পরকে দেখিতে পাই না—কাহার কি অবস্থা, কাহার কি ভাব, জানিতে পারি না। মূলে অবরোধ-প্রথা আমাদিগের উন্নতির অন্তরায় হইয়া সকল সৎকার্য্যের বাধা দিতেছে। কিন্তু ইহাও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় যে বর্ত্তমান এক সম্প্রদায় কিয়ৎ পরিমাণে এই অবরোধ-প্রণালীর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যথাসাধ্য উন্নতি

সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজে যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয়, ব্রাহ্মগণের যত্নেই তাহা সংসাধিত। এই ক্ষুদ্র বঙ্গমহিলা সমাজও সেই ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। ব্রাহ্মসমাজে কুলকন্যারা সময় সময় সমবেত হইয়া সদালাপ করিবেন; আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক সামাজিক উন্নতি দ্বারা পরস্পরের শুভানুধ্যানে রত হইতে সক্ষম হইবেন; মহিলাগণের মধ্যে সদ্ভাব বাড়িবে, সেই ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইবে যদ্দ্বারা ভগিনী ভগিনীর সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিবে না—এই সকল সাধু সংকল্প লইয়া এই নারীসমাজ সংস্থাপিত। এই সমাজ দ্বারা নারীগণ যদি উন্নতির পথে এক পদও অগ্রসর হইয়া থাকেন, আমরা কৃতার্থ হইব। ক্ষুদ্র শিশু অনেক বার পড়িয়া অনেক চেষ্টার পর তবে হাঁটিতে শিখে, বঙ্গের নারী-সমাজও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বল, একদিনে আমরা তাঁহাদের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে অধ্যবসায় থাকিলে মানব শত বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হয়, যে উদ্যম উৎসাহের অগ্নি একবার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে আর নির্ব্বাপিত করা যায় না, যে প্রতিজ্ঞার বল দুর্ব্বল রমণীকেও বীরোচিত সাহসে সুসজ্জিত করে, সেই দেব ভাবের উজ্জ্বল চিত্র আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ এখনও দর্শন করে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা নিরাশ হইব? না। ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষীণ দেহ যদি একদিন অপরিমিত বলে বলীয়ান হইয়া শত শত কার্য্যে অগ্রসর হয়, তাহার সেই অপরিস্ফুট বুদ্ধি কালে বিজ্ঞানের গূঢ় ভাব সকল অনায়াসে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তবে কি বঙ্গনারী স্বীয় অবস্থা বুঝিয়া আপন কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইবে না? আসিবে সে দিন আসিবে। তবে বিলম্ব কেন? এক দিকে শিক্ষার অভাব, অপর দিকে পরস্পরের প্রতি পরস্পরে উদাসীন, প্রকৃত পক্ষে ধরিলে (হিন্দুসমাজের কথাই নাই) ব্রাহ্মসমাজের রমণীগণও শিক্ষিত বলা যায় না, তবে দুই চারি জন যাহা দেখা যায় তাঁহাদেরও সেরূপ কিছু বিশেষ ভাব নাই, যদ্দ্বারা অন্যে শিক্ষালাভ করিতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতা নূতন বলিয়াই হউক আর তাহার চাক্‌চিক্যের প্রলোভনেই হউক, শিক্ষিত রমণীমণ্ডলীর আকর্ষণ সেই দিকে, সুতরাং স্বকীয় সমাজের মঙ্গল চেষ্টায় যে শৈথিল্য আসিবে তাহা বড় আশ্চর্য্য নয়। জাতীয় চরিত্র গঠন করিতে হইলে অগ্রে স্বীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। জাতিগত সদ্‌গুণ গুলি সম্মুখে রাখিয়া স্বজাতির মধ্যে যাওয়া আসা করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে হইবে। পাশ্চাত্য জ্ঞান ভাণ্ডারে শত শত উজ্জ্বল মণি নিরন্তর শোভা পাইতেছে; পাশ্চাত্য শত শত সাধুর দেবজীবন মানবের অক্ষয়

কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, অসাধারণ অধ্যবসায়, অনন্ত উৎসাহ, জীবন্ত ধর্ম্মভাব, অপার্থিব ত্যাগস্বীকার, যাহা পাশ্চাত্য গৌরবের কারণ হইয়া অদ্যাপি সহস্র নরনারীকে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে আকৃষ্ট করিতেছে, বলুন দেখি শিক্ষা বন্ধু! বিদুষী ভগিনি! তাহার কোন্‌টী লইয়া অশিক্ষিতা ভগিনীগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন? বড় বৌ দেশী কামারের গঠিত ঝুলঝুমকা, বাউটী, কণ্ঠমালায় সজ্জিত হইয়া ঢাকাই সাড়ী পরিয়া আপনাকে প্রকৃত সজ্জিত মনে করিল, আর আপনি না হয় হামিল্টনের বাড়ীর ইয়ার রীং, ব্রুচ, ব্রেসেলেট দ্বারা সুশোভিত হইয়া মুর কোম্পানির দোকানের মূল্যবান রিবন বসান গজের সাড়ী দ্বারা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিলেন। এ দুয়ের মূলগত ভিন্নতা আছে কি না সন্দেহ। বৌ অশিক্ষিত, সে পাল্‌কী বন্ধ করিয়া যাইবে, আর আমি সুশিক্ষিতা সুতরাং খোলাগাড়ীতে যাইব। এই কি সভ্যতার চরম ফল, ইহা দ্বারাই কি দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে? তাহা-হইলে আজ দুঃখ কিসের? আজ বঙ্গীয় নারীসমাজ উন্নত সভ্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। ভগিনি! বিরক্ত হইও না, যখন সমাজের বিষয় ভাবি, মনে বড় ব্যথা পাই। হীন দুর্ব্বল অসভ্য সমাজ বাহিরের চাক্‌চিক্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় না। চরিত্রের সাধু দৃষ্টান্তে পতিত সমাজ উত্থিত হয়। সৎপ্রতিজ্ঞার সুফল চঞ্চলমতি ক্ষীণবুদ্ধি মানবের হৃদয়কেও বলীয়ান করে। ধর্ম্মজীবনের দৃঢ়তা পুণ্যপথভ্রষ্ট কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তরেও পবিত্র আলোক প্রদানে সক্ষম। তাই বলি বন্ধু এই সকলে সজ্জিত হইয়া সমাজে আগমন কর, আর বাহিরের অন্তরায় বাধা দিতে পারিবে না। আপনাদের অল্পজ্ঞানের ক্ষীণ দীপ্তিও ক্রমে উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিবে। যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বীদিগের জীবন রাখিয়া যাইতে পারে সে দেশে কি আদর্শের অভাব? ঐ দুই রমণীয় দেবজীবন অমূল্য রত্নের খনি, যতই তাহাতে ডুবিতে পারিবে, ততই নূতন নূতন ভাব নব নব সৌন্দর্য্য দেখিবে। আর্য্যরমণী-কুলরত্ন এই দুই নারীর আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া পশ্চাত্য ভগিনীর কার্য্য-কুশলতা ও সেই সেবাপরায়ণতার ভাব গ্রহণ কর, দুয়ের সম্মিলনে আরও সৌন্দর্য্য বাড়িবে। ধর্ম্মের মাধুর্য্য, পবিত্রতার স্নিগ্ধজ্যোতি—রমণী এ দুয়ে শোভিত হইলে আর কিছুরই অভাব হইবে না।

ভগিনি! এসো কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যে উদ্দেশে এই সমাজ স্থাপিত, তাহা পূর্ণ কর। এক জনের বল কিছুই নহে, কিন্তু সকলে মিলিত হইলে মানুষের ক্ষমতা অপরিমিত। তাই বলি যদি সমাজ গঠন করিতে হয়, নারীজীবন উন্নত করিতে হয়, পরস্পরে মিলিত হইতে হইবে। বাহিরের সভ্যতা শিখিতে বিলম্ব

হয় না। যাহা অর্থসাপেক্ষ তাহা হওয়া সহজ। মানসিক ভাব সমূহের পূর্ণবিকাশই সভ্যতা, হৃদ্‌গত সদ্ভাব সকলের সম্যক্ স্ফুরণই মানবের চরম উদ্দেশ্য, এই কথা মনে করিয়া যিনি কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, মঙ্গলদাতা তাঁহার সহায়।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে রাজকোটে একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৪০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

২। ব্যারিষ্টার বাবু লালমোহন ঘোষ বিলাতে যাওয়াতে একটী বড় কাজ হইয়াছে। তাঁহার উদ্যোগে এক বৃহৎ সভা হয়, মহাত্মা ব্রাইট সাহেব তাহার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং অনেকগুলি সদাশয় ইংরাজ ও লালমোহন বাবু বক্তৃতা করেন। সকলে একবাক্যে লর্ড রিপণের শাসনপ্রণালীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

৩। সিংহলে একটী দেশীয়া রমণী বিবাহ সম্বন্ধীয় রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কয়েকখানি পত্র ও উত্তর—শ্রীগিরিজা প্রসন্ন রায় কর্ত্তৃক প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ।০ আনা মাত্র। ইহার প্রথম সংস্করণে পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিয়াছি। সেবারে কেবল স্বামীর পত্র ছিল, এবারে তাহার সহিত স্ত্রীর উত্তর গুলি থাকাতে যে পুস্তক খানির আকর্ষণ আরও অধিক হইয়াছে বলা বাহুল্য। ইহাতে স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিবিধ সদুপদেশ আছে, বাঙ্গালা নবেলের চরিত্রের দৃষ্টান্ত কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তাহা এরূপ পুস্তকে না থাকিলে ভাল হইত।

২। Christ Versus Krishna অর্থাৎ খৃষ্ট বনাম কৃষ্ণ—বি এ সেক্স এম ডি বি এম এস প্রণীত। খৃষ্টচরিতের অনুকরণেই কৃষ্ণের গল্প রচিত হইয়াছে, এইটি সপ্রমাণ করিবার জন্য সাহেব অনেক বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার যুক্তিবল আমাদিগের বোধগম্য হইল না। বিদেশীয় ব্যক্তিরা অন্য দেশের ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও রীতি নীতি সমালোচনা দ্বারা আপনাদিগের সর্ব্বজ্ঞতা দেখাইতে গিয়া যে কত গুরুতর ভ্রমে পতিত হন এবং একদেশদর্শিতার পরিচয় দেন, এই পুস্তকখানি তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

No. 226. November 1883.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

AMAB ODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৬ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ১২৯০—নবেম্বর ১৮৮৩। | ৩য় কল্প। ১ম ভাগ।

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	১৯৩
২।	শিক্ষার সুফল	১৯৪
৩।	পিপীলিকা	১৯৭
৪।	কুবকবালা	২০০
৫।	নিশীথ চিন্তা	২০৪
৬।	কুললক্ষ্মী (উপন্যাস)	২০৬
৭।	যব দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত	২১১
৮।	আধ্যাত্মিকা মালা	২১৮
৯।	যুগল সহোদরের কথোপকথন	২২০
১০।	নূতন সংবাদ	২২০
১১।	পুস্তকাদি সমালোচনা	২২১
১২।	বামাগণের রচনা	
	মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাসের সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যকতা	২২১

কলিকাতা।

ভি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ৩৩ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনি বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চার আনা।

[illegible]ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

নূতন পুস্তক।

কএকখানি পত্র ও উত্তর, ইহাতে স্বামী পত্র দ্বারা স্ত্রীকে সাংসারিক, ঐশ্বরিক, নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ দিয়েছেন। পাঠিকাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ স্ত্রী কর্ত্তৃক লিখিত উত্তরগুলিও এবার ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠিকাগণ এতৎপাঠে যুগপৎ আমোদিত ও উপদিষ্ট হইবেন। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

চিত্তবিনোদিনী।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৸০ মাত্র।

গৃহশিক্ষা পুস্তকাবলীর

প্রথম খণ্ড।

কারা-কুসুমিকা।

THE PRISON FLOWER.

নীতিগর্ভ ঐতিহাসিক উপন্যাস,

বামাবোধিনী সম্পাদক শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, দ্বারা

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

বালক বালিকা, অন্তঃপুরিকা এবং শ্রমজীবী সকলেরই পাঠ্য।

মূল্য ।৵০

বামাবোধিনী কার্য্যালয় ও কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

স্থান পরিবর্ত্তন।

মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের পরীক্ষোত্তীর্ণা

ধাত্রী।

শ্রীমতী থাকমণি (রায়) ঘোষ।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ২১০/১ নং বাটী হইতেকলিকাতা ঠন্ঠনিয়া

কলেজ ফাষ্টলেন ৭ নংবাটীতে উঠিয়া আসিবেন।

(কলেজ ফাষ্টলেন ৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৩ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১২৯০—নবেম্বর ১৮৮৩। ৩য় কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-প্রতিনিধি লর্ড রিপণ সদস্যগণ-সহ গত ১০ই অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থান দর্শন করিয়া আগামী ১ লা ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন।

—

ফরাসীরা সা নামক যে ইংরাজ পাদরীকে কয়েদ করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষতি পূরণার্থ ৬০ হাজার ফ্রাঙ্কমুদ্রা দিবেন ও যথোচিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা মাদাগাস্কারে ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন। কঙ্গোতে শিল্পযন্ত্রাদি বসাইয়া আপনাদিগের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাম্বোডিয়ার রাজা তাহাদিগের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভয়ে চিন সৈন্যগণ টঙ্কিনের সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। ফরাসীদিগের যেরূপ নবোৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা সুনিয়মিত না হইলে পৃথিবীতে পুনরায় ঘোর বিপ্লবের সম্ভাবনা।

—

প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার অবকাশে কলিকাতায় দেশীয় খৃষ্টীয়মণ্ডলীর বার্ষিক সমিতি হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগের সম্প্রদায়ের কল্যাণকর বিবিধ প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া থাকেন। এ বৎসর অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত স্ত্রীজাতির কার্য্য ও কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়, শ্রীমতী কাত্যায়নী

ঘোষ ও কুমারী চন্দ্রমুখী বসু বি, এ এ বিষয়ে এক একটী প্রবন্ধ পাঠ করবেন। দেশীয় খৃষ্টীয় সমাজ সাহেবদিগের অনুকরণ ও তাঁহাদিগের উপর নির্ভর পরিত্যাগ করিয়া যে আপনাদিগের অভাব ও উন্নতি বিষয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা একটী জাতীয় উন্নতির চিহ্ন।

এবৎসর শীতকালে প্রদর্শনী উপলক্ষে কলিকাতায় অনেক বড় বড় লোকের আগমন হইতেছে। রাজপুত্র কনটের ডিউক ও ডচেস আসিতেছেন, পার্লেমেণ্টের অনেক গণ্য সভ্যের আগমন হইবে, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাত্মা জর্জ মুলারও সস্ত্রীক আসিবেন, শুনা যাইতেছে।

এ বৎসর অনেক স্থানে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। যবদ্বীপে ১৪।১৫ ক্রোশের মধ্যে ১৬ টী আগ্নেয় গিরি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবার তাহার কোন কোনটী অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতেছে। সন্তাদ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া তাহার ধূম সিংহল ও করাচী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষের কোন স্থানে আগ্নেয় গিরির লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। তথায় এল এম এস শ্রেণীতে ৫টী রমণী শিক্ষা করিতেছেন। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ১টী মাত্র ছাত্রী, শীঘ্র যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। প্রবেশিকোত্তীর্ণাদিগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিলে হানি কি?

আগামী প্রদর্শনীতে স্ত্রীলোকদিগের রচিত শিল্পকার্য্য প্রদর্শনের বিশেষ বন্দোবস্ত হইবে, এজন্য একটী স্ত্রী-সমিতি বসিয়াছে। এদেশের মহিলাগণ শিল্পবিদ্যায় যে অন্যান্য দেশের রমণীগণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন, তাহার যেন পরিচয় দিতে পারেন।

শিক্ষার সুফল।

শিক্ষার অর্থ কি? কতকগুলি গ্রন্থ পড়িলেই শিক্ষা লাভ করা যায় না। শিক্ষার আর এক অর্থ আছে, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। সংগীত বিদ্যার বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক। এক ব্যক্তি অতি শৈশব কাল হইতে সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট বাস করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে বেড়াইয়াছে, গীত বাদ্য যেখানে হইয়াছে সর্ব্বদা সেরূপ স্থানে উপস্থিত থাকিয়াছে, অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতি দিন গলা সাধিয়া গান করিয়াছে, এখন সে ব্যক্তি যদিও আমাদের সমবয়স্ক, তথাপি সে আমাদের অপেক্ষা অনেকগুণে সংগীতের রসজ্ঞ,

আমরা সে রসে বঞ্চিত। সেই ব্যক্তির সহিত আপনাদিগের তুলনা করিলে কি বলি? আমরা বলি, সে ব্যক্তি সংগীত শিক্ষা করিয়াছে, আমরা শিক্ষা করি নাই। এখানে শিক্ষাশব্দের অর্থ কি? শিক্ষার অর্থ এই যে মানবমাত্রেরই মনে সুস্বরের রসাস্বাদের শক্তি আছে, সেই ব্যক্তি সেই শক্তিকে অভ্যাস ও চর্চ্চার গুণে বিকাশিত করিয়াছে। চিত্রবিদ্যার সম্বন্ধেও এইরূপ। যে ব্যক্তি চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধের শক্তি যেরূপ প্রবল অপর সাধারণের সে শক্তি সেরূপ প্রবল নহে। যাহার সৌন্দর্য্য বোধের শক্তি ছিল না, চিত্রবিদ্যা যে তাহাকে সে শক্তি দিল তাহা নহে, কিন্তু মানব-মাত্রেরই অন্তরে যে সৌন্দর্য্য বোধের শক্তি আছে, তাহাই বিকাশিত করিল। অতএব শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। মানবের হৃদয়মনে যে সকল শক্তি ও সৎপ্রবৃত্তি পরমেশ্বর দিয়াছেন, তাহার বিকাশ করিয়া মানব-চরিত্রকে সুন্দর ও রমণীয় করা শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।

মানব যখন সুশিক্ষিত হয়, অর্থাৎ তাহার চিন্তাশক্তি এবং হৃদয়ের সাধু-ভাব সকল [যখন শিক্ষাগুণে] বিকাশিত হয়, তখন সেই শিক্ষা চরিত্রের নানা প্রকার সুলক্ষণে প্রকাশ পাইতে থাকে। আমরা অদ্য তাহার কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম, শিক্ষার প্রধান সুফল এই দেখিতে পাই যে মানব ইহার গুণে ধর্ম্মনিয়মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করে। যে গূঢ় মঙ্গল নিয়মে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, যাহাতে জনসমাজ সুরক্ষিত হইতেছে, সেই মঙ্গল নিয়ম লক্ষ্য করিতে ও উজ্জ্বল ভাবে দর্শন করিতে পারা বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির কর্ম্ম। যাহাদের বুদ্ধি জড়ভাবাপন্ন, যাহারা জ্ঞানালোকে বঞ্চিত, যাহাদের চিন্তা ও আত্মদর্শনের শক্তি বিকাশিত হয় নাই, গভীর রূপে প্রকৃতি ও তাহার শক্তিপুঞ্জের তত্ত্বালোচনা করা যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহারা এই সকল ধর্ম্ম নিয়মকে সত্য বলিয়া প্রতীতি করিতে পারে না, কারণ তাহারা নিমগ্ন হইয়া চিন্তা করে না। প্রকৃত শিক্ষা মানবের চিন্তা শক্তিকে প্রখর করে, অন্তর্দ্দৃষ্টিকে প্রবল করে, তত্ত্বজ্ঞানকে উজ্জ্বল করে, সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম-দর্শনে ধর্ম্ম নিয়ম সকলকে সার বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন।

মানব যত প্রকার অন্যায়াচরণ করে, কিম্বা দুক্রিয়াসক্ত হয়, তাহার অধি-কাংশই ধর্ম্ম নিয়মে বিশ্বাস না থাকাতে। মানুষ নানা প্রলোভনে পতিত হইলে মনে করে যে অসত্য এবং অসাধুতা দ্বারাও এজগতে লাভবান্ হওয়া যায়, তাহাতেও সুখ আছে, এই জন্যই সত্য ও সাধুতার উপর স্থিরনির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। অশিক্ষিত স্থূলদর্শী লোকেরা সহজেই এই মহাভ্রমে পতিত হয়।

আমাদের চিত্তকে এরূপ ভ্রম হইতে রক্ষা করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহারা বাস্তবিক সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের দৃষ্টান্তে ও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহারা সত্য ও সাধুতাকে অতি প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাহার সেবা করিয়া থাকেন।

প্রকৃত শিক্ষার দ্বিতীয় সুফল বিনয়। কোন ব্যক্তির শিক্ষার মূলে দোষ আছে কি না জানিতে যদি ইচ্ছা হয়, তাহার একটী সহজ উপায় আছে। সে ব্যক্তি সেই শিক্ষায় অহঙ্কার করে কি না দেখ। যদি দেখ সে নিজ গৌরবে নিজে স্ফীত, আপনাকে মনে মনে বড় বলিয়া মনে করে, গর্ব্বিতভাবে চলে, গর্ব্বিত ভাবে কাজ করে, গর্ব্বিত ভাবে লোকের সহিত আলাপ করে, তবে নিশ্চিত জানিও তাহার শিক্ষা কুশিক্ষা হইয়াছে। সে নামে মাত্র শিক্ষিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'শিক্ষাতে আত্মদর্শনের শক্তিকে উজ্জ্বল করে, যাঁহার আত্মদর্শনের অভ্যাস আছে, তিনি কখনই আপনার গুণাবলী দেখিয়া স্ফীত হন না। নিজের দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি সকল তাঁহার উত্তমরূপে বিদিত থাকে, সুতরাং তিনি সর্ব্বদা বিনীত। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা কখনই মিটে না। তিনি সর্ব্বদাই আপনার অজ্ঞতা দেখিয়া লজ্জিত এ বিষয়ে একটী গল্প আছে। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে সক্রেটিস নামে একজন মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মত সুধী ব্যক্তি প্রাচীন কি বর্ত্তমান কালে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান প্রভাতে সমগ্র গ্রীস দেশ আলোকিত হইয়াছিল। একদিন এই দৈববাণী হয় যে সক্রেটিস সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত। এই দৈববাণীর কথা শুনিয়া সক্রেটিস নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন "দৈববাণী আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত বলিল কেন?" এই বলিয়া তিনি সকল শ্রেণীর বড় লোকদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কি কবি, কি শাসনকর্ত্তা, কি শিল্পী, কি গ্রন্থকর্ত্তা সকল শ্রেণীর লোকেই নিজ গুণ গরিমা লইয়া ব্যস্ত; আপনাকে হীন মনে করিয়া লজ্জিত, এরূপ এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বলিলেন "বুঝিলাম দৈববাণী সত্য কথাই বলিয়াছে। ইহারা কেহই কিছু জানে না, অথচ বুঝে না যে ইহারা কিছু জানে না। আমিও কিছু জানি না, তবে আমি বুঝি যে আমি জানি না। আমার নিজের মূর্খতা আমার নিকট প্রচ্ছন্ন নয়, এই বিষয়ে অপরের সহিত আমার প্রভেদ দেখিতে পাইতেছি।" বাস্তবিক প্রকৃত শিক্ষার সহিত বিনয় সততই সম্বন্ধ দেখা যায়।

প্রকৃত শিক্ষার তৃতীয় সুলক্ষণ নীচাশয়তার বিনাশ। শিক্ষার গুণে লোকে নানা বিষয় জ্ঞাত হয়, হৃদয়ের প্রীতি বিস্ফারিত হইয়া নানা বিষয়ে ব্যাপ্ত হয়.

সুতরাং ক্ষুদ্রাশয়তা থাকে না। আমাদের দেশের অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগের একটা অখ্যাতি এই রটনা হইয়াছে যে তাঁহাদের জন্য গৃহের শান্তি রক্ষা করা ভার। তাঁহারা সতত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ করিয়া থাকেন। যে সকল বস্তু অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য, সেই সকল বস্তুর জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং সে জন্য সর্ব্বদাই কলহ করিয়া থাকেন। ইহার সহিত তুলনায় পুরুষদিগকে অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, বলেন দশজন পুরুষ যদি একত্রে বাস করেন, তাঁহারা কেমন সদ্ভাবের সহিত বসবাস করিয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু লইয়া তাঁহাদিগকে বিবাদ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি কি নীচ, তাঁহাদের জ্বালায় সুখে সংসার করিবার যো নাই। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ইহা স্ত্রীপ্রকৃতির দোষ নহে, শিক্ষার অভাবের ফল। যাহাদের শিক্ষা নাই, তাহাদের মন যে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

প্রকৃত শিক্ষার চতুর্থ সুলক্ষণ আত্মশাসনের শক্তি। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকের আত্মশাসনের শক্তি নাই, তাহারা আপনাদিগকে দমন করিয়া ধর্ম্মপথে রাখিতে পরে না, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহারই প্রদর্শিত পথেই ধাবিত হয়। সৎশিক্ষা বিশুদ্ধ জ্ঞান দিয়া মানবাত্মাকে সেই শক্তি প্রদান করে। শিক্ষার গুণে মানব আপনার প্রবৃত্তি স্ববশে রাখিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হন।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মহিলা শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তাঁহাদের চরিত্রের এই সকল সদ্‌গুণ যদি প্রকাশ না হয়, তাহাহইলে লোকসমাজে তাঁহাদের শিক্ষা কুশিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইবে। কেবল কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ করাকে যেন তাঁহারা শিক্ষা বলিয়া মনে না করেন, যেন নিজ জ্ঞানের অল্পমাত্র প্রভা দেখিয়া স্ফীত ও গর্ব্বিত না হন, কিন্তু শিক্ষার গুণে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ সদ্‌গুণে নিজ অন্তরকে বিভূষিত করিয়া যেন শিক্ষার প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিতে পারেন।

পিপীলিকা।

পিপীলিকাদিগের গৃহনির্ম্মাণ প্রণালী অতিশয় সুন্দর। একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে কত বুদ্ধিকৌশল ও কত দক্ষতা প্রকাশ করে। সাধারণতঃ ইহারা মৃত্তিকার উপরে বাসস্থান নির্ম্মা৹

করিয়া থাকে; কিন্তু কোন কোন জাতীয় পিপীলিকারা বৃক্ষকোটরেও বাসস্থান প্রস্তুত করে।

মৃত্তিকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় ইহারা কর্দ্দম, কঠিন মৃত্তিকা, বৃক্ষের শিকড়, পাতা ও তৃণাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষ কোটরে গৃহনির্ম্মাণ কালে, ভিতরকার কাষ্ঠ কুরিয়া ফেলিয়া ঘর প্রস্তুত করিয়া লয়। খিলান প্রস্তুত করিবার সময় কেবল এক প্রকার নরম কাদা ব্যবহার করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গৃহনির্ম্মাণ করিবার জন্য এক সম্প্রদায় পিপীলিকা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে। ঐ পিপীলিকারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল রাজমিস্ত্রী ও অপর দল সূত্রধার অথবা ছুতোর। সূত্রধারদিগের অপেক্ষা রাজমিস্ত্রীরা অধিক বলশালী ও কার্য্য-নিপুণ।

পিপীলিকারা মাটীর উপরে যে ঘর বাঁধে, তাহা দেখিতে অনেকটা গুম্বজের ন্যায়। ঐ গুম্বজ দুই হইতে বার হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালাদেশে এরূপ গুম্বজ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে একজাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহারা পাঁচ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ গুম্বজ প্রস্তুত করিতে পারে। এইরূপ গুম্বজ নির্ম্মাণে দক্ষিণ আমেরিকার আমেজন নদীর তীরস্থ পিপীলিকারাই প্রসিদ্ধ। অনেক সময় ঐ গুম্বজের অর্দ্ধেকটা মাটীর ভিতর পোতা থাকে। পিপীলিকা-গৃহ অনেক তলে বিভক্ত। প্রত্যেক তল অসংখ্য ঘরে পরিপূর্ণ। বাটীর বাহিরের দেওয়াল এক হইতে তিন সূতা পর্য্যন্ত চওড়া। ভিতরকার দেওয়ালগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক কম চওড়া; এমন কি অনেক সময় আধ সূতা প্রমাণ চওড়া হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে থাম দিয়া ঘরের ছাদ রক্ষিত হয়। কামরা গুলির আয়তন সকল সময় একরূপ নহে। প্রত্যেক কামরারই পাশের কামরার সহিত যোগ থাকে। কামরাগুলি উচ্চে দুই অঙ্গুলী এবং লম্বে ও চওড়ায় তিন হইতে ছয় অঙ্গুলী পর্য্যন্ত দেখা যায়। পিপীলিকারা ঐ কামরার ভিতর, নানারূপ আসবাব রাখিবার স্থান ও গ্যালরী প্রস্তুত করে। সাধারণতঃ বাড়ীর দুইটী সদর দরজা থাকে, একটী মাটীর ভিতর দিয়া, অপরটী উপরে। কিন্তু সময়ে সময়ে ইহা অপেক্ষা বেশী দরজাও দেখা গিয়া থাকে। ইহারা কখনও ঘরে জানালা রাখে না। যদি কখনও জানালা রাখে, তাহা এমন কৌশলের সহিত প্রস্তুত করে যে কোন ক্রমে ঘরের ভিতর বাতাস কিম্বা জলের ঝাপটা প্রবেশ করিতে পায় না। পিপীলিকারা কিরূপে ঘর প্রস্তুত করে তাহা এখনও বলা হয় নাই। প্রথমে ইহারা যেখানে কঠিন মাটী আছে, এরূপ একটী স্থান বাছিয়া লয়। স্থান ঠিক হইলে, খানিকটা ভিতরকার মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্তের মত

করে। তার পর সেই গর্ত্তের চারি দিকে ৩।৪ হাত ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটা গোলাকার মাটীর রেখা দেয়। ইহার পরেই গাঁথনি আরম্ভ হইলে এক দল গাঁথিতে থাকে, এক দল খুব চূর্ণীভূত মাটীর গুঁড়া আনিয়া দেয়, এবং অপর এক দল, ঐ সকল গুঁড়া সংলগ্ন করিবার জন্য নরম কাদা কিম্বা বৃক্ষবিশেষের আটা বহিয়া আনে। এইরূপে সমুদয় গাঁথনি শেষ হইলে, বালিজমাট ও চুণকামের কাজ আরম্ভ হয়। বালিজমাট ও চুণকামের কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে ইহারা যত্নতঃ সত্য আমাদের ন্যায় বালি ও চুণ ব্যবহার করে। ঘরের বাহিরে প্রলেপ দিবার জন্য পিপীলিকারা মাটী, আটা ও অন্যান্য কতকগুলি জিনিস মিশাইয়া একরূপ জমাট প্রস্তুত করিয়া লয়। যদিও হাত না থাকাতে ইহারা জমাট লেপিয়া দিতে পারে না, কিন্তু মুখের দ্বারা পিপীলিকারা ঐ কাজ এত সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, যে দূর হইতে উহাদের গুম্বজাকৃতি সুন্দর বাড়ীগুলি দেখিলে বোধ হয় কে যেন হাত দিয়া উপরিভাগে লেপ দিয়া দিয়াছে। গাছের ভিতরে পিপীলিকারা যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহাতে ইহাদের তত দক্ষতা প্রকাশ হয় না।

এইবার পিপীলিকাদের আহারের বিষয় কিছু বলিব। মানুষের মধ্যে যেমন আহার বিষয়ে তিন রকম লোক দেখিতে পাওয়া যায়, পিপীলিকাদিগের ভিতরও ঠিক্ ঐরূপ। এক শ্রেণীর পিপীলিকা শুদ্ধ মাংসভোজী, এক শ্রেণী শুদ্ধ নিরামিষভোজী ও অপর শ্রেণীর পিপীলিকারা উভভোজী অর্থাৎ তাহারা আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই ভক্ষণ করিয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর পিপীলিকাই অধিক। পিপীলিকারা সর্ব্বাপেক্ষা চিনিতে অধিক ভক্ত। এই জন্য যে যে বস্তুতে চিনির অংশ আছে, তৎসমুদয়ই ইহাদের খাদ্য হইয়া থাকে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে, যেখানে চিনির একটু নাম গন্ধ আছে, ইহারা দলে দলে সেইখানে গিয়া জড় হয়। ইহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ঘ্রাণশক্তি কত অধিক, তাহা নিম্নস্থ গল্পটী পাঠ করিলে বিলক্ষণ বুঝা যাইবে। এক জন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা করিবার জন্য খানিক চিনি কাপড় বাঁধিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন. রাখিবার সময় ঘরে একটীও পিপীলিকা ছিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রভুরা টেবিলের উপর দর্শন দিলেন। ক্রমে ক্রমে চিনির পুটুলীটী পিপীলিকায় ঢাকিয়া গেল। তাহার পর সাহেব পুটুলী হইতে পিপীলিকা গুলি ছাড়াইয়া লইয়া পুটলীটী টেবিলের তিন হাত উপরে ঝুলাইয়া রাখিলেন। পিপীলিকারা তথনও নিরস্ত নহে। প্রথমে তাহারা মনে করিল যে অল্প উর্দ্ধেই তাহাদের খাদ্যটী রক্ষিত হইয়াছে। অনেক ষড়যন্ত্রের পর সকলে শৃগালেরা যেরূপ কাঁঠাল

পাড়িয়া থাকে; সেই রূপে ক্রমে ক্রমে উপরি উপরি চড়িতে লাগিল, ইচ্ছা এই রূপে খাদ্য জিনিষ হাতে পাইবে। পাঠিকারা অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন, যে বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে আশা করা পিপীলিকার উচিত হয় নাই। এরূপে কার্য্য সমাধা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ৫।৬ অঙ্গুলী উচ্চ হইলেই পিপীলিকাস্তূপ ভাঙ্গিয়া পড়ে। সাহেব এই পর্য্যন্ত দেখিয়া এক ঘণ্টার জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। একঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, টেবিলের উপরে একটী ও পিপীলিকা নাই। পাঠিকারা বলুন দেখি, তাহারা কোথায়? তাহারা বামন হইয়া চাঁদ ধরিয়াছে—তাহারা দেওয়াল ও কড়ি বাহিয়া চিনির পুটুলীতে গমন করিয়াছে। মানুষে যে সমুদয় জিনিষ খায়, উভভোজী পিপীলিকারা প্রায় সেই সমুদয় জিনিষ খাইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা অম্লের তত ভক্ত নহে। এইবারেই পাঠিকারা আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, পিপীলিকাদিগের উপর ততোধিক চটিয়াছেন—হয়ত ভাবিতেছেন কি, এত বড় স্পর্দ্ধা যে অম্লের নাম শুনিলে আমাদের জিহ্বা জলে পূর্ণ হয়, পিপীলিকারা কি না তাহা ভাল বাসে না। সে যাহাহউক অম্ল পর্য্যন্ত দিয়া অদ্যকার মত প্রস্তাব শেষ করা গেল।

কৃষক বালা।

(২২৫ সংখ্যা ১৮০ পৃষ্ঠার পর)

অনল ও কৃপাণ।

বিহায়স* কোণে ডুবিল তপন,
কনকের থালা সাগরে যেমন;
মেদিনী উরসে,†
জোনাকী ঝলসে,
তারার মেখলা‡ পরিল গগন। ১

কৃষক নগরে উৎসব অপার,
ঘরে ঘরে আলো কুটীরে সবার;
কারু মুখে হাসি;
কেহ ফুঁকে বাঁশী,
কেহ বা সংগীতে খেলিছে সাঁতার।২

এসময়ে চারু কতই ভাবিছে,
কতই হৃদয়ে ভাঙিছে গড়িছে;
কভু গড়ে আশা,
কভু ভাঙ্গে বাসা,
নিরাশা সলিলে কভু বা ডুবিছে। ৩

কালি হতে চারু কুমারী সে নয়,
কালি জীবনের নব অভিনয়;
কালি নব ভূষা,
পরিবেন ঊষা,
নব দিনমণি হইবে উদয়। ৪

* পশ্চিম দিক। † বক্ষে। ‡ চন্দ্রহার।

সোদর অধিক যোগীশ তাহার,
তারি সনে কালি বিবাহ বালার ;
আগেকার ভাব,
হবে তিরোভাব,
নব ভাব হৃদে খেলিছে যাঁহার। ৫

যোগ দাদা বই জানিত না যায়,
কেমনে বরণ করিবে তাহায় ?
বরমালা গলে,
দিবে সে কি বলে,
হানি বাজ অহো ! লাজের মাথায় ? ৬

ভাবিয়া কুমারী মুদিল যেমন,
শতদলনিভ যুগল নয়ন,
ঘুমের আবেশে,
এলায়িত কেশে,
নারী রূপ এক করিলা লোকন। ৭

এয়তি লক্ষণ শরীরে উহার,
সিঁদূরের কৌটা শাঁখা শাড়ী আর ;
আসি যেন পাশে,
মৃদু মধু ভাষে,
কহিলা ভারতী অমৃতের ধার। ৮

"মা বলিয়া কোলে আয় যাদুমণি,
আমি অভাগিনী তোররে জননী ;
না হেরিয়া তোরে,
সদা আঁখি ঝোরে,
নয়নের তারা তুইরে বাছনি। ৯

দুধের শিশুটী আছিলি যখন,
পাষাণীর মত তেজিনু তখন ;
হেরি আজ তোরে,
বিপদের ঘোরে,
আসিয়াছি এই কহিতে বচন। ১০

"কি ভাবিস মনে বাছারে আমার,
এ ছার ভাবনা কর পরিহার।
জেনো এই মনে,
সংসার কাননে,
শমন সোসর যোগীশ তোমার। ১১

সাবধান বাছা ! জীবনের দায়,
ভুলে কাল সাপে ছুঁওনা উহায় ;
করি হেয় বোধ,
মাতৃ উপরোধ,
দেবতার কোপ লইওনা মাথায়।" ১২

বলিয়া যেমন বিলীন ললনা,
জাগিলা কুমারী চকিত নয়না ;
শুনিলা অমনি,
অসি ঝন্‌ঝনি,
সৈনিকের নাদ, সমর বাজনা। ১৩

শিয়রে জনক ডাকেন সঘন,
"উঠো মা আমার কাঙালের ধন,
বিষম অরাতি,
পর্টুগীজ জাতি
মজাইল দেশ, কর পলায়ন। ১৪

উঠো চারুশীলা, যায় কুল মান,
জনমের মত করহ পয়ান ;
হা ধিক বণিক !
পিশাচ অধিক !
হা ধিক যবন ! নিরেট পাষাণ। ১৫

উঠো মা আমার পরাণ পুতলি,
থাকুক জীবন যাউক সকলি।"
বলিতে, বলিতে,
যুগল আঁখিতে,
সলিলের ধারা পড়িল উছলি। ১৬

শিহরিল চারু ; যেন সহসায়,
আকাশ ভাঙিয়া পড়িল মাথায় ;
সুধিলা বালিকা,
" কোথা ধবলিকা,
কহ পিতঃ, এবে যোগীশ কোথায় ?" ১৭

গরজিলা পিতা "কি চাহিস্ আর ;
বাঁচো যদি দেখো পথ আপনার ;
জানিনা যোগীশ,
গেছে কোন দিশ,
ধেনু ধবলিকা গোহালী মাঝার।১৮

কি চাহিস্ বাছা ! যায় জাতি মান !
ওই সেনাকুল ! ভীষণ কৃপাণ !
হা ধিক বণিক !
পিশাচ অধিক !
হা ধিক্ যবন নিরেট পাষাণ !" ১৯

হেথায় সমরে সাজিল বহুল,
কৃষক যুবক যম দূত তুল ;
যবন নিপাত
কিংবা দেহপাত,
ভাবি এই সার যুঝিল তুমুল। ২০

পর্টুগীজ সেনা সমরে করাল,
সাজোঁয়া শরীরে, করে অসি ঢাল ;
কৃষক সবার,
ভীম হাতিয়ার,
কুঠার, কোদালী, লাঙল, জোয়াল। ২১

গরজিয়া দোঁহা যুঝিলা ভীষণ,
খর করবালে,
লাঙলের ফালে,
উঠিল শবদ ঝনন্ ঝনন্ ।২২

বাধিল আহব* দেবের অতীত,
নদী কল কলে বহিল শোণিত ;
জয় পরাজয়,
চির কারু নয় ;
ক্ষণে কেহ জয়ী, ক্ষণেকে বিজিত।২৩

আকাশের শশী গড়ায়ে পড়িল,
শত শত তারা ভাতিল নিবিল ;
শত শত বীর,
তেজিল শরীর ;
কৃষক গরিমা অটল রহিল। ২৪

অবশেষে সেনা হতাশ হৃদয়,
তেয়াগিল অসি মানি পরাজয় ;
তা দেখি কৃষক,
লভিলা পুলক,
ঘোষিলা সঘনে ভারতের জয় ।২৫

জয় ভারতের, ধরমের জয়
জয় কৃষকের, দেবতার জয় !
সে নিনাদ শুনি,
মনে শুভ গণি,
দিলা হুলাহুলি কুলবতী চয়। ২৬

তবে কেবারোলা† চাহি চারিদিক্,
গরজিলা ঘোরে "হা ধিক সৈনিক !
ধিক বীরপণা,
কৃপাণ চালনা !
ধিক ও জীবন পশুর অধিক ।২৭

পর্টুগীজ নামে কালী মাখাইলি,
লাঙলের ভয়ে অসি তেয়াগিলি,

* যুদ্ধ। † পর্টুগিজ সেনাপতি।

কেশরী হইয়া,
আপনা ভুলিয়া,
শৃগাল সমরে পিঠ দেখাইলি। ২৮

হাসিল ভারত, জগৎ হাসিল!
হাসি ওই শশী ঢলিয়া পড়িল!
য়ুনানী গৌরব,
হলো পরাভব,
গিরি চূড়া যেন কুলিশে ভাঙিলো।২৯

চারি রণপোত ঝটিকার ভরে,
ডাইয়াস* সহ ডুবিল সাগরে;
তোরা কেন ছিলি,
কেন না ডুবিলি,
কেন না মরিলি জননী জঠরে? ৩০

কি ছার জীবন অরাতি বিজিত,
দেবতা, দানব, পশুর ঘৃণিত!
রণ তেজি অসি,
মাখালি যে মসী,
নিজ লোহে পুনঃ করহ ক্ষালিত।৩১

কি চাহিস ভীরু, কি ভাবিস আর,
লহ পুনঃ ঢাল, খোল তরবার!
অনল শিখায়,
কররে সহায়,
কৃষক নগর হোক ছার খার। ৩২

শিশু কি রমণী না করো বিচার,
না করিহ ভেদ পশুপাখী আর;
কুটীর বা গোলা,
গোধূম কি ছোলা,
হুতাশনে দেও আহুতি সবার।” ৩৩

একে সেনাকুল হৃদয় কঠোর,
তাহে সেনানীর অনুমতি ঘোর;
স-অনল অসি,
ঘরে ঘরে পশি,
পৈশাচ আমোদে হইলা বিভোর।৩৪

ছেদনীর মুখে ওষধি যেমন,
ঝড় মুখে যথা কদলি-কানন;
পড়িল তেমনি,
কত যে রমণী,
কতই বা শিশু কে করে গণন? ৩৫

কৃষকের বল টুটিল এবার,
যেথায় সেথায় ঘোর হাহাকার;
গোহাল বাগান,
ভীষণ মশান!
কুটীর হইল কসাই আগার। ৩৬

আকাশ পাতাল করিয়া গরাস,
লক লক শিখা ছুটল হুতাশ *;
নাদে সেনাদল,
ক্ষিতি টল মল;
দিবি† নাগ লোকে লাগিল তরাস।৩৭

গোহাল, বাগান, ক্ষেত, বাড়ী ঘর,
সকলি আগুন চিতার সোসর;
দেখিতে দেখিতে,
অনল অসিতে,
সাহারার মরু কৃষক নগর। ৩৮

* পর্টুগিজ পোতাধ্যক্ষ।

* অগ্নি। † স্বর্গ।

নিশীথ চিন্তা।

আশা।

পার্থিব জীবনের একটী ভাব বড়ই মধুর, আর বড়ই প্রীতিকর। কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বলবান, কি দুর্ব্বল, কি ধার্ম্মিক, কি পাপিষ্ঠ সকল অবস্থার সকল লোকের নিকটই উহা অতীব মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ—জীব সাধারণের শান্তি ও সুখভোগের এমন আর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। যদি পৃথিবীতে ক্ষণকাল তরেও উহার অভাব উপস্থিত হয়, তাহাহইলে চতুর্দ্দিকে প্রাণী মাত্রেরই অন্তরের অভ্যন্তর দেশ হইতে এমনি এক অভিনব আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয় যে তাহাতে সর্ব্বংসহা বসুন্ধরাও অস্থির হইয়া থরহরি কম্পিত হইতে থাকে।

পার্থিব জীবনের এই অবলম্বনের নাম আশা। যে স্থানে আশা নাই, সে স্থান গরলপূর্ণ, সে স্থান নরক নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। মহাকবি মিল্টন নরকের ভীষণত্ব বর্ণনস্থলে সয়তানের মুখ হইতে বড়ই সুন্দর একটি কথা বাহির করিয়াছেন। সয়তান ও তদীয় অনুবর্ত্তিগণ হস্তপদবদ্ধ হইয়া নরকগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল, চতুর্দ্দিক হইতে অগ্নিরাশি হুহু করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল, সকলেই যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। অননুভূতপূর্ব্ব এই দৃশ্য সুদৃঢ়মনা সয়তানের লৌহ-হৃদয়কেও চঞ্চল করিল, বিলাপ-ধ্বনি আপনা আপনি তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া নরকের ভীষণত্ব আরও বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। সেই বিলাপের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া বড়ই গম্ভীর আর বড়ই বিষণ্ণ অন্তরে সয়তান অনুভব করিল "Hope never comes. that comes to all" যে আশা সকলেরই সমীপস্থ হয়, এখানে কখনও তাহার সমাগম নাই। এই একটী কথায় তাহার মানসিক অবসাদের কতদূর পরিচয় দিয়াছে, একট চিন্তা করিয়া দেখিলেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বস্তুতঃ আশা জীবনের প্রধান অবলম্বন। ভূশায়িনী কৃষকবালা হইতে স্বর্ণ-পর্য্যঙ্ক-বিহারিণী রাজরাজেশ্বরী পর্য্যন্ত এই দেবীর শ্রীচরণে ভক্তি অঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। রোগীর আশা রোগমুক্ত হইবে, শোকীর আশা শোক প্রশমিত হইবে, প্রণয়ীর আশা একদিন প্রণয় বৃক্ষে সুফল ফলিবে, আর পৃথিবী[illegible] যিনি অনবরত অবিচ্ছিন্ন দুঃখভোগ[illegible]া আসিতেছেন, যাহার ভবি[illegible] তমসাবৃত, তাহারও আ[illegible]

একদিন তাহার সমস্ত দুঃখ অবসান করিয়া দিবে। এইরূপ দেখিতে পাই জীবনেও আশা, মৃত্যুতেও আশা, অশনে শয়নে আলাপে বিলাপে সর্ব্বকার্য্যেই আশা—ভূলোক আশাময়।

আশার সহিত পাপপুণ্যেরও বিলক্ষণ সংশ্রব রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। আশা পাপেরও সহচরী, পুণ্যেরও সহচরী। তস্কর চৌর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আশা—কিছু অর্থ লাভ হইবে; কিন্তু যেখানে পাপ, সেখানেই ভীতি; সুতরাং এই প্রকার আশার সহিত বিপদ এবং দুঃখেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষিত হয়। আশা পুণ্য কার্য্যের প্রধান সহায়। ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ ঈশ্বরের কৃপায় নির্ভর করিয়া সমস্ত স্বার্থে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহারই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন, আশা—তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিবেন, পরকাল সুখের হইবে। ঘোর পাতকী পাপপঙ্কে ডুবিয়া পাপানলে দগ্ধ হইতেছিল, বিবেকের বিকট ভ্রূভঙ্গি ও দংশন তাহাকে অস্থির করিতেছিল, সহসা তাহার কি মনে জাগিল, সে সমস্ত প্রলোভনে পদাঘাত করিয়া করযোড়ে সজল নয়নে আকাশ পানে চাহিল, আর মনে ভাবিল "ঈশ্বর দয়ার সাগর, আমাকে দয়া করিবেন" এই আশা তাহাকে কুপথ হইতে সুপথে লইয়া গেল, এই আশাতেই পাপ পুণ্যের নিকট পরাজিত হইল। যদি পাপীর হৃদয়ে ঐ আশা না থাকিত, তাহাহইলে কখনও সে পাপের প্রলোভন এড়াইতে পারিত না।

আশার সহিত সময়ের চিরশত্রুতা। আশার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ থাকিয়াই জীবন অতিবাহিত হয়—সময় কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, আশামুগ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়জনে তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন? বালক আশা করে—বড় হইব, লেখাপড়া শিখিব, ধনোপার্জ্জন করিব, কিন্তু যখন বড় হয়, শিক্ষা কার্য্য সমাধা হয়, ধনোপার্জ্জন করে, মোট কথা—ছেলে বেলা যাহা কিছু আশা করিয়া থাকে, যখন সমস্তই পূর্ণ হয়, তখনও কি সে "আশা পূর্ণ হইল" মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? কখনই নয়। তাহার পুনরায় আশা হয় আরও ধন উপার্জ্জন করিব, আরও লোকের নিকট মান্য, গণ্য, পূজনীয় হইব; এইরূপ আশা করিতে করিতেই জীবন অতিবাহিত হয়। যত দিন না জীবন দীপিকা নির্ব্বাপিত হয়, ততদিন আশা বায়ু তাহার সঙ্গ ছাড়া হয় না। এই আশার মোহিনী শক্তিতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি, সকলেই আশা করি, "উন্নতি হইবে, সুখ হইবে" কিন্তু হায়! দিন যায়, বৎসর যায়, দেখিতে দেখিতে আয়ুকাল যায়, আশায় আশায় সমস্তই যায়, অথচ ভাবিতেছি না কি করিতে আসিয়াছিলাম, কি করিলাম, আর কোথায় যাইব, কি হইবে? না জানি এমন দিন কবে আসিবে যে দিন সকলেই

নিজ নিজ অন্তরের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়া ঐ কথা এক এক বার চিন্তা করিতে থাকিবে—যে দিন সকলেই চক্ষু উন্মীলন করিয়া জীবনের প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইবে এবং স্বর্গীয় ধর্ম্মোপদেষ্টার সহিত সমস্বরে বলিবেঃ—

দিন যামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

উপন্যাস।

কুললক্ষ্মী।*

(১৬৫ সংখ্যা ৬ পৃষ্ঠার পর)

বিনোদ বাড়ী হইতে পলাইয়া বিবাহ দায়ে নিষ্কৃতি পাইয়া একেবারে কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হয়। এবার তাহার বি, এ, পরীক্ষার বৎসর, অন্য ভাবনার সময় নাই, দিবানিশি পাঠের প্রয়োজন। কিন্তু হায়! দুর্ভাগা বিনোদের

* অনেক দিন হইল "কুললক্ষ্মী" উপন্যাস বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইতেছিল, ইহা আমাদিগের কোন মাননীয়া ভগিনীর লেখা। তিনি অনবকাশ বশতঃ এত দিন আর কিছুই লিখিতে পারেন নাই, যাহাহউক এক্ষণে সত্বর উপন্যাসটী সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত ভাগ অনেক পাঠিকার স্মরণ না থাকিবার সম্ভাবনা, এজন্য তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে দিতে হইতেছেঃ—কুললক্ষ্মীর অপর নাম সরলা। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালার সাহবাজ নগর নিবাসী সর্ব্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। এই ব্রাহ্মণটীর বয়স প্রায় ৫৯ বৎসর, ৩২ টি বিবাহ হইয়াছে, পত্নীগণ প্রায় সকলেই পিত্রালয়ে বাস করেন, কেবল একটী দুষ্টা ভার্য্যা তাঁহার ঘর করিয়া থাকেন। গঙ্গোপাধ্যায় কুললক্ষ্মীর মাতাকে বিবিমতে যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে কুলকে চুরি করিয়া আনিয়া এই ভার্য্যার নিকট রাখেন। তাঁহার আশা ছিল কুল দ্বারা কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কিছু অর্থ লাভ করিবেন। হেমপ্রভা নামে ঐ রমণীর গর্ভজাত দ্বিতীয় কন্যাকেও তাঁহার অতি শোচনীয় অবস্থায় হরণ করিয়া প্রতিবাসী গদাধর চক্রবর্ত্তীকে ২০০ টাকায় বিক্রয় করেন। গদাধর আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া তাহাকে আপনার গৃহে রাখেন। বিমাতার নিকট কুললক্ষ্মীর তাড়না গঞ্জনা ও দুঃখ কষ্টের শেষ ছিল না। বিনোদ নামক এক যুবক শৈশবকাল হইতে তাহাকে ভাল বাসিত, তাহার প্রতিও তাহার প্রণয় সঞ্চারিত হয়, সুতরাং সে অন্য বিবাহে সম্মত হয় না। ইহাতেই গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রীর দারুণ কোপ। কুলকে কিছুদিন অনশনে গৃহরুদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহাতেও তাহার ভাবান্তর না দেখিয়া বিমাতা পাড়ার এক গুণনী স্ত্রীলোক দ্বারা তাহাকে এক তীব্র ঔষধ খাওয়ান। ইহার ফল পরে বর্ণনীয়। বিনোদের অভিভাবকেরাও তাঁহার অন্য বিবাহের সম্বন্ধ করেন; কিন্তু তিনি তাহা কাটাইয়া দিবার জন্য কলিকাতা প্রস্থান করেন।

ভাবনার সীমা নাই। প্রথম ভাবনা পাঠের এবং অন্যান্য ব্যয় কিসে নির্ব্বাহ হয়। বিনোদ বিবাহ না করাতে পিতা মহাশয় রাগত হইয়া খরচ বন্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাবনার বিষয় সেই কৌলীন্য-পীড়িতা সরলা বালিকা। পাঠিকা কুললক্ষ্মী বিনোদের দ্বিতীয় ভাবনার বিষয়, একথায় তুমি কি রাগ করিবে? এটি আমার বলিবার ভুল, ভরসা করি মার্জ্জনা করিতে পার। কিন্তু বিনোদ বেচারা নির্দ্দোষী, সে তাহার সেই সরলাকে মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। যে মাতৃক্রোড়-অপহৃতা বালিকাকে বিনোদ ছোট বেলা কত কোলে করিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া দিয়াছে, কত ক্ষুধা কত খাস্তা কুড়াইয়া কত পুতুলের ঘর বানাইয়া যাহাকে খেলা দিয়াছে, কৈশোরে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য ছুটীর সময় নিজ হাতে কত পাতের তাড়ি কাটিয়া আনিয়াছে, তজ্জন্য পিতা মাতা কর্ত্তৃক কত প্রকারে তিরস্কৃত ও প্রহারিত হইয়াছে, প্রাণসম আদরের সেই সরলাকে কি বিনোদ ভুলিয়া যাইবে? হতভাগিনী কুল যাহার আশায় জীবন ধারণ করিতেছে, যাহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সেই কারাগার সদৃশ পিতৃগৃহ বাসের ক্লেশও সহ্য করিতেছে, সেই বিনোদ যদি সেই অভাগিনীকে ভুলিয়া যায়, তবে শুদ্ধ বিনোদকে কেন, সমস্ত পুরুষ জাতিকে ধিক্।

বিনোদ কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বদা ভাল ভাল লোকের নিকট যাওয়া আসা করিতেছে, কাহার সাহায্যে কিরূপে কুলকে কলিকাতায় আনিবে তাহাই বিনোদের প্রধান চিন্তা। অন্য দিকে অন্য চিন্তাও সহজ নয়। যে কয়টী টাকা স্কলারসিপ পান, তাহাতেই অনেক কষ্টে ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। পাঠের খরচ চালাইয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা থাকে, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে খাওয়া পরার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। অনেকেই বিনোদকে পরামর্শ দেন যে পড়া ছাড়িয়া চাকরী কর। কিন্তু বিনোদের কোন মতেই সেটী মনঃপূত হইয়া উঠে না। বিনোদ খুব নিশ্চয় জানে যে দুরন্তস্বভাব সর্ব্বেশ্বর কুলকে বিবাহ দিতে পীড়ন করিতেছে, বিনোদ নিজেও বিবাহের জন্য নিপীড়িত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি পুরুষ, স্বচ্ছন্দেই পলাইয়া পার পাইয়াছেন, পরাধীনা বালিকার বিবাহ দায়ে নিষ্কৃতি পাইবার মৃত্যু ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে? বিনোদ জানে যে কুল প্রাণ দিবে, তথাপি বিবাহে সম্মতি দিবে না, সুতরাং কবে সেই কুসুমকোমলা সরলা এই সংসার ছাড়িয়া বিনোদের সকল সুখ সকল আশা অতল জলে ডুবাইয়া প্রস্থান করিবে নিশ্চয় নাই। এই ভাবনায় বিনোদের দেহে আর প্রাণ ছিল না, তিনি প্রাণশূন্য দেহে কলের পুতুলের ন্যায় স্কুলে আসেন যান।

বিনোদ কলিকাতায় আসা অবধি কুলের পত্র পান না, নিজে যে পত্র

লিখিয়াছেন তাহারও উত্তর পান নাই। তাঁহার যাতনা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারেই কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন না। তাহার সমপাঠী বন্ধুবর্গের মধ্যে একটী বন্ধু বিক্রমপুর মধ্যপাড়া নিবাসী হরদেব রায়ের পুত্র। তিনি অতি উন্নত চরিত্রের যুবক। বিনোদের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিল, তিনি বিনোদকে বলিলেন দেখ ভাই তোমার ক্লেশ আর দেখিতে পারি না। আমি কাল আমার মাতার নিকট তোমার সরলার কথা বলিয়াছিলাম, তিনি তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে তুমি যদি সরলাকে কোন রূপে আনিতে পার, তবে তিনি আপনার নিকট তাহাকে নিজ কন্যার মত রাখিবেন। তুমি জান আমি মায়ের এক মাত্র সন্তান, আমার বোন নাই, তাই মা সরলার কথা শুনিয়া বড় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মা বলিয়াছেন যে তিনি আনিবার খরচ দিবেন, তুমি কেবল আনিয়া দিবে

সাক্ষাৎ দেবতা উপস্থিত হইয়া বর প্রদান করিলে বিনোদ যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, ললিতের মুখে একথা শুনিয়া তিনি তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলেন। বিনোদের মনে যে আনন্দের লহরী খেলিতে লাগিল, বিনোদের ক্ষুদ্র হৃদয় তাহা ধারণ করিতে অশক্ত। কৃতজ্ঞতা-সূচক একটী বাক্যও বিনোদ মুখে আনিতে পারিল না, কেবল দুটী চক্ষুর জলে তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। ললিত বলিল ভাই কেমন করিয়া এখন সেই বালিকাকে ভীষণ-স্বভাব পিতার হাত হইতে মুক্ত করিতে পারি, এস ভালরূপে পরামর্শ করি, এখন আর কাল বিলম্বের সময় নাই।

বিনোদ, "ভাই ললিত!" তুমি আজ আমার মৃত দেহে জীবন দান করিলে, এই সংসারে তোমাকেই যথার্থ বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম, এই জীবন মরুভূমিতে কেহ এক বিন্দু বারি দান করে নাই, তুমি একবারে শীতল বারি ঢালিয়া দিলে। ভাই আমি কি বলিব? তোমার মাতাই প্রকৃত রমণীরত্ন; একটী অপরিচিতা দুঃখিনীর জীবন রক্ষণে যিনি কৃত-সঙ্কল্পা হইয়াছেন, সেই স্বর্গীয়া দেবীকে আমি মানব ভাষায় কি ধন্যবাদ প্রদান করিব? ভাই, তোমরা যদি আমার সহায় হইলে, তবে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি আর কিছু ভয় করি না, যেরূপে হউক সর্ব্বেশ্বর তাহাকে যেখানেই রাখিয়া থাকুক, যদি সরলা প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, (বিনোদের চক্ষে আবার জল আসিল) তবে তাহাকে কলিকাতায় নিশ্চয় আনিব।"

ললিত ও বিনোদ অনেকক্ষণ এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া যে যাহার ভবনে প্রস্থান করিল। এ দিকে হরদেব বাবুর গৃহিণী পুত্রের নিকট সরলার অবস্থা শুনিয়া

অবধি সর্ব্বদা ভারী উৎকন্ঠিতা আছেন—কি রূপে স্বামীর নিকট একথা উপস্থিত করিবেন, এ বিষয়ে স্বামীর মত হয় কি না, তাহা প্রধান ভাবনার বিষয়। আজ শনিবার হরদেব বাবু আফিস হইতে একটু সকাল ২ বাসায় ফিরিয়াছেন। গৃহিণী ২।৪ দণ্ড পূর্ব্ব হইতে কর্ত্তার জলযোগের আয়োজন করিয়া বসিয়া পৈতার সুতা কাটিতেছেন। নব্যা পাঠিকা হাসিবেন না, হরদেব বাবুর গিন্নি কার্পেট বুনিতেও জানেন, কিন্তু পতি পুত্রের জন্য যজ্ঞোপবীত তিনি নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সুতরাং মাঝে মাঝে তাঁহাকে সুতা কাটিতে হয়। হরদেব বাবুর বয়স একটু অধিক হইয়াছে, ষাটের কাছাকাছি, সুতরাং মিষ্ট সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টিটুকু কিঞ্চিৎ অধিক। সত্বর হাতেমুখে জল দিয়াই ক্ষুধার্ত্ত-জনোচিত ব্যগ্রতাসহ গৃহিণী-প্রদত্ত মণ্ডা সন্দেশাদির স্বাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহিণী পাত্রের নিকট ব্যজন হস্তে শোভমানা হইলেন। মাছি বেটার সাধ্য নাই, এক কণিকা অপহরণ করে। গৃহিণী অনক্ষরা প্রাচীনা গোছের স্ত্রীলোক, কিন্তু স্বামীর প্রতি অসীম প্রণয়শালিনী, একমাত্র সন্তান ললিতের প্রতি একান্ত স্নেহবতী, সাংসারিক কার্য্যে সুদক্ষা এবং সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াবতী; তাহাতেই সরলার দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—সরলা মাতৃহীনা, পিতৃস্নেহবঞ্চিতা, সমাজ-তিরস্কৃতা একথা শুনিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে। হরদেব বাবু হাইকোর্টের মোক্তার, বয়স থাকিতে প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, বাড়ীতে চকবান্দা অট্টালিকা শ্রেণী; প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, তীরে শিব মন্দির ও বিপন্ন পথিক জনের জীবন স্বরূপ অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছেন, ১২ মাসের ১২ ক্রিয়া খুব সমারোহে না হউক, দস্তুর মত সম্পন্ন হইয়া থাকে; মাসী পিসী মামী ইত্যাদি নিরাশ্রয় কুটুম্বিনী গণ বাটীতেই বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে হয় না। গৃহিণীর অনেক সন্তান মরিয়া ললিত। সেই একটী মাত্র হৃদয়রত্নটীকে বিদেশে রাখিয়া গৃহিণীর কোন মতেই বাটীতে মন টিকে না, বিশেষতঃ বৃদ্ধ স্বামীর সেবা শুশ্রূষা না করিয়া বাড়ীতে বসিয়া অন্ন ধ্বংস করা গৃহিণীর বড় মনঃপূত হইয়া উঠে না, তাই তিনি স্বামিপুত্র লইয়া কলিকাতাতেই থাকেন। তাঁহাদের বাসাটী ভবানীপুরে। তিনি সেকেলে মেয়েদের মত গৃহকার্য্যে যত্নবতী বলিয়া কতক গুলি দাসী চাকর রাঁধুনী রাখিতে হয় নাই; বাবুর একটী মাত্র চাকর আছে, সে বাবুর জল গামছা তামাকু যোগায়, বাজার করে, বাসায় পাহারা দেয়। একটী বৃদ্ধা দাসী আছে, সে কেবল কথার দোসর, হরদেব বাবুকে সে ছোট দেখিয়াছে, সুতরাং সে গৃহিণীর সাক্ষাৎ শাশুড়ী স্বরূপ, তাহাকে

গৃহিণী প্রাণান্তে কোন কাজের ফরমাইস করেন না। তিনি দুই বেলা পরিপাটী-রূপে দ্রৌপদীর মত অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করেন, স্বামী পুত্রের বৈকালিক জল খাবার জিনিষ স্বহস্তে প্রস্তুত করেন; ক্ষুদ্র বাসাখানি গৃহিণীর পরিচ্ছন্নতা গুণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, একটু সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। গৃহ-প্রাঙ্গণে নানাপ্রকার ফুলগাছে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, আলবালে গিন্নির সেবাপুষ্ট তুলসী বৃক্ষটী মঞ্জরীতে শোভিত হইয়া একটী সুন্দর মৃদু সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। কর্ত্তা গিন্নি প্রত্যহ পুষ্প চয়ন করিয়া সকাল বেলা আপন অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কর্ত্তা গিন্নি খাঁটি হিন্দু—হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহাদের স্থির আস্থা। গিন্নি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী। অনেক গুলি সন্তান মরিয়া যাওয়াতে তিনি সর্ব্বদা মলিন মুখে থাকিতেন, যেন একটী শান্তির প্রতিমা। কর্ত্তায় গিন্নিতে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়ের অভাব ছিল না, উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র ললিতও সুপুত্র। স্কুলে তিনি সর্ব্বপ্রধান ছাত্র, তিনি বি এ পড়েন, প্রত্যেক পরীক্ষায় স্কলারসিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন; দেখিতে অতি সুপুরুষ, পিতা মাতার ন্যায় নিতান্ত উদারমনা ও পরোপকারী। তিনি আপন বন্ধু দিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার দয়াতে বিনোদকে উপবাসে থাকিতে হয়না, প্রায়ই ললিত বিনোদকে নিমন্ত্রণ ছলে আপন বাসায় আনিয়া আহার করান। গৃহিণীর ঘর কন্নার কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠিকা! ভরসা করি এই শান্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র পরিবারটীর বৃত্তান্ত শুনিয়া বিরক্ত হন নাই।

গৃহিণী কর্ত্তার নিকট কুললক্ষ্মীর বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন, বলিতে বলিতে গৃহিণীর কোমল চক্ষে মাঝে মাঝে জল আসিতে লাগিল। কর্ত্তাও অত্যন্ত দয়ালু, বিশেষ গিন্নিকে তিনি বড় ভাল বাসেন, গিন্নির চোকে জল দেখিয়া কর্ত্তা গলিয়া গেলেন, তিনি গিন্নিকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলেন, কুলকে আনিবার ব্যয় সমস্ত দিতে স্বীকৃত হইলেন—এমন কি আপনার একমাত্র নয়নের মণি ললিতকেও আনিবার জন্য বিনোদের সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিলেন।

কর্ত্তা বিনোদকে অনেক দিন হইতেই আপনার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, স্নেহ করিবার একটী বিশেষ কারণও আছে, কিন্তু সেটী কেবল কর্ত্তা আর গৃহিণী জানেন, বিনোদ কিছুই জানে না। হরদেব বাবুর একটী ভগিনী ছিল, সে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে পতিহীনা হয়, কিন্তু তাহার সেই বালিকা বয়সেই একটী পুত্র হইয়াছিল। হরদেব ভগিনী ও ভাগিনেয়কে আপনার নিকটে রাখিয়াছিলেন—তাহারও নাম বিনোদ রাখা হয়। সেই ছেলেটী ১৫ দশ বর্ষে বসন্ত রোগে প্রাণ ত্যাগ করে, পতিহীনা

অনাথিনী একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে হৃদয়ে এরূপ দারুণ আঘাত পাইল যে এক বৎসরের মধ্যেই পুত্রের পথাবলম্বিনী হইল। এই ঘটনাটীতে হরদেব | বড় ব্যথিত হন। তাঁহার আপনার সন্তান অনেক মরিয়াছে বটে, কিন্তু সে কেবল শিশু অবস্থাতে; হরদেব তাহাদের একটীকেও দেখেন নাই, সকলেই বাড়ীতে হইয়াছে ৫।৭ দিন মধ্যেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ভাগিনেয়ের শোক তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ বিদ্ধ ছিল। বহুদিনের পর বিনোদকে দেখিয়া তাঁহার সেই শোক পুনরুদ্দীপ্ত হয়, বিনোদের চেহারাও অধিকাংশ সেই ছেলেটীর অনুরূপ ছিল, এই কারণে হরদেব ও হরদেবের স্ত্রী বিনোদকে অতি ভাল বাসিতেন।

হরদেব বাবু বিনোদ ও ললিতকে নিকটে ডাকাইয়া অনেক বিষয়ে পরামর্শ ঠিক করিলেন, তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রথম হরদেব বাবুর বাড়ীতে উভয়ে যাইয়া সেখান হইতে সমুদয় তত্ত্ব লইয়া কুলকে আনিবার পরামর্শ হইল এবং ললিত ও বিনোদ সন্তুষ্ট মনে এই শুভ কার্য্যে গমন জন্য শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। স্কুলে বিদায় লওয়া হইল, হরদেব বাবু পঞ্জিকা খুলিয়া শুভ দিন ধার্য্য করিয়া প্রাণের অধিক পুত্রকে একটী অসমসাহসিক বিপজ্জনক কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। হরদেব বাবুর স্ত্রী ললিতকে বিদায় দিতে চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারিলেন না, পুত্রকে বারংবার বলিয়া দিলেন যে কুলকে আনিবার জন্য বিশ্বস্ত অন্যলোক বাড়ী হইতে পাঠাইবে, তুমি নিজে কখনও যাইও না—কি জানি সর্ব্বেশ্বর যে দুষ্ট, বিশেষ অপহরণ করিয়া আনা, পাছে প্রমাদ ঘটে। ললিত মাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বিনোদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন, গিন্নি একমনে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

যব দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত।

ভারত মহাসমুদ্রে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অনেক গুলি আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। অনেকে অনুমান করেন লঙ্কা দ্বীপের কিছু দক্ষিণ মরুদ্বীপ (Barren Island) হইতে সুদূর প্রশান্ত সাগর পর্য্যন্ত সমুদ্র গর্ভ মধ্যে এই মহান্ আগ্নেয় গিরি শ্রেণি বিস্তারিত আছে। ইহা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মেখলা স্বরূপ। বিশেষতঃ যব বা জাবা, সুমাত্রা, বালী এবং সণ্ডা প্রণালীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকলে আগ্নেয় গিরির প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। একা সণ্ডা প্রণালীতেই প্রায় অর্দ্ধশত আগ্নেয় গিরি আছে, ইহার কতকগুলি সমুদ্র গর্ভে মগ্ন ও কতকগুলি দ্বীপবক্ষে

বিরাজিত। গত কয়েক মাস হইতে এখানে কয়েকটি আগ্নেয় গিরি অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছিল. কিন্তু গত আগষ্ট মাসে উহা এরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল যে অগ্ন্যুৎপাতের ইতিহাসে এরূপ ভয়ানক ব্যাপার কথনই অঙ্কিত হয় নাই। একবারে ১৬টা আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ চারিভাগে বিভক্ত, জনাকীর্ণ অঞ্জার নগর (Anjir) একেবারে উৎসন্ন, একটী সমুচ্চ পর্ব্বত ও দুইটী দ্বীপ এককালে সমুদ্র গর্ভে নিখাত এবং একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বত সাতভাগে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যব ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহের সংবাদ অতীব শোচনীয়। অগ্ন্যুৎপাত ও তজ্জনিত সমুদ্রোচ্ছ্বাসে অনূন লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে—পশু পক্ষীর তো কথাই নাই। ধাতু নিঃস্রবে ও ভস্মবর্ষণে শস্য ক্ষেত্র ও উদ্যান সকল উৎসন্ন হইয়া মহা মন্বন্তর উপস্থিত করিয়াছে। সমুদ্র দেশও শত ক্রোশ ব্যাপিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ভাসমান ধাতু নিঃস্রব, সাতফিট পুরু দগ্ধ প্রস্তর খণ্ড (Pumice Stone), স্তূপাকার ভস্মরাশি, অঙ্গারীভূত দারুরাজি, পশু, পক্ষী মানব ও মৎস্যাদি নানাবিধ সামুদ্রিক জন্তুদিগের মৃতদেহ মহার্ণবের উপরিভাগে এরূপ নিবিড়ভাবে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, যে বাষ্পীয় তরী ও অর্ণবযান বহু কষ্টে যাতায়াত করিতে সমর্থ হয়। বিশেষতঃ সণ্ডা প্রণালীর অন্তর্গত মহার্ণবের অবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর। তাপমান যন্ত্রের পরীক্ষায় সমুদ্র জলের উত্তাপ ২০ ডিগ্রি বৃদ্ধি হইতে দৃষ্ট হয়, অগাধ জলরাশি ভীষণ কল্লোলে ফুটিতেছিল। উত্তাল, তরঙ্গমালা প্রচণ্ডবেগে বজ্রনির্ঘোষে উপকূলে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে করিতে সমস্ত ভূভাগ সমুদ্র গর্ভসাৎ করিতে লাগিল। আড়াই শত ক্রোশ দূরে মাদুরা (Madura) দ্বীপে পর্ব্বত প্রমাণ ফেন রাশি স্তূপে স্তূপে দোলায়মান হইতেছিল। সহস্র ক্রোশ দূরে মান্দ্রাজ ও লঙ্কায়ও সমুদ্রের বিকার দৃষ্ট হয়। জলরাশি সহসা স্ফীত হইয়া উপকূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, বন্দরে জাহাজ সকল নোঙ্গর চ্যুত হইয়া সমুদ্রে ছড়াইয়া পড়ে এবং কুমারী অন্তরীপে সহসা ক্রোশ পরিমিত সিন্ধুদেশ শুকাইয়া যায়। অতি দূরবর্ত্তী ভারতের পশ্চিম প্রান্তে করাচি বন্দরেও সমুদ্রের এরূপ অবস্থান্তর দৃষ্ট হইয়াছে। আরব ও আফ্রিকার উপকূলের সংবাদ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, বোধ হয় এই সকল স্থানেও এই সর্ব্বত্রাস ব্যাপার অননুভূত হয় নাই। আড়াই শত ক্রোশ দূরে সিঙ্গাপুরে এবং চারিশত ক্রোশ দূর পিনাংয়ে যে কেবল সমুদ্রের বিকার অনুভূত হয় এমন নয়, কিন্তু অগ্নি উদ্গীরণ ও ধাতু প্রস্তরের ভীষণ গর্জ্জনও শ্রুত হয়। সিঙ্গাপুরে সহসা এই হৃদয়ভেদী শব্দ শ্রবণ করিয়া সঙ্কটাপন্ন পোত বা অদূরে রণতরী হইতে অনবরত কামান ধ্বনি বোধে তথা

নির্ণয়ার্থে এক খানি জাহাজ প্রেরিত হয়। মালয়োপদ্বীপবাসী বিশেষতঃ সুমাত্রা দ্বীপবাসীদিগের ভীতির পরিসীমা ছিল না। বোর্ণিয়ো বাসীরা প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু মুখ অপেক্ষা করিয়াছে। জাবা এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার একান্ত অন্তর্ব্বর্ত্তীক্ষেত্র; সুতরাং অত্রত্য অধিবাসীদিগের ভীতি ও আশঙ্কার ইয়ত্তা নাই।

নিউইয়র্ক হইতে তারযোগে এবং "যব-বোধ" নামক যবদ্বীপের একখানি পত্রিকার সাহায্যে এতৎসংক্রান্ত যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে পাঠিকাবর্গের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

২৫ শে আগষ্ট (১৮৮০) শনিবার ক্রাকেতেও (Krakatao) দ্বীপস্থ আগ্নেয় গিরি অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করে। ধাতু নিঃস্রবের ভীষণ গর্জ্জন শূরপার্থ (Suraperta) ও ব্যাটেভিয়া নগরে গম্ভীর কামান ধ্বনির ন্যায় স্পষ্ট রূপে শ্রুত হয়। প্রথমে ভীতির কারণ অল্পই বোধ হইয়াছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মহা প্রলয় উপস্থিত। ক্রমে শিলাবর্ষণ আরম্ভ হয়, পরে রক্তবর্ণ উত্তপ্ত উপল পিণ্ড, জলন্ত অগ্নিশিখা সহকারে যুগপৎ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দিগন্ত ব্যাপিয়া ভস্মের সহিত আশার ধারে বর্ষণ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিই এরূপ বিষম উৎপাতে অতিবাহিত হয়। প্রভাতে দৃষ্ট হইল, সণ্ডাপ্রণালীর উপরিস্থ অঞ্জর নগরের যাতায়াতের পথ এককালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত সেতু গুলি ভগ্ন ও পথ সকল দুর্গম হইয়াছে। সণ্ডাপ্রণালীর জল ফুটিতেছিল, এবং উত্তাল তরঙ্গমালা আড়াই শত ক্রোশ ব্যাপিয়া ভীমনাদে পর্ব্বতপ্রমাণ ফেন রাশি উৎপন্ন করিতেছিল। ব্যাটেবিয়ার উপকূলস্থ লোকেরা হঠাৎ অবিরত বজ্রধ্বনি ও মধ্যে মধ্যে অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ নিনাদ শুনিয়া স্তব্ধ হইল। শব্দ পশ্চিম দিক হইতে আসিতেছে স্পষ্টই অনুভূত হয়। দুই প্রহর দুই টার সময় কারণ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া অঞ্জর নগরে বার্ত্তা প্রেরিত হইলে প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত কুসংবাদ আইসে। এখানে সর্ব্বস্থান এমন তমসাচ্ছন্ন যে, কেহ আপনার হস্ত চক্ষের নিকট করিলেও দেখিতে পায় না, ক্রাকেতেও সমস্ত ধূমাচ্ছন্ন। অঞ্জর নগরের এই শেষ তাড়িত বার্ত্তা। ৪টা ৪॥ টা সময় ভূগর্ভস্থ গম্ভীর শব্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মুহুর্মুহুঃ ভূ-কম্পন ও সহস্র বজ্রের একত্র সংঘর্ষণের ন্যায় মহাশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। প্রত্যেক শব্দ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চনাদী। এরূপ ভীষণ নিনাদ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শ্রুত হয় নাই। অগ্ন্যুৎপাতের মহাধূম ও ভস্মরাশি সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রবল ঝঞ্জাবাত্যা উৎপন্ন করে, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়, কিন্তু পর ক্ষণেই অগ্নিশিখা জ্বলন্ত প্রস্তর ও ধাতু নিস্রব প্রবল বেগে নির্গত হইলে বাত্যা সম্পূর্ণরূপে

তাড়িত হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর এমন প্রচণ্ডবেগে ভূমিকম্পন হইতে লাগিল যে ব্যাটেবিয়াস্থ যাবতীয় গৃহ থরহরি কাঁপিতে লাগিল। দ্বার ও গবাক্ষ সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে বিকট শব্দ উৎপন্ন করিল। লোক সকল প্রাণভয়ে শশব্যস্ত।

এই দিন (২৬ শে রবিবার) মধ্যাহ্নে যখন ভূগর্ভস্থ গভীর শব্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া আভ্যন্তরিক ঘোর বিপ্লবের পরিচয় দিতেছিল, তখন আগ্নেয় শ্রেষ্ঠ মহামেরু অগ্নি উদ্গীরণ আরম্ভ করিল, ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা গগনভেদ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে গুনং গুন্তর (Gunung Guntur) ও আর ১৪টী আগ্নেয়গিরি কবল বিস্তার করিল। এককালে ১৬টী আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সর্ব্বভুক বৈশ্বানর সৃষ্টি গ্রাসের জন্য বিশাল বদন ব্যাদান করিয়াছে। আর রক্ষা নাই, মহাপ্রলয় উপস্থিত। গোধূলির অব্যবহিত পূর্ব্বে এক খণ্ড বিশাল জ্যোতির্ম্ময় জলধর গুনং গুন্তর শিখরোপরি বিরাজ করিতেছিল এবং উহার আগ্নেয় গহ্বর হইতে প্রচণ্ড বেগে শুভ্রগন্ধকাক্ত কর্দ্দম ও ধাতু-নিস্রব নির্গত হইতে লাগিল। ভূরি ভূরি অগ্নি উদ্গীরণের সহিত ভয়ঙ্কর আগ্নেয় ধ্বনি হইতে লাগিল। জ্বলন্ত অঙ্গার, স্ফুলিঙ্গ যুক্ত ভস্মরাশি, বৃহৎ বৃহৎ উত্তপ্ত উপল পিণ্ড ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিধার বর্ষণ হইতে লাগিল, তৎসঙ্গে সমস্ত উৎসন্ন ও ভূমিসাৎ হইতেছিল। এই ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের সহানুভূতিরূপে সমুদ্রও উত্থান করে। আলম্বিত মেঘ-মণ্ডল বিদ্যুৎভারে এরূপ আক্রান্ত ছিল যে এক সময়ে সিন্ধুবক্ষে ১৫টার অধিকও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ যুগপৎ উত্থিত হইতে দৃষ্ট হয়। নিকটস্থ জন-পদ সকল একবারে উৎসন্ন হইয়াছে, ভূরি ভূরি ভূকম্পনে গৃহ সকল ভূমি-সাৎ হইতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রাণভয়ে সশঙ্কিত হইয়া অনাবৃত স্থানে সমবেত হইতে লাগিল এবং তাহাদিগের আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিল গৃহ হইতে বহির্গত হইবার অব-সর না পাইয়া শত শত লোক গৃহচাপে প্রোথিত হইয়া জীবিত লোকদিগেরও দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। গন্ধকাক্ত উত্তপ্ত কর্দ্দম বর্ষণে জ্বলন্ত অঙ্গার ও প্রস্তর শিলাঘাতে এবং অত্যুষ্ণ ধাতুনিস্রব বেগে অনেকেরই মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। সন্ধ্যাগমে ভূকম্পন ও অগ্ন্যুৎপাতের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি হয়, বোধ হইল বুঝি সমস্ত দ্বীপই সমুদ্র গর্ভসাৎ হয়। উত্তাল উর্ম্মিমালা ঘোর রোলে উপ-কূলে আঘাত করিতে লাগিল, পর্ব্বত প্রমাণ ফেনরাশি বেগে ছুটিতে লাগিল। কোথাও উপকূল অতিক্রম করিয়া বেগ-বতী বীচিরাজী দেশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভাসাইয়া চলিল, স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ দেহ সকল হঠাৎ উৎপন্ন হয়।

পৃথিবী যেন গ্রাম, পল্লী, নগর ও জনপদ সকল গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাত্রি দুই প্রহরের সময় মহাভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়। এমন ভীষণতম দৃশ্য ইতি পূর্ব্বে পৃথিবীর আর কোথাও কখন দৃষ্ট হইয়াছে কি না বলা যায় না। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গুনং গুন্তরের শিখরোপরি যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় মেঘ খণ্ড দৃষ্ট হইয়াছিল, তদপেক্ষা বিশালতর ও উজ্জলতর মেঘমালা সহসা উত্থিত হইয়া দেখিতে দেখিতে দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলস্থ কংদং গিরি শ্রেণীর উপরে বিস্তারিত হইয়া পড়িল, ক্রমে অধিকতর প্রসারিত হইয়া বিশাল গগণমণ্ডলে উজ্জল চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, গাঢ় রক্তিমাক্ত ধূসর রাগে বহুদূর অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। এই সময়ে অগ্ন্যুৎপাতের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। অগ্নিময় ধাতু নির্ঝর অনর্গল নির্গত হইতে থাকে এবং পর্ব্বতের চারিধারে প্রবাহিত হইয়া উপত্যকা সকল পূর্ণ করে। বেগবতী গতিমুখে যাহা কিছু পতিত হইয়াছে, সমস্তই উৎসন্ন হইয়াছে। রাত্রি ২টার সময় এই অপূর্ব্ব মেঘমণ্ডল হঠাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমে তিরোহিত হয়। পরদিন (সোমবার ২৬ শে) দিবালোকের অভ্যুদয়ে দৃষ্ট হয় যে পঞ্চাশৎ বর্গ মাইল পরিমিত সুবিস্তীর্ণ বিশাল ভূমিখণ্ড অমর সহস্র লোক সম্বলিত দুইটী জনপদের সহিত একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। সমস্ত কংদং নগশ্রেণী যাহা ৬০ মাইল ব্যাপিয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে উপকূলে শোভমান ছিল, এককালে দৃষ্টি পথ হইতে অপসারিত হইয়াছে। কোথায় যে কি ছিল, তাহার অণুমাত্র চিহ্ন নাই। ভারত মহাসমুদ্রের বিপুল জলরাশি তাহাদিগের স্থান পূর্ণ করিয়া গভীর কল্লোলে প্রবাহিত হইতেছে।

অদ্য প্রাতঃকালে (২৭শে) বাটেবিয়ার দৃশ্য অতীব ভয়াবহ। আকাশ নির্বাত ও মেঘাবৃত বায়ুমণ্ডল স্থির ও দুঃসহ—একটী মাত্র পাতা বা তৃণ নড়িতেছে না। প্রকৃতি যেন বিষম মহাপ্রলয়ের জন্য প্রস্তুত। বেলা ৯ টার সময় নভোমণ্ডল হঠাৎ নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ১১ টার সময় অন্ধকার এত বৃদ্ধি হয় যে, গৃহস্থিত দ্রব্য সমাগ্রী দীপ বা বাষ্পালোকের সাহায্য ভিন্ন আর দেখা যায় না। আগ্নেয় উৎপাতের ভীষণ ধ্বনি ও ভূগর্ভস্থ গভীর নিনাদের উত্তরোত্তর যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অন্ধকার যেন ততই বাড়িতে লাগিল। নিবিড় ভস্মরাশি দ্বারা সমস্ত সমাচ্ছন্ন, কেবল পশ্চিমাকাশ অপূর্ব্ব পীতবর্ণে অনুরঞ্জিত। এই সময়ে বেণ্টামের অন্তর্গত সিরং (Serung) হইতে সংবাদ আইসে যে, গত কল্য অপরাহ্ণে তিন টার সময় অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ গর্জ্জন ক্রাকাতেও হইতে স্পষ্ট শ্রুত হইয়াছে, অগ্নিশিখা সমস্ত রাত্রিই দৃষ্ট হইয়াছে, বিশেষতঃ রাত্রি ১১ টা হইতে আগ্নেয় ধ্বনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধ হইয়া অনবরত শ্রুত হইয়াছে, নিবিড় ভস্ম

সমস্ত সমাচ্ছন্ন, প্রভাতে সূর্য্যমণ্ডল দৃষ্ট হয় নাই, দিবস সন্ধ্যার ন্যায় (অপরাহ্ণ ৬৷০টা) বোধ হইতেছে। পুলোমার্কে (Pulo Mark) চৈন শিবির সমুদ্রসাৎ হইয়াছে, অবিশ্রান্ত শিলা বর্ষণ হইতেছে, ছত্রব্যতীত গৃহের বাহির যাওয়া বিপদ। অঞ্জর নগরের সন্নিহিত জনপদ সমুদ্রসাৎ হইয়াছে।" ব্যাটেবিয়ার হাট ঘাট দোকান পশার সমস্ত বন্ধ, কর্ম্মকার্য্য কিছু করিবার যো নাই, গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত সমাচ্ছন্ন, রাত্রিতে বাষ্পালোক পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ হইয়াছে। অদ্য রাত্রিতে পাপন্দয়ং (Papandanyag) গিরি অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করে মুহুর্মুহু ভূকম্প ও বজ্রধ্বনির ন্যায় আগ্নেয় ধ্বনি শত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। সুদূরে সুমাত্রাদ্বীপেও এই ভীষণ নিনাদ শুনিয়া লোক সকল সশঙ্কিত হইয়াছিল। এই আগ্নেয় গিরিশৃঙ্গ হইতে তিনটী স্বতন্ত্র অগ্নিশিখা বহুদূর উচ্চে উত্থিত হয় এবং অনর্গল অগ্নিময় ধাতু নিস্রব নির্গত হইয়া ইহার সমস্ত উপরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইতে থাকে। প্রজ্বলিত উপলপিণ্ড প্রচণ্ডবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বহুদূর ব্যাপিয়া বর্ষণ হইতে লাগিল এবং উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধাতব পরমাণু সকল বায়ুমণ্ডলকে ঘনীভূত করিয়া সমস্ত গাঢ় তমসাচ্ছন্ন করিল। এই বিষম অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বাত্যাও উত্থিত হয়, তদ্দ্বারা গৃহ, চাল, বৃক্ষ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ভস্ম এত অপরিমেয় বর্ষিত হয় যে একা দেনামো (Denamo) নগরের ভূমি ও ছাদে অনেক ইঞ্চ গভীর স্তর পড়ে। সহসা দৃশ্য পরিবর্ত্তন—মুহূর্ত্ত মধ্যে গিরিশিখর বিদীর্ণ হইয়া শতধা হইয়া পড়িল। যেখানে পাপন্দয়ংয়ের এক মাত্র উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ শোভমান ছিল, এখন সেখানে সাতটী স্বতন্ত্র শৃঙ্গ বিরাজমান। ইহাদিগের সন্ধিদেশে বৃহৎ বৃহৎ ধাতব পিণ্ড সকল সংলগ্ন এবং গহ্বর হইতে অনর্গল নিবিড় ধূম ও কৃষ্ণবর্ণ ধাতু নিস্রব নির্গত হইতেছে।

পরদিন (২৮শে) ব্যাটেবিয়া পুনর্ব্বার শান্তভাব ধারণ করে। আকাশ পরিষ্কার, দিবসের উত্তাপ ১০ ডিগ্রি কমিয়াছে; সন্ধ্যার সময় বিলক্ষণ শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। বাঁশের ঘর সকল ভাসিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু জলের গভীরতা অধিক হয় নাই। যতই ভস্মরাশি পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, পক্ষী সকল ততই আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল। জল কমিয়া গেলে, পথে ঘাটে প্রচুর মৎস্য দৃষ্ট হয়, দেশীয়েরা আহ্লাদ সহকারে ধরিবার জন্য ব্যস্ত। সমুদয় নগর ভস্ম স্তরে আবৃত। রাজপথ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইয়াছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি ভস্ম বৃষ্টির তখনও বিরাম নাই। অগ্ন্যুৎপাতের সময় বায়ুমণ্ডল আন্দোলিত হইতেছিল, কিন্তু ভূমিকম্প নিবৃত্ত

হইয়াছে। মধ্যাহ্নে সংবাদ আইসে যে, সিরং পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন পুনর্ব্বার সংস্কৃত হইয়াছে। ভঞ্জভাঙ্গি (Banjoe-wangia) হইতে ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী রাবণ গিরি (Rawoon) গতকল্য হইতে অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে।

ঐ দিন অপরাহ্নে আবার টেলিগ্রাফ ইন্‌স্পেক্টর সংবাদ প্রেরণ করেন যে "গত কল্য প্রাতঃকালে যখন আমি সিরং হইতে অঞ্জারের তার সংস্কার করিবার চেষ্টা করি, তখন দূর হইতে সমুদ্রের উত্থান দেখিতে পাই। উত্তাল তরঙ্গমালা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া দেশ গ্রাস করিতে আসিতেছে। আমি প্রাণ ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে অভ্যন্তর দেশে পলায়ন করিলাম। অঞ্জরের বিষয় আর কিছুই জানি না।" অঞ্জর হইতে রাববার অপরাহ্নে বার্ত্তা আইসে যে "অগ্ন্যুৎপাতের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত ও অনুভূত হয়। সমুদ্র ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে দুই হস্ত পরিমাণ উঠে ও নামে। সমস্ত তরী চূর্ণ হইয়াছে। রাত্রির মধ্যে ৬ বার প্রচণ্ড ভূকম্প হইয়াছে। সোমবার প্রাতে অবাধে জলরাশি পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া ঘোর নাদে উপকূলে প্রতিঘাত করে। একঘণ্টা পরে অতি উচ্চতর তরঙ্গ সকল প্রবলতর বেগে আঘাত করিয়া সমস্ত সণ্ডা উপকূলের ধ্বংস সাধন করে।। এই দিবস (২৭শে সোমবার) বেলা ১১ টার সময় ব্যাটেবিয়ার সংবাদ—অঞ্জর, (Anjir) জরিহাজিন (Tjerihagin), তিলক বিতঙ্ক (Telak Betong) জনপদ একবারে বিনষ্ট হইয়াছে।" অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সংবাদ—সণ্ডা প্রণালীর উপরিস্থ যাবতীয় বাতি ঘর (Light house) অদৃশ্য হইয়াছে। মধ্যাহ্নের সংবাদ—ক্রাকাটেও গিরি অদৃশ্য হইয়াছে। যেখানে এই গিরি অবস্থিত ছিল, এখন সেখানে অগাধ জলরাশি সঞ্চরণ করিতেছে। দুইপ্রহর অর্দ্ধঘণ্টার সময় সংবাদ—উপকূল পর্য্যবেক্ষণার্থ যে জাহাজ প্রেরিত হয়, তাহা প্রত্যাগত হইয়া বিজ্ঞাপন করে যে সণ্ডাপ্রণালীর দৃশ্য অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পোতাদি যাতায়াতের পথ দুর্গম ও বিপদজনক। ভঞ্জভাঙ্গ হইতে সংবাদ আইসে যে রাবণ গিরি অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে, আর গর্জ্জন শ্রুত হয় না এবং অল্পই ধূম নির্গত হইতেছে।

২৯এ আগষ্ট মঙ্গলবার সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়। মধ্যাহ্নে সহসা সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া একবারে ষোলোটা আগ্নেয় গিরি উত্থিত হইয়াছে। জাবা উপকূলের সেণ্ট নিকোলাস অন্তরীপ হইতে সুমাত্রা উপকূলস্থ হোগা অন্তরীপ পর্য্যন্ত প্রায় সমরেখায় এই নব গিরি শ্রেণি স্থিত রহিয়াছে। সুয়ঞ্জিপন দ্বীপ (Soenjo pan) পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ব্যাটেবিয়া উপকূলে প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র চিনদিগের বসতি ছিল, সমুদ্র উথলিত হইয়া এই প্রদেশ একবারে গ্রাস করিয়াছে, পঞ্চ সহস্র লোকও অব্যাহতি পায় নাই।

এই নগরে ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকা বাসীর সংখ্যা প্রায় ৩৫০০, তন্মধ্যে ৮০০ শত হত হইয়াছে। অঞ্জর নগরের যে অংশ ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসী দিগের আবাস, তথায় প্রথমতঃ আগ্নেয় গিরি নির্গত প্রস্তর কর্দ্দম ও ধাতুনিস্রব পতিত হয়, পরে সমুদ্রোচ্ছ্বাসে সমস্ত ধ্বংস হয়, নগরের চিহ্ন মাত্র নাই। ব্যাণ্টাম নগর সমগ্র জলমগ্ন, ১২০০ হইতে ১৫০০ লোক মরিয়াছে। সিরংদীপ এক কালে প্লাবিত হয়, একটী মাত্রও প্রাণী রক্ষা পায় নাই। শিলা বর্ষণে ও ধাতু নিস্রবে চেরিবনের অনেক লোক ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। ঘুটেনজর্গ, সমরঙ্গ, জগজ্জকর্ত্ত, শূরকর্ত্ত এবং শূরবয় প্রভৃতি জনপদ বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ভবনের সহস্র দেবমন্দির বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। "বড়বুধ" দেবের প্রসিদ্ধ মন্দিরের গুম্বজ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তমরঙ্গ নগর ধাতু নিস্রবে নিমজ্জিত হইয়াছে। নগরের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মরিয়াছে।

শিমুইক নগরে প্রজ্বলিত উপলপিণ্ড পতিত হইয়া গৃহ সকল দগ্ধ করে এবং তাহাতে অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়। কিজিলিঙ্কিং একবারে ধ্বংস হয় ও অনেক লোক প্রাণ ত্যাগ করে। ব্যাটেবিয়ার ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী অনিরস্ দ্বীপ সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয় ও তত্রস্থ ভাসমান ডক্ (জাহাজ নির্ম্মাণ বা সংস্কার স্থান) বিনষ্ট হয়। নিজ বাটেবিয়ার শাসনকর্ত্তার বাটী চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তিন জন অনুচর হত হইয়াছে। জাবা উপকূল হইতে পাঁচক্রোশ দূরবর্ত্তী মিদিং দ্বীপ সমুদ্র-গর্ভে নিহত হইয়াছে। ওয়ারঞ্জ নগরে প্রায় ৯০০ শত লোক হত হইয়াছে। তালাতোয়াতে ৩০০ মৃত দেহ দৃষ্ট হইয়াছিল। সমগ্র জাবাদ্বীপের সংবাদ অতীব শোচনীয়, বিস্তর প্রাণী ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। অন্যূন ৭৫০০০ সহস্র লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সমুদ্রের জল হ্রাস হইলে বাটেবিয়ার নিম্নভূমিতে শত শত মৃত দেহ দৃষ্টি গোচর হইয়াছে।

আখ্যায়িকা মালা।

১। রোম সম্রাট্ এড্রিয়ান যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, তখন এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অপমানের কথা বলিয়াছিল। এড্রিয়ান সিংহাসনস্থ হইয়া ঐ ব্যক্তিকে একদিন দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এখন নির্ভয়ে আমার নিকট আইস, কারণ আমি

সম্রাট হইয়াছি, আর কেহ তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না।"

২। চিনের এক সম্রাট শুনিলেন সাম্রাজ্যের এক দূরবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি লোক তাঁহার শত্রু হইয়া বিদ্রোহ সংঘটন করিয়াছে। তিনি অমাত্য-দিগকে সঙ্গে লইয়া বলিলেন "চল শীঘ্র শত্রুদিগকে গিয়া ধ্বংস করিয়া আসি।" তাঁহার আগমন মাত্র শত্রুগণ বশ্যতা স্বীকার করিল। তখন সকলেই মনে করিতে লাগিল যে তিনি বিদ্রোহীদিগকে বিশেষরূপে দণ্ডিত করিবেন, কিন্তু তিনি যেরূপ শান্ত ও সদয়ভাবে তাহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। প্রধান রাজমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া সম্রাটকে বলিলেন, আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন শত্রুদিগকে ধ্বংস করিবেন, তাহা লঙ্ঘন করিয়া সকলকেই ক্ষমা এবং অনেকের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করিতেছেন, ইহাতে আপনার বাক্য কি মিথ্যা হইতেছে না? সম্রাট বলিলেন কই না, আমার বাক্য মিথ্যা না হইয়া বরং সত্যই হইয়াছে। আমি শত্রু-দিগকে ধ্বংস করিব বলিয়াছিলাম, দেখ আর কেহ আমার শত্রু নাই, সকলেই আমার বন্ধু হইয়া গিয়াছে।"

৩। আর্কেডিয়স নামে আর্গসবাসী একজন গ্রীক সর্ব্বক্ষণ মাসিডনরাজ ফিলিপের গ্লানি করিত। একসময় ঐ ব্যক্তি মাসিডন রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে সভাসদগণ ফিলিপকে পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ! এই সময় বড় সুযোগ হইয়াছে, আর্কেডিয়সের গত অপরাধের শাস্তি দিউন এবং ভবিষ্যতে সে আর আপনার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করিতে না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করুন।" ফিলিপ সভাসদগণের উপদেশ আর এক ভাবে অনুসরণ করিলেন। তিনি আর্কেডিয়সকে ধৃত করিয়া আনিলেন, কিন্তু প্রাণদণ্ড না দিয়া উদারতা ও সৌজন্যসহকারে বহুল পরিমাণে উপহার প্রদান করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। কিছু দিন পরে ফিলিপের নিকট সংবাদ আসিল, আর্কেডিয়স ফিলিপের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার গুণের পক্ষ-পাতী হইয়াছে এবং যথাতথা মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা ঘোষণা করিতেছে। তখন ফিলিপ অমাত্যদিগকে বলিলেন "বল দেখি, তোমাদিগের অপেক্ষা আমি রোগের ভাল চিকিৎসা করিয়াছি কি না?"

যুগল সহোদরার কথোপকথন।

চপলা—"
ভালো, দিদি, এক সুধাই তোমারে,
দেখহ বিচারি মনের মাঝারে ;
একই দেহেতে এক(ই) উপাদান,
পুরুষ রমণী দুই ত সমান।
একই বিধাতা দোঁহারে সৃজিলা ;
একই জীবন, এক(ই) মন দিলা।
নাসিকা, রসনা, শ্রবণ, নয়ন,
পুরুষে যে রূপ, নারীতে তেমন।
কাজ হেতু হাত, চলিবারে পা,
পুরুষের যাহা, আমোদের (ও) তা।
তবে বা ওদেরে মিছে কেন ভাই,
ইষ্ট দেব সম পূজিব সবাই ?
'মারো' 'কাটো' 'রাখো' তবে কেন কই,
আজ্ঞাধীনী হোয়ে যোড়হাতে রই ?"

সরলা—
"হায় পাগলিনি, কেন না কহিবি ?
সদা যোড়হাতে কেন না রহিবি ?
কাষ্ঠের পুত্তলি মোরা বঙ্গবালা ;
চক্ষু থেকে অন্ধ, কান থেকে কালা।"

চপলা—
"চক্ষু থেকে অন্ধ ? তা কেন রহিবো ?
বিধিদত্ত ধন কেন উপেক্ষিবো ?
পেয়েছি দ্বিকর, স্বকার্য্য সাধিবো !
পেয়েছি চরণ, অবশ্য চলিবো।
সংসারে ফিরিবো, অচল লঙ্ঘিবো,
চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিবো !"

সরলা—
হায় অভাগিনি, কেমনে যাইবি ?
দাসত্ব শৃঙ্খল কেমনে ভাঙ্গিবি ?
অসুরের বলে, ধরিয়া কুন্তলে,
রাখিবে স্ববলে, কোথা পলাইবি ?
পুরুষের যষ্টি, শরীরের জোর,
কোথা তোর আছে, কোথা আছে মোর ?

চপলা—
"যাক্ গে সে সব, আর কথা ভাই,
ভেবে ভেবে আর অন্ত নাহি পাই ;
আছে আমাদের চারিটী সোদর,
যোগীশ, রমেশ নবীন, সুধর ;
লিখাতে পড়াতে শিখাতে ওদের,
কত না বাবার উৎসাহ মনের।
ভাল ভাল ছুরি, পেন, কালী, বই,
ওদের যা আছে, মোদের তা কই ?
আমাদের (ও) বাবা, ওদেরও তাই,
বাবার আচার এ কেমন ভাই,
ছেলেতে সদয়, মেয়েতে পরুষ !"

সরলা—
"জানো না অবোধ, বাবাও পুরুষ ?"

নূতন সংবাদ।

১। কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ আগামী ৮ই নবেম্বর সিংহাসনাভিষিক্ত হইবেন। তিনি বঙ্গদেশের সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইয়া মেজর উপাধিও পাইয়াছেন।

২। এ বৎসর বঙ্গদেশের ন্যায়

গোম্বাই ও পঞ্জাবেও শস্য ভাল না হওয়াতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা।

৩। কয়েকদিন সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম দিকে ঘোর লাল রঙ দেখা গিয়াছে, যেন ঘরে আগুণ লাগিয়াছে। শুনা গেল দাক্ষিণাত্যে এই আলোক আরও উজ্জ্বল দৃষ্ট হইতেছে, এবং ইহার তেজে তথাকার মাটী শুকাইয়া শস্যের হানি করিয়াছে। তত্রত্য লোকে নানা বিপদের আশঙ্কা করিতেছে।

৪। গত ২৭ এ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে রাজা রামমোহন রায়ের ৫০ সাংবৎসরিক স্মরণার্থ উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অধ্যাপক মোক্ষমূলার একটী বক্তৃতা করেন। আমরা আশা করি এ বৎসর মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মেরা সর্ব্ব সাধারণকে লইয়া রামমোহন রায়ের একটী বিশেষ উৎসব করিবেন।

৫। শিক্ষা কমিসনের রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ১৩টী বৃহৎ অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে এবং স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট হণ্টার সাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বিবিধ প্রসঙ্গ—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। আমাদিগের সুপরিচিত কবি গদ্যাকারে এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহার আদ্যন্ত তাঁহার হৃদয়গ্রাহী কবিত্বে পূর্ণ। কবি এক স্থানে যথার্থই বলিয়াছেন, এই একজগতের মধ্যে অসংখ্য জগৎ রহিয়াছে, প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন এক এক বিচিত্র জগৎ এবং এই পুস্তকখানিতে তাঁহার নিজ জীবনের বিচিত্র জগতের ছবি আঁকিয়া তাঁহার কাব্য আমাদিগের বিলক্ষণ হৃদগত করিয়াছেন। তাঁহার ভাবের অবিরাম তরঙ্গ, চিন্তার নবীনত্ব, বর্ণনার বৈচিত্র এ সকলই প্রশংসাতীত. ইহাদ্বারা হৃদয় মন প্রাণের শিক্ষার অনেক সহকারিতা করিবে সন্দেহ নাই। পুস্তকের ভাষা এবং বিষয় গুলি রমণীদিগে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আমাদিগের প্রত্যেক পাঠিকাকে এক একবার ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বামাগণের রচনা।

মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাসের সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যকতা।

স্ত্রী এবং পুরুষ এ উভয়কে লইয়াই সংসার। বিদ্যাধন লাভে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার, কারণ সাংসারিক কর্ত্তব্য ভার সকল তুল্যরূপে স্ত্রী এবং পুরুষের উপর অর্পিত। স্ত্রীলোক যদি শিক্ষা দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য অবগত

হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে তৎসম্পাদনে সক্ষম হয়েন, তদ্দ্বারা পুরুষের ভার অনেক লাঘব হয়। কিন্তু বিদ্যাহীনা স্ত্রীর হৃদয় অন্ধকারময়। অল্প বুদ্ধি বশতঃ সর্ব্বদা তিনি অহঙ্কারিণী হয়েন, মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করেন না, সকল লোককেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। বিদ্যারূপ জ্যোতি যাহাদের হৃদয় ক্ষেত্রে বিকাশিত হয় নাই, তাহাদের মন সর্ব্বদা অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য রূপ মেঘে আচ্ছাদিত থাকে। অনেকেই রূপমদে ও ধনমদে মত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস ও ঈশ্বরোপাসনা করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে এই রূপই আমাদের চিরদিনের সঙ্গী ও ইহ পর কালের সুখের সম্বল হইবে। তাঁহারা দিবারাত্রি মিথ্যা আমোদ, গল্প, ঝগড়া বিবাদ, পরনিন্দা, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি নানা প্রকার কুৎসিত চর্চ্চা লইয়াই সময় ক্ষেপণ করেন। গুণব্যতীত কেবল মাত্র রূপতেই কি মনুষ্য জীবন শোভা পায়? বরং সেই অসার রূপই ক্রমে তাহাদের বিপদের নিকেতন হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না যে, জগৎ সংসারের সকলই অসার ও ক্ষণস্থায়ী, কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হইবে, কিছুই থাকিবে না। সকলই কেবল মাত্র পদ্মপত্রের জল বিম্বের ন্যায় অবস্থান করিতেছে—কেবল সেই সকল সারের সার একমাত্র জ্ঞান ও ধর্ম্মই চিরকাল বিরাজিত থাকে। তাঁহারা নয়ন থাকিতেও অন্ধ এবং বুদ্ধি থাকিতেও নির্ব্বোধ, কারণ বিদ্যাব্যতীত কিছুতেই হৃদয়ের উন্নত হয় না। মূর্খতা প্রযুক্তই আমাদের দেশের পুরুষেরা রমণীদিগকে ঘৃণা করেন ও তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করেন, বিদ্যা বিহীনতাই ইহার প্রধান কারণ। ভারতভূমি পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনীদিগকে সর্ব্বদা অন্ধকূপে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। শিক্ষাই জ্ঞানের পথ প্রদর্শক ও হৃদয়ের অলঙ্কার বিদ্যা অমূল্য ধন। ধন দিলে অনেকানেক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিদ্যা পাওয়া যায় না, কেবল সদিচ্ছা ও হৃদয়ের যত্ন দ্বারাই বিদ্যা উপার্জ্জন করা যায়।

বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং মূর্খতাতে যে সকল অপকার ঘটিয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহার কিছু কিছু বলা হইল। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞান ও সকল প্রকার উন্নতি করিতে পারা যায় এমন নহে। বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের আলোক নিপতিত না হইলে, দিব্য জ্ঞানের আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হয় না বরং তাহাতে কখনও কখনও বিষময় ফলও উৎপাদন করে। তাহা বড় ভয়ানক। বিদ্যা চর্চ্চার সহিত ধর্ম্মের অঙ্কুর রোপিত হইলে তাহাতে বিবিধ সুফল প্রদান করে। বিদ্যা দ্বারা হিতাহিত জ্ঞান আবির্ভূত হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুভব করিতে পারা যায় এবং তাহার সহিত ধর্ম্মের

যোগ হইলে, প্রত্যেক মনোবৃত্তি নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিয়া সংস্কারে পরিণত হয় আর তদ্দ্বারা দয়া, প্রেম, সৌজন্য, উদারতা, নম্রতা, বিনয়, পরোপকার, পবিত্রতা ইত্যাদি সকল সদ্ভাব উৎপন্ন হয়। বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের যোগ হইলে হৃদয় প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় শোভা ধারণ করে। যেমন একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প প্রথম দর্শন করিলেই নয়ন মোহিত হয়, পরে বসন্তের দ্বারা তাহার সুগন্ধ সেবনে মনুষ্যের হৃদয় আনন্দিত হইয়া পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অপার মহিমা অনুভব করিতে পারে, সেইরূপ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় একটি বিদ্যাবতী ধার্ম্মিকা স্ত্রীর জীবন দর্শন করিয়া অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দ উপস্থিত হয় এবং তাঁহার সুস্নিগ্ধ সৌরভে সংসারে শান্তি সুখ অনুভব করিয়া মনুষ্য আত্মার সার উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া দয়াময় ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকেন ও জগতের কত প্রকার আশ্চর্য্য মঙ্গল কার্য্য সাধন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া যান।

যাঁহার হৃদয় ধর্ম্মের আলয় সামান্য তৃণের ন্যায় সাংসারিক বাধা বিঘ্ন তাঁহাকে কি শঙ্কিত করিতে পারে? তাঁহার অন্তরে দিবারাত্র সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। প্রেম, ভক্তি, দয়া, বিনয়, নম্রতা এবং শান্তি সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয় মন্দিরে বিরাজিত। সংসারে যত আত্মীয় থাকেন, অর্থাৎ শ্বশুর শাশুড়ী পিতা মাতা ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি, তিনি সকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্বশুর শাশুড়ী পিতামাতার প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি প্রণয়শালিনী, ভাই ভগিনীর প্রতি স্নেহবতী এবং দাস দাসীর প্রতি প্রিয়ভাষিণী হইয়া তিনি ইহ পরকালে সুখে অতিবাহিত করেন। তাঁহার সদ্গুণে ও সদ্ব্যবহারে সকলে সতত সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহার ধর্ম্মের জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত হয়। দুঃখী তাঁর দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাতর, পরোপকার তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ স্বরূপ। তিনি এ গুলিকে নিজের কর্ত্তব্য ও ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া জানেন। ধর্ম্ম শিক্ষাই মনুষ্য জীবনের সার উদ্দেশ্য। মনুষ্য যত কেন বিদ্যা উপার্জ্জন করুক না, একখানা পুস্তক শত শতবার পাঠ করিয়া অভ্যাস করুক না, ধর্ম্মযোগ না হইলে তাহাতে কোন ফল দর্শে না। অতএব বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে এক্ষণে লোকে নানা কারণে লেখা পড়া শিখিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন, কেহ বা মানব সমাজে প্রাধান্য লাভের নিমিত্ত কেহ বা নাম কিনিবার নিমিত্ত। কেহ বা উচ্চ পদাভিষিক্ত পুরুষের পরিণয় লালসায়, কেহ কেহ বা বিদ্বান স্বামীর

মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে বিদ্যার্থিনী হইয়া থাকেন, কিন্তু কয়জন ধর্ম্মের তৃষ্ণায় বিদ্যার জন্য লালায়িতা? বিদ্যা শিক্ষায় তাঁহারা যে গুণগুলি প্রাপ্ত হন, তাহা অসার। ধর্ম্মবিহীন বিদ্যার সারত্ব নাই। সে বিদ্যা অসার বৃক্ষের ন্যায় সংসারের কুটিল কাল চক্রের আঘাতে চূর্ণ হইতে পারে।

যেমন অসার বৃক্ষ ঝড় বায়ু অতিক্রম করিয়া অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না, বরং সেই বায়ুর প্রবল আঘাতে নতশির হইয়া অবিলম্বে ভূমিসাৎ হয়, সেইরূপ ধর্ম্মবিহীন জনগণ সংসারের নানা প্রকার প্রলোভনাদি অতিক্রম করিয়া আপনাদিগকে সর্ব্বদা ন্যায় পথে রাখিতে অক্ষম হয় এবং ত্বরায় তাহাদের সেই অসার বিদ্যার গৌরব বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সারবান্ বৃক্ষ যেমন সহস্র ২ ঝটিকা মস্তকে বহন করিয়াও আলোড়িত হয় না; সেই প্রকার যে ব্যক্তির বিদ্যার মূলে ধর্ম্মের সারভূমি আছে, এমন শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি হউক না কেন, তথাপি সে কিছুতেই বিচলিত বা অন্যমনা হয় না, সে সত্যকে লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সংসারে বিচরণ করিতে পারে।

আজকাল আমাদের দেশে সচরাচর বিজ্ঞান, রাজনীতি রসায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, কিন্তু জ্ঞানবল বাহুবল কিছুই ধর্ম্মবলের তুল্য নহে। ইতিহাস প্রতিপত্রে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে যে দেশে ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, কিম্বা মনুষ্য জ্ঞান বলে গর্ব্বিত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে, সেই রাজ্য বা দেশ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। নর নারীর মধ্যে ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলাতেই এই ভারত রাজ্য উচ্ছন্ন গিয়াছে। পূর্ব্বকালে নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মের একতা ও সত্যপ্রিয়তা থাকাতে তৎসঙ্গে ভারতবাসীর উন্নতির পরিচয় এক্ষণেও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। আজ কাল আমাদের দেশে নরনারীর মধ্যে ধর্ম্মের শিথিলতা ও বিলাসপ্রিয়তা বশতঃই এদেশের এত দুর্দশা ঘটিতেছে।

অতএব হে ভগিনি! এস আমরা সকলে একাগ্র চিত্তে বিদ্যা শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। আমরা বিনয়াবনত মস্তকে প্রেমময় পিতার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগের এই সৎইচ্ছার সহায় হউন। আমরা জ্ঞানহীনা বুদ্ধিহীনা দুর্ব্বল; তিনি আমাদিগের এই ক্ষুদ্র আত্মাকে তাঁহার বলে বলীয়ান করুন, যেন আমরা এই সংসার তরঙ্গে পড়িয়া প্রাণ না হারাই। আমরা সকলে কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

অনুজানন্দিনী রায়।